ভাষাবোধ

বাঙ্গালা-ব্যাকরণ

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ-প্রণীত।

কলিকাতা,

৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট্,

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩১২

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও বাঙ্গালা ঠিক সংস্কৃতের ছাঁচে গঠিত নয়; মাগধী ও পালির সহিত বাঙ্গালার গঠনসাদৃশ্য বরং অধিক।

প্রাকৃত, সংস্কৃত, পারসি, আরবি, ইংরাজি প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে পুষ্টকলেবর হইলেও বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। সুতরাং সংস্কৃত-ব্যাকরণ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ নহে। কিন্তু এখন যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ চলিত আছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য—বাঙ্গালায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দসমূহ সাধিবার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া। তদতিরিক্ত যাহা কিছু ঐ সকল ব্যাকরণে আছে, তাহাও সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক কথা বা পরিশিষ্ট মাত্র।

বাঙ্গালার আদি শিক্ষকগণ ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা ং ও ঃ স্বরবর্ণ মধ্যে এবং ক্ষ স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া চালাইয়া ছিলেন; তাঁহারা ব্যঞ্জনদ্বয়সংযোগের মধ্যে 'ক্ক' ও 'ক' নির্দ্দেশ করেন; এবং কেবলমাত্র 'হওয়া' ও 'করা' ভিন্ন অন্য ক্রিয়াগুলি উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাহার পর বাঙ্গালা সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের হস্তে পড়িয়া নিজের স্বত্ত্ব হারাইতে বসিল এবং একরূপ বিভক্তিহীন সংস্কৃত হইয়া উঠিল। আমাদের ব্যাকরণলেখকগণ সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ হইলেও ভাষার এই অবস্থায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিবেন—বিচিত্র কি?

বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। এক অকারের উচ্চারণ অনেক প্রকার; অর্থাৎ অকার অনেকপ্রকার ধ্বনি প্রকাশ;

করে। ধরিতে গেলে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জ্ঞাপক স্বতন্ত্র বর্ণ থাকা উচিত, অথবা সঙ্কেতভেদাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি বুঝাইবার উপায় করিতে হয়। বাঙ্গালায় ঋ, ৯ স্বরবর্ণ মধ্যে না ধরিলেও চলে। 'ঐকার' ও 'ঔকার' ভিন্ন সংস্কৃতে অন্য যুক্তস্বর (Dipthong) নাই ; বাঙ্গালায় আছে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালায় অন্যান্য যুক্তস্বর প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। পদের কোন একটি মাত্রার (Syllable) উপর জোর দিয়া বলিবার কোন সঙ্কেতও (accent) বাঙ্গালায় নাই। পক্ষান্তরে 'ঙ' ও অনুস্বারের উচ্চারণ প্রায় একরূপ ; 'ঞ' কোন স্থলে 'ঙ' এবং কোন স্থলে নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় ; ণ ও নকারের উচ্চারণগত প্রভেদ প্রায় দেখা যায় না। শ, ষ ও স—এই তিন বর্ণেরও উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রায় একরূপ ;—তবর্গ এবং শুদ্ধ ল বা র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ প্রায় ইংরাজি S অক্ষরের ন্যায় হয় ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র Sh'র ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে এই অতিরিক্ত বর্ণগুলি উঠাইয়া দেওয়া দুরূহ। বৈদেশিক কথাগুলি লিখিবার জন্যও বাঙ্গালায় একাধিক সকারের প্রয়োজন। যথা—টেক্‌স্‌ট বুক কমিটি, স্ট্রীট ইত্যাদি। আবার বর্ণ-প্রকাশিত ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করিলে ক্ষ, হ্ব ও জ্ঞ স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও চলে। ঋ (ri) ও ৯ (li) যদি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহারাই বা হইতে পারিবে না কেন? আবার ধরিতে গেলে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণগুলি হ-সংযুক্ত (aspirated) প্রথমবর্ণ। কিন্তু বর্ণ বলিয়া ঐ গুলি বাঙ্গালায় চলিতেছে।

অনুস্বারের উচ্চারণ প্রায় ঙকারের উচ্চারণের সমান এবং বিসর্গ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে হ-সংযুক্ত (aspirated) করে মাত্র।

বর্ণের উচ্চারণ দুই প্রকার ; ধ্বনিমূলক ও ঐতিহাসিক। ক ও ষ যোগে উৎপন্ন হইলেও ক্ষ'র উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ঐতিহাসিক

উচ্চারণ। এই সমস্ত বিষয়ের সকল কথা শিশুপাঠ্য ব্যাকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নয় বলিয়া মূলগ্রন্থে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা লিখিতে শিখিবে বলিয়া বাঙ্গালিছাত্রের বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষা নয়। তবে যাহা লিখিবে, তাহা অশুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ যাহাতে ব্যবহৃত পদ-গুলির অন্বয় বুঝিতে গোল না হয়, তাহাই শিক্ষা করা এইরূপ ব্যাকরণ-পাঠের উদ্দেশ্য। এই পুস্তকে কারকাদি নির্ণয়ের যে পথ দেখান হইয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলে আর ঐরূপ ভুল হইবে না।

বাঙ্গালার ধাতুগত না হইলেও সন্ধি ও সমাস বাঙ্গালায় আছে। যতদূর আছে, তাহাই মূলগ্রন্থে নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে একবারে সমাসনিষ্পন্ন বা প্রত্যয়ান্ত হইয়া আসিয়াছে। আবার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়া বাঙ্গালা-প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে; অথবা বাঙ্গালা সমাসের নিয়মে অন্যশব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। শেষোক্ত পদগুলি সাধাও বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাদি মূলগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

সংস্কৃত শব্দের সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়াদি শিক্ষা দেওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ শব্দ গঠনের প্রণালী শিখিতে পারিলে প্রয়োজনমত নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে, তাহাদের গঠনসম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের শেষে দিয়াছি। এইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবার সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে গৃহীত কথাগুলির সম্বন্ধেও যতটুকু আবশ্যক, তাহাও ঐরূপে দেওয়া হইয়াছে।

অনেকে বলেন, ছাত্রদিগকে ইহার পর সংস্কৃত পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা পাঠকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ যতদূর শিক্ষা হয়, ততই ভাল;

এবং সেই কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি শিখানই বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কথাই যদি সঙ্গত হয়, তবে 'উপক্রমণিকা' ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-নামধেয় কতকগুলি কঠিনতর গ্রন্থ পড়ান কেন? ঐ সকল গ্রন্থে এমন কথা অনেক থাকে, যাহা বি, এ, পরিক্ষার্থী ছাত্রদিগেরও না শিখিলে চলে। আর সংস্কৃতাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে যে সকল শব্দ ও বাক্যাংশ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে তাহাদের মূল গঠনপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া যদি বাঙ্গালা-ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় পারসি, প্রাকৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণও কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালা ব্যাকরণের অন্তর্ভূত করিতে হয়। কিন্তু বাগিচা, গালিচা, সতরঞ্চ, কোতোয়াল, হাড়হাভাতে, পাগড়ি, ভুল-কালাম, থানাতলাসি, সামিয়ানা, জরিমানা, গোলাব, গুলজার, তক্তাপোষ, ষ্ট্যাম্পবেণ্ডর প্রভৃতি শব্দ সাধিবার সূত্র ত কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণে নাই।

বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত অনেক নূতন নূতন শব্দ এবং তন্মূলক অনেক যৌগিক শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতেছে; এইরূপে অম্লজান, জলজান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এবং দুগ্ধভ্রাতা, দুগ্ধভগিনী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা আইনের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আবার বৈমাত্রেয় শব্দাদীর অনুকরণে বৈপিত্রেয় প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল শব্দ এখনও সাধারণভাবে প্রচলিত এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকার ভুক্ত হয় নাই।

মেহেরবাণি, দোয়া (দুয়া), জারি, সমন, শিকার, এগ্‌জামিন, টেলি-গ্রাফ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ ভাষার ভাববিশে[illegible]হইলেও বাঙ্গালায় ভাববিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। এইরূপ দয়া, কৃপা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঘৃণা প্রভৃতি অনেক গুণবোধক সংস্কৃত বিশেষ্যও বাঙ্গালায় ভাব বিশেষ্যের

ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ভাষা তত্ত্ববিদের মতে এই সকল শব্দ কর্ ধাতু সংযোগে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। যৌগিক ক্রিয়া স্বীকারে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষণ হয় না বলিয়া মূলগ্রন্থে ঐ সকল শব্দ নিষ্পন্ন পদ ভাব বিশেষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষকমহাশয়েরা ভাব বিশেষ্য ও যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিত কথাগুলি ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন। কথাগুলি একবার ভাল করিয়া বুঝিলে পদ পরিচয় দান অতি সহজ হইবে।

বিভক্তিযোগে ও সমাসাদিতে শব্দ ও ধাতুর নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটে। আবার একপ্রকার শব্দেরই বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন আকার হয়। সেই সকল রূপান্তর দেখাইবার জন্য সূত্র প্রণয়ন এবং সেই সকল সূত্র বালকদিগকে শিখান শক্তির অপব্যবহার মাত্র। কেবল উদাহরণ দ্বারা ঐরূপ পরিবর্ত্তন বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। এই কারণে যে যে সম্বন্ধে যত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, যে যে রূপে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সংযোগ হইতে পারে, তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এবং সেই কারণেই সকল প্রকার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া পুস্তকের আকার বড় হইয়াছে। কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয় এরূপ বিষয় অধিক নাই; সুতরাং পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে বালকদিগের অধিক দিন লাগিবে না।

পুস্তকপ্রণয়ন সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংরাজি ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াছি। যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। তবে এইরূপ গ্রন্থ প্রথম উদ্যমে সম্পূর্ণ বা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি শিক্ষকমহাশয়দিগের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। আশা করি সে সাহায্যে আমি বঞ্চিত হইব না।

১৩০৫ সাল।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম প্রকাশের অল্পদিন পরেই ভাষাবোধ সেণ্ট্রাল টেক্‌স্‌ট-বুক কমিটি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা স্কুল সমূহের পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও পুস্তকখানি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শুনিয়াছি—ভাষাবোধ নর্ম্মাল স্কুলেরও পাঠ্য। তথাপি কিন্তু পুস্তক বিক্রয় হয় না। সাত বৎসরের পর এই পুনর্ম্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার কারণ—আমি গ্রন্থভারগ্রস্ত গ্রন্থকর্ত্তার ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে শিখি নাই।

যাঁহাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর পাঠ্যগ্রন্থের ভাগ্য নির্ভর করে, তাঁহাদের অনেকের এই পুস্তকের উপর যেরূপ বিষদৃষ্টি, তাহাতে ইহার যে কখন দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে, সে আশা ছিল না। সেই কারণে ইহার পূর্ণতা সাধনের জন্য চেষ্টাও করি নাই। কয়েক মাস মাত্র অতীত হইল, শুনিলাম—প্রকাশকদিগের নিকট একখানিও পুস্তক নাই; অথচ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সময়ে সময়ে দুই একখানি পুস্তকের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করিয়া এই পুনর্ম্মুদ্রণ করিতে হইল; ইচ্ছানুরূপ সংস্করণ ঘটিয়া উঠিল না। আমার জীবনে ভাষাবোধের তৃতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব, সে আশা নাই। সুতরাং আমার কাজ এইখানেই শেষ হইল।

১৩০৫ সালে ভাষাবোধের প্রথম প্রকাশের পর অবধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া বেশ আন্দোলন চলিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রসমূহে এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও বাহির হইয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালাব্যাকরণ সম্বন্ধে কতকগুলি

প্রশ্ন করিয়া তৎসম্বন্ধে মীমাংসার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই একরূপ মীমাংসা তৎপূর্ব্বে ভাষাবোধে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষৎ ঐ সকল মীমাংসার গুণদোষ-বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। বোধ হয় গবেষণার মৌলিকতা রক্ষার অনুরোধে ভাষাবোধের নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। নাম না করুন, বর্ত্তমান আন্দোলনেই ভাষা-বোধের জন্ম সার্থক হইয়াছে।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এই পুস্তকখানিকে অপ-ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি বিশেষণে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও যে এই পুস্তকখানির প্রণয়নে কত অধ্যয়ন, কত শ্রম ও কত চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না, ইহাই বড় ক্ষোভের বিষয়। তবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপুত্র পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৃহস্পতিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মান্যবর ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নানাশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞপ্রবর পণ্ডিত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বিবর্গ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভাষাবোধের উপর সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

বাঙ্গালার ধাতুমালা আজিও প্রস্তুত হয় নাই; সম্পূর্ণ ধাতুমালা প্রস্তুত করিবার সময়ও হয় নাই। কারণ যে সকল ক্রিয়াপদ কেবল কবিতাতেই স্থান পাইত, তাহারা ক্রমে গদ্যেও লব্ধপ্রবেশ হইতেছে। আবার যে সকল ক্রিয়াপদ অপভাষা বা গ্রাম্যভাষাতেই ব্যবহৃত হইত, তাহাদেরও দুই একটি সাধুব্যবহার-সম্মান পাইয়া সাধুভাষায় স্থান লাভ করিতেছে। এইরূপে বাঙ্গালা ধাতুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। তবে বর্ত্তমান সময়ে

যে সকল ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহাদের ধাতুসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ধাতুমালাটি যে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না। যে সকল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলে, কেবল তাহাদেরই নাম ধাতুমালায় প্রদত্ত হইল।

কালীঘাট, কলিকাতা।
সন ১৩১২।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২২	(ঈশ্‌শ্‌র্‌)	(ঈশ্‌শর)
৪	২৩	ষত্ববিধানের	ও ষত্ববিধানের
৫	৩০	অন্ত্যাস্থিত	অন্তস্থিত
১০	১৭	অধিনী	অধীনী
১৪	৫	রাণী	রাজ্ঞী
১৭	২১	এইরূপই	এইরূপ বাক্যই
২৫	৭	যাহার দ্বারা করা যায়	যাহা ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রধান সাধন
২৫	১৯	ঢাকিল	ঢাকা পড়িল
২৮	১	থাক	থেকে
৩৫	৪	উপরিউক্ত	উপরি-উক্তরূপ,
৩৭	২৫	বাক্যাংশের	বাক্যের
৫১	১৯	জোগুলার	জোগুলার
৫২	২০	যাওয়ায়	যাওয়ার
৫৯	২৮	অর্থ এই	অর্থ—এই
৬০	৭	ক্বচিৎ	ক্বচিৎ
৬০	৮	দে	দেব
৬১	১৭	তিনটী	তিনটি
৬১	২২	যোগসাজগে	যোগসাযোগে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	১৬।১৭	হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানি
৬৪	১৯	সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বিশেষণ
৭৫	২২	তচ্ছবণ	তচ্ছ বণ
৭৬	২০	(পুনর্)	(পুনর্)
৮৪	১৬	যাহ	যাহা
৮৯	১	ভ্রাতৃস্পুত্র	ভ্রাতৃপুত্র
১০৭	৮	সৌহার্দ্দ	সৌহার্দ্দ্য
১০৫	১০	রমে	রোম
১১২	১৪	অভ্যুবয়িক	আভ্যুদয়িক
১১৭	১২	তোমার	তোমরা
১২৪	২১	বলিলেন	বলিলে
১৩৭	১১	বাসা	বাস
১০৮	১৬	পাকাল	পাকল
১৫৩	১২	কর্ত্তৃবাচ্যে ত হয় ;	কর্ত্তৃবাচ্যেও ত হয় ।
১৭৬ই	১ই	(গ)	(চ)
১৭৬	৯।১০	সামন্যসা	সামঞ্জস্য
১৫৬	২১	তুবরান	তুবড়ান
১৭৬	৩১	চুটা	চুটা

ভাষাবোধ

বাঙ্গালা-ব্যাকরণ।

১। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বর্ণ।

২। আমরা যে সকল কথা বলি, সেইগুলি লিখিবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের এক একটি সঙ্কেতকে এক একটি বর্ণ বলে।

৩। বর্ণ দ্বিবিধ। স্বর ও ব্যঞ্জন।

অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদের নাম স্বরবর্ণ। আর যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের নাম ব্যঞ্জন বর্ণ।

৪। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসমেত আটচল্লিশটি বর্ণ আছে, তাহাদের মধ্যে ১৩টি স্বর ও ৩৫টি ব্যঞ্জন বর্ণ।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, (১) এ, ঐ, ও, ঔ—স্বরবর্ণ।

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় এমন কথা নাই, যাহার আদিতে ৠ বা ঌ আছে। সুতরাং এই দুই বর্ণ কেবল ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে সহায় হয়। ৠকলা-যুক্ত কথাও বাঙ্গালায় নাই; তবে 'সংস্কৃত দৄধাতু হইতে বিদীর্ণ হইয়াছে' এইরূপ লিখিতে হইলে ৠফলার প্রয়োজন। সেই জন্য 'ৠ' বর্ণমালামধ্যে ধরা হইল। ঌফলা যুক্ত 'কৢপ্ত' কথাটি বাঙ্গালায় চলে। ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে 'ৡকার' 'ৡত্তব' এইরূপ কথা আছে। আধুনিক গ্রন্থে ঐ বর্ণ দেখা যায় না; আরও পাণিনির মতে ৡকার নাই; সুতরাং বর্ণমালায় ঐ বর্ণ দেওয়া হইল না।

স্বর দুই প্রকার; হ্রস্ব ও দীর্ঘ; অ, ই, উ, ঋ, ৯—হ্রস্ব স্বর; আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ—দীর্ঘ স্বর। (১)

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য (য়), র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ং, ঃ ব্যঞ্জন বর্ণ। (২)

পূর্ব্বে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। 'ক' বলিলেই (ক+অ) অর্থাৎ কবর্ণে অকার সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। পূর্ব্বে স্বরবর্ণ সংযোগ যথা—অক্, আথ্। (৩)

শব্দের যে যে অংশ এক এক বারে উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে 'শব্দমাত্রা' বলে। 'ভাষাবোধ' শব্দে 'ভা', 'ষা' ও 'বোধ'—এই তিনটি

---

(১) হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে। দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে তদপেক্ষা অধিক কাল লাগে। দূরাহ্বান, গান, উপহাস ও রোদনে স্বর দীর্ঘতর হইলে তাহাকে প্লুত স্বর বলে।

দুই স্বর একত্র উচ্চারিত হইলে যুক্ত স্বর বলে। যথা—বিড়াল মিউ মিউ করে। এইস্থানে 'ইউ' একত্র উচ্চারিত হইয়াছে। এইরূপ ইউরোপ, ঢেউ, হাইকোর্ট, মেও। ঐকার ও ঔকারও যুক্ত স্বর।

কোন স্বরবর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে অকার, আকার, ইকার—এইরূপ বলা যায়। কখন কখন ব্যঞ্জনবর্ণও ঐরূপে লিখিত হইয়া থাকে।

(২) বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব' কেবল বর্ণমালায় আছে। সংস্কৃত হইতে গৃহীত কথাগুলিতে অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গ্য 'ব'—উভয়েরই আকার একরূপ। উচ্চারণগত কোন প্রভেদও নাই। ফলার 'ব' (অন্তঃস্থ ব) উচ্চারিতই হয় না। কেবল সংযুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—ত্বরা (ত্তরা), ঈশ্বর (ঈশ্শ্র)। ঙ ও ং—এই দুইয়ের উচ্চারণ প্রায় একরূপ। ঞ—কোন স্থলে ঙ কোন স্থলে নকারের ন্যায়।

ণ ও ন এই দুই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদ বাঙ্গালায় না থাকিলেও বর্ণের আকারগত প্রভেদ আছে। শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রায় একরূপ। তবর্গ এবং শুদ্ধ ঋ ও র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ ইংরাজী S অক্ষরের ন্যায় হয়। অন্যত্র প্রায়ই Shএর ন্যায় হইয়া থাকে।

(৩) কোন স্বরবর্ণ পরে না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের নীচে একটি বক্ররেখা (্) দিতে হয়। যথা ক্, প্, ইত্যাদি। এইরূপ শুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্ণের নাম হসন্ত বর্ণ, এবং ঐ রেখার নাম হসন্ত চিহ্ন।

শব্দমাত্রা আছে। ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ং এবং ঃ ভিন্ন বর্ণের উপর যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে বর্ণমাত্রা বা মাত্রা বলে।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচটি বর্ণ কবর্গ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এই পাঁচটি বর্ণ চবর্গ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ এই পাঁচটি বর্ণ টবর্গ। ত, থ, দ, ধ, ন এই পাঁচটি বর্ণ তবর্গ। প, ফ, ব, ভ, ম এই পাঁচটি বর্ণ পবর্গ।

ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্গ্য বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে।

য, র, ল, ব এই চারিটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স ও হ এই চারিটিকে উষ্ম বর্ণ বলে।

ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম এই পাঁচটি বর্ণ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম অনুনাসিক। অন্য বর্ণকে অনুনাসিক করিতে হইলে তাহার উপর চন্দ্রবিন্দু (ँ) দিতে হয়।

৫। 'অ', 'আ' এবং 'এ' এই তিনটি স্বর উচ্চারণভেদে সহজ ও বিকৃত। অবশ্য, অগ্র প্রভৃতি শব্দে 'অ' সহজ; অতি, অক্ষর প্রভৃতি শব্দে বিকৃত (১)। আকার, আষাঢ় প্রভৃতি শব্দে 'আ' সহজ; কাল, আজ প্রভৃতি শব্দে বিকৃত। একার, এখানে প্রভৃতি পদে 'এ' সহজ। যেন, কেন, যেমন, মেও প্রভৃতি শব্দে বিকৃত। (২)

---

(১) 'বড়' এই শব্দে বকারের পরবর্ত্তী অকার সহজ; ড়কারের পরবর্ত্তী অকার প্রসারিত। প্রসারিত অকারের উচ্চারণ প্রায় সঙ্কুচিত ওকারের ন্যায়। চট্ করিয়া আসিবে—এখানে চট্ এই পদে চকারের পরবর্ত্তী অকার সঙ্কুচিত। এইরূপে উচ্চারণ ভেদে অকারের উচ্চারণ সহজ, বিকৃত; প্রসারিত, সঙ্কুচিত। ইকার ও উকারের উচ্চারণও এইরূপ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়।

(২) কেহ কেহ বিকৃত 'এ' স্বর লিখিতে য ফলা ও আকার ব্যবহার করেন। যথা—ক্যান, ব্যাট। সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দসমূহে 'এ' প্রসারিত; কিন্তু অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত অনেক শব্দে এবং কোন কোন বাঙ্গালা শব্দেও 'এ' সঙ্কুচিত উচ্চারিত হয়। 'কেশ' শব্দে 'এ' প্রসারিত। বেঞ্চ, বেহাত, বে (বিবাহ) শব্দে 'এ' সঙ্কুচিত। ওকার সম্বন্ধেও এইরূপ।

৬। শব্দের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত 'য' সময়ে সময়ে 'য়' হয়, সময়ে সময়ে হয় না। 'য়' যথা—প্রয়োগ, বিয়োগ, নিয়োগ। 'য' যথা—সুযোগ, নিযুক্ত। শব্দের আদিতে 'য়' হয় না। যথা—যোগ, যিনি, যুগ।

ড ও ঢ শব্দের আদিতে থাকিলে 'ড' ও 'ঢ' ই থাকে, শব্দের মধ্যে থাকিলে প্রায়ই 'ড়' ও 'ঢ়' হইয়া যায়; সংযুক্ত বর্ণে হয় না।

৭। দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বর বর্ণ না থাকিলে তাহারা যুক্ত হয়; এইরূপ যুক্ত বর্ণের নাম সংযুক্ত বর্ণ।

হ্রস্ব স্বর লঘু, দীর্ঘ স্বর গুরু। সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়।

৮। রেফ্ যুক্ত হইলে চ, ছ, জ, ত, দ, ধ, ব, ম ও য বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা—কর্দ্দম, কর্দম; গর্দ্দভ, গর্দভ।

৯। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে উহার পূর্ব্ব বর্ণটি যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হইয়া যায়। যথা—স্বচ্ছ, মূর্চ্ছা, অন্তর্দ্ধান।

ণত্ব ও ষত্ব বিধান।

১০। বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারি স্থলে মাত্র রকারের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা—ঝরণা, (১) চৌধুরাণী, ঠাকুরাণী।

এতদ্ভিন্ন অন্যত্র দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য ন ও দন্ত্য স কোন কোন স্থলে মূর্দ্ধন্য হয়। ঐরূপে পরিবর্ত্তিত অনেক কথা বাঙ্গালা ভাষায় চলিত আছে। সেই নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের ণত্ব-বিধান ষত্ব-বিধানের মূল নিয়ম কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

---

(১) ঝরনা শব্দে দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় নাই।

(ক) একই পদে—ঋ, র অথবা ষকারের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—স্বর্ণ, তৃষ্ণা। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ, ং ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা—শ্রবণ, বক্ষ্যমাণ। পদের অন্ত্যস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না।

(খ) অ আ ভিন্ন স্বর, ক বা র বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—ভবিষ্যৎ, চরণকমলেষু।

সাৎ প্রত্যয়ের 'স' মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—অগ্নিসাৎ।

ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর 'স' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—বিষাদ, অভিষেক। কতকগুলির হয় না। যথা—বিসর্গ, দুঃস্বপ্ন।

প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি।

১১। শব্দ ও ধাতুকে প্রকৃতি বলে।

(ক) বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ; (খ) কর্, দা, যা—সমস্তই প্রকৃতি।

(ক) প্রথম শ্রেণীর বর্ণসমষ্টিগুলি শব্দ বা নাম।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণসমষ্টিগুলি ধাতু।

১২। শব্দ ও ধাতু হইতে অন্য শব্দ বা অন্য ধাতু করিয়া লইবার জন্য ঐ (মূল) শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা যায়, তাহাদের নাম প্রত্যয়।

শব্দ হইতে শব্দ যথা—

শব্দ		প্রত্যয়		শব্দ
জমি	+	দার (ক)	=	জমিদার
ঘর	+	ময় (ক)	=	ঘরময়

(ক) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'তদ্ধিত'।

ধাতু হইতে ধাতু যথা—

ধাতু	প্রত্যয়	ধাতু
কর্	আ (খ)	করা
পড়	আ (খ)	পড়া

[উদাহরণ—কর্—করিতেছে ; করা—করাইতেছে।]

(খ) এই প্রত্যয়ের নাম 'আ প্রত্যয়'। (১)

শব্দ হইতে ধাতু যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	ধাতু
জিজ্ঞাসা	ক্ (গ) (২)	জিজ্ঞাস্
ধোঁয়া	ক্ (গ)	ধোঁয়া

[উদাহরণ—জিজ্ঞাসিল, ধোঁয়াইতেছে।]

(গ) এই প্রত্যয়ের নাম 'নামধাতু-প্রত্যয়'।

ধাতু হইতে শব্দ যথা—

ধাতু	প্রত্যয়	শব্দ
চল্	অন (ঘ)	চলন
বস্	ত (ঘ)	বসত

(ঘ) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'কৃৎ প্রত্যয়'।

১৩। বাক্যে প্রয়োগের সময় শব্দ ও ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়, তাহাদের নাম বিভক্তি।

১৪। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদই বাক্যে ব্যবহৃত হয় ; শব্দ ও ধাতু হয় না। (৩)

১৫। পদ দুই প্রকার ; (ক) নাম-পদ এবং (খ) ক্রিয়া।

---

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে এই প্রত্যয়ের নাম ণিচ বা ণি ; এবং এই প্রত্যয়ান্ত ধাতুর নাম ণিজন্ত বা ণ্যন্ত। করাইতেছে—'ণজন্ত বা ণ্যন্ত ক্রিয়া। বাঙ্গালায় এইরূপ ক্রিয়ার নাম প্রয়োজকক্রিয়া। ক্রিয়াপ্রকরণ দেখ।

(২) 'ক্' ইৎ যায়।

(৩) শব্দ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বসিলে ঐ শব্দ ও ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত বলে। তদুত্তর বিভক্তি-যোগ ব্যতীত তাহারা পদ হয় না ; এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে নাম-পদ উৎপন্ন হয়। যথা—মানুষেরা, জমিদারেরা, পৃথিবীহইতে।

ধাতুর উত্তর বিভক্তি-যোগ করিলে ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়। যথা—করিতেছি, করিয়াছিলাম, আসিল।

১৬। শব্দ ও ধাতুর অর্থ আছে; কিন্তু বিভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন অর্থ প্রকাশ করে না। কেবল 'রাজা' বা 'কর্' বলিলে কোন অর্থ বুঝাইবে না। কিন্তু (রাজা+এ=) রাজা, (কর্+ইলেন=) করিলেন—এই 'এ' ও 'ইলেন' বিভক্তি যথাক্রমে যোগ করিয়া রাজা শব্দ ও কর্ ধাতু—উভয়েরই অর্থবোধ হইল।

প্রত্যয়েরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর যুক্ত না হইলে এবং তাহার পর বিভক্তি না বসিলে ঐ প্রত্যয় কোন অর্থই প্রকাশ করে না। সুতরাং প্রত্যয়েরও অর্থ-ব্যঞ্জকতা নাই।

শব্দ ও ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে উহাদের অর্থ প্রকাশ হয়। সুতরাং বিভক্তি অর্থব্যঞ্জক। (১)

১৭। বিভক্তি দুই প্রকার; (ক) শব্দবিভক্তি ও (খ) ধাতুবিভক্তি।

(ক) শব্দের উত্তর এ, রা, হইতে প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম শব্দবিভক্তি।

(খ) ধাতুর উত্তর ইয়া, ইতে, ইলাম প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম ধাতু বিভক্তি। (২)

---

(১) বিভক্তিরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর না বসিলে উহার অর্থ প্রকাশ হয় না।

(২) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—একটি সুন্দর পদ্ম দেখিয়া ললিত কহিল, মাধব তুই শীঘ্র যা, একটা বাঁশ আন্।

এই বাক্যে—একটি, সুন্দর, পদ্ম, ললিত, মাধব, শীঘ্র, যা, একটা, বাঁশ, আন্—এই কয়টি পদের উত্তর বিভক্তি নাই, লোপ হইয়াছে। ইহাদের একটিও শব্দ বা ধাতুমাত্র নহে; সমস্তই পদ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার। (ক) রূঢ়, (খ) যোগরূঢ় ও (গ) যৌগিক। (ক) যে সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া কোন অর্থ বুঝায়, তাহারা রূঢ়। যথা—জল, গাছ, আকাশ, গরু।

(খ) যে সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থসংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহারা যোগরূঢ়। যথা—পঙ্কজ শব্দে (শম্বুক-শৈবালাদি না বুঝাইয়া) পদ্ম বুঝায়।

(গ) যে সকল শব্দ ধাতুপ্রত্যয়ঘটিত অর্থই বুঝায়, তাহারা যৌগিক; যথা—যে রাঁধে—রাঁধুনি। যে করে—কর্ত্তা।

বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই অন্যভাষা হইতে গৃহীত। পয়লা, পয়সা, ইংরাজ, বন্দুক, কেদারা, পাইক প্রভৃতি শব্দ রূঢ়, যোগরূঢ় বা যৌগিক, ইহা নির্ণয় করা সহজ নয়। আবার 'বাসর' প্রভৃতি অনেক কথা সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা শব্দের ঐরূপ শ্রেণী-বিভাগের প্রয়াস অনাবশ্যক।

বাক্য।

১৮। দুই বা অধিক পদ একত্র পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদ-সমষ্টিকে বাক্য বলে।

বাক্যের এক একটি অংশকে বাক্যাংশ বলে। বাক্যাংশও পদসমষ্টি। যথা—বালকদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজকুমার বলিলেন, ঐ বানরটা ধরিয়া দাও। এই বাক্যে 'বালকদিগকে কাঁদিতে'—বাক্যাংশ।

এক একটি মাত্র পদকে বাক্যাংশ বলে না।

পদ।

১৯। পদ পাঁচ প্রকার। (১) বিশেষ্য, (২) সর্ব্বনাম, (৩) বিশেষণ, (৪) অব্যয়, (৫) ক্রিয়া।

২০। যে পদ দ্বারা কোন দ্রব্য, জাতি, সংজ্ঞা, গুণ বা কার্য্য বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা—ভূমি, জল, পর্ব্বত, হিমালয়, প্রাণী, মনুষ্য, আকবর, শক্তি, সাধুতা, খাওয়া।

বিশেষ্যের শ্রেণী বিভাগ।

১ম—প্রাণিবাচক। ২য়—অপ্রাণিবাচক।

১ম। প্রাণিবাচক শব্দের উপবিভাগ।

(ক) জাতিবোধক; যথা—প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশু, অশ্ব, পক্ষী, কাক, কীট।

(খ) সামান্য সংজ্ঞাবোধক; যথা—বাঙ্গালি, কাফ্রি, ফরাসি, হিন্দু, মুসলমান।

(গ) বিশেষ সংজ্ঞাবোধক; যথা—ইন্দ্র, নিউটন, আকবর, নন্দিনী।

২য়। অপ্রাণিবাচক শব্দের উপবিভাগ।

(ক) সংজ্ঞাবোধক; যথা—হিমালয়, গঙ্গা, জাপান, পৃথিবী, সূর্য্য।

(খ) জাতিবোধক; যথা—পর্ব্বত, নদী, দেশ, গ্রহ, নক্ষত্র।

(গ) দ্রব্যবোধক; যথা—ভূমি, জল, বায়ু।

(ঘ) শক্তি ও গুণবোধক; যথা—পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, সাধুতা।

(ঙ) কার্য্যবোধক বা ভাববিশেষ্য; যথা—দর্শন, ভোজন, খাওয়া, করা।

২১। যে পদ অন্য পদের পরিবর্ত্তে বসে, তাহার নাম সর্ব্বনাম। যথা—আমি, তুমি, তাহা, উনি, ইহা।

২২। যে পদ অন্য পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝায়, তাহার নাম বিশেষণ। যথা—বুদ্ধিমান্ (মনুষ্য), শীতল (জল), হাতকাটা (লোক), সতরটা (মহিষ)।

এই সকল স্থলে বুদ্ধিমান্ ও শীতল—গুণ প্রকাশ করিতেছে। হাত-কাটা—অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সতরটা—সংখ্যা প্রকাশ করিতেছে। এই পদগুলি বিশেষণ।

২৩। বিভক্তি-যোগেও যে পদের রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার নাম অব্যয়। যথা—এবং, কিন্তু, পুনরায় ও, অতএব।

২৪। ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ করিয়া যে পদ হয়, তাহাকে ক্রিয়া বলে। যথা—করিয়া, দেখিলে, যাইলাম, দিব।

লিঙ্গ।

২৫। লিঙ্গ দুই প্রকার;—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ; স্ত্রীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তদ্ভিন্ন সমুদয় শব্দ পুংলিঙ্গ।

সাধারণতঃ যে সকল শব্দে স্ত্রীজাতি বুঝায়, সেই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—দেবী, ব্রাহ্মণী, গাভী। (১)

স্ত্রী-প্রত্যয়।

২৬। কোন স্থলে স্ত্রীজাতি বুঝাইতে এবং কোন স্থলে পত্নী বুঝাইতে বাঙ্গালা পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় করিয়া পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। (২) যথা—

	পত্নী বুঝাইতে	স্ত্রীজাতি বুঝাইতে
মালী	মালিনী	মালিনী
ঠাকুর	ঠাকুরাণী	ঠাকুরাণী
মোগল	মোগলানী	মোগলানী
গোয়ালা, গয়্‌লা	গোয়ালিনী, গয়্‌লানী	গোয়ালিনী, গয়্‌লানী
চৌধুরী	চৌধুরাণী	চৌধুরাণী
চাকর		চাকরানী
বাঘ		বাঘিনা
পাগল, পাগ্‌লা		পাগলিনী, পাগ্‌লী

২৭। উপরিলিখিত অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—

---

(১) গ্রন্থকার ও অন্য লোকে যে সকল শব্দে স্ত্রীত্ব আরোপ করিয়াছেন বা করেন, সেই সকল শব্দ সময়ে সময়ে স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—নদী, রাত্রি, বিদ্যুৎ, অঙ্গুরী, সেনা।

(২) 'নী' ও পরসূত্রে কথিত 'ঈ' তদ্ধিত প্রত্যয়। সুবিধার জন্য এই স্থলে এই দুই প্রত্যয়ের কথা বলা হইল। এই দুই তদ্ধিত প্রত্যয়ের নাম—স্ত্রী প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের নানারূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

	পত্নী বুঝাইতে	জাতি বুঝাইতে
খুড়া	খুড়ী	
কাকা	কাকী (১)	
মামা	মামী	
বুড়া		বুড়ী
বামন	বাম্‌নী	বাম্‌নী
খোট্টা		খোট্টানী
মুসলমান		মুসলমানী
ভেড়া		ভেড়ী
পাঁঠা		পাঁঠী
অমুক		অমুকী

২৮। স্ত্রীবাচকশব্দ পূর্ব্বে বা পরে যোগ করিয়াও সময়ে সময়ে পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা—মানুষ—মেয়ে মানুষ। গয়লা—গয়লা-বউ। কুকুর—মাদি কুকুর। উড়ে—উড়ে বউ। (২)

২৯। বাঙ্গালায় কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের অনুরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পত্নী-বোধক; কতকগুলি স্ত্রীজাতি-বাচক; কতকগুলি বা উভয়ার্থ-বাচক। নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেওয়া গেল।

---

(১) জেঠা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জেঠী ও জেঠাই হয়; 'জেঠাই' অধিক প্রচলিত। গ্রাম্যভাষায় চাচা—চাচী। পূর্ব্বাঞ্চলে ঠাকুরকাকা—ঠাকুরকাকী বলে। এইরূপ ঠাকুরখুড়া—ঠাকুরখুড়ী ইত্যাদি।

(২) এইরূপ স্থলে মেয়ে মানুষ—দুটি স্বতন্ত্র পদ বলিলেও চলে; মেয়ে পদটি মানুষের বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিলেই হইল। এইরূপ 'গয়লা' এই পদটি 'বউ' এই পদের বিশেষণ।

	পত্নী-অর্থে	স্ত্রীজাতি-অর্থে
দাদা		দিদি
কর্ত্তা	কর্ত্রী, গৃহিণী গিন্নী	কর্ত্রী, গৃহিণী গিন্নী
পুত্র, ছেলে	পুত্রবধূ, বৌ	কন্যা, মেয়ে
বর	বধূ, বৌ	কন্যা, কনে
পাত্র		পাত্রী, কন্যা
শ্বশুর	শাশুড়ী	
স্বামী	স্ত্রী, বৌ	স্বামিনী
ভ্রাতা	ভ্রাতৃবধূ	ভগিনী
ভাই	ভাই-বৌ ভাইজ, ভাজ ভাদ্দর-বৌ	ব'ন
পুরুষ		স্ত্রী, মেয়ে
মদ্দ, মদ্দা		মেয়ে, মাদি
পৌত্র, নাতি	নাতিবৌ নাত-বৌ	পৌত্রী, নাতিনী
দৌহিত্র, নাতি	নাতি বৌ, নাত-বৌ	দৌহিত্রী, নাতিনী
রাজা	রাজ্ঞী ও রাণী	রাজ্ঞী ও রাণী
সাহেব, গোরা, ফিরিঙ্গি	মেম, বিবি সাহেবা	মেম, বিবি সাহেবা
নবাব	বেগম্, বিবি, নবাবপত্নী	বেগম, বিবি
সাহজাদা, সাজাদা বাদসাহ	সাহজাদি, সাজাদি বেগম	সাহজাদি, সাজাদি বেগম

খানসামা		আয়া
নাবালক		নাবালিকা
ভৃত্য, দাস		দাসী
শ্যালক, শালা	শালাজ	শালী
দেবর, দেওর, ভাশুর	জা	ননদ, ননদী
পিতামহ, ঠাকুরদাদা, দাদা, দাদাভাই	পিতামহী, ঠাকুর মা, ঠাকরুণ দিদি, ঠান্‌দিদি	পিতামহী, ঠাকুর মা, ঠাকরুণ দিদি, ঠান্‌দিদি
মাতামহ, দাদা	মাতামহী, ঠাকরুণদিদি, ঠান্‌দিদি, আই	মাতামহী, ঠাকরুণ-দিদি, ঠান্‌দিদি, আই,
ভাগিনেয়, ভাগ্‌নে	ভাগ্‌নে-বৌ	ভাগিনেয়ী, ভাগ্‌নী

৩০। কতকগুলি পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—পিষী—পিষা; মাসী—মেসো; ননদ, ননদী—নন্দাই।

মাতঙ্গ—মাতঙ্গিনী; হেমাঙ্গ—হেমাঙ্গিনী; বিহঙ্গ—বিহঙ্গিনী; কুরঙ্গ—কুরঙ্গিনী; হংস—হংসিনী; গৃধ্র—গৃধিনী; অধীন—অধিনী; সুকেশ—সুকেশিনী; শূদ্র—শূদ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রীপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে; বিকল্পে বিহঙ্গী, মাতঙ্গী, হেমাঙ্গী, হংসী, অধীনা, সুকেশী, শূদ্রা প্রভৃতি পদ হয়।

স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেওয়া গেল।

নর্ত্তক	নর্ত্তকী	যবন	যবনী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
মৃগ	মৃগী	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	কর্ত্তা	কর্ত্রী
বৈশ্য	বৈশ্যা	শূদ্র—শূদ্রী (জাতি অর্থে শূদ্রা)		মানুষ	মানুষী

পাচক	পাচিকা	যুবন্ (বাঙ্গালা যুবা)	যুবতী
গায়ক	গায়িকা	বিদ্বস্ (বিদ্বান্)	বিদুষী
রাক্ষস	রাক্ষসী	সখি (বাঙ্গালা সখা)	সখী
মুক্তকেশ	মুক্তকেশী	উপকারিন্ (উপকারী)	উপকারিণী
শ্রীমৎ (বাঙ্গালা শ্রীমান্)	শ্রীমতী	রাজন্ (রাজা)	রাণী
বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্)	বুদ্ধিমতী	ব্রহ্মন্ (বাঙ্গালা ব্রহ্মা)	ব্রহ্মাণী
মহৎ	মহতী	ভব	ভবানী
ভাগ্যবৎ (ভাগ্যবান্)	ভাগ্যবতী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
গরীয়স্ (গরীয়ান্)	গরীয়সী	রুদ্র	রুদ্রাণী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী		

ব্রহ্মাণী, ভবানী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী—কেবল পত্নী অর্থে হয়। ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবী —পত্নী ও জাতি উভয় অর্থেই হয়। অধিকাংশ সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আকারান্ত ও ঈকারান্ত। যথা—বালিকা, কুমারী, দশভুজা, কিঙ্করী, হিতকরী, হিতকারিণী, সহচরী, ধাত্রী, নারী, সুন্দরী, কল্যাণী, আর্য্যা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, দ্বাদশী, ষোড়শী, সপত্নী।

গতি, মতি, বিভক্তি প্রভৃতি 'তি' প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। ধূলি, তনু, রেণু, চমূ, তনু, ভূ, ভ্রূ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ।

দুই একটি স্ত্রীবোধক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দও বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—দার, কলত্র। বাঙ্গালায় দারা কথাই চলিত। তবে দার-পরিগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত সমাসনিষ্পন্ন কথাতে 'দার' শব্দ দেখা যায়।

যে সকল শব্দ নদী, দিক্, রাত্রি, ভূমি, লতা, বিদ্যুৎ, শ্রেণী, শোভা, তিথি, মনের শক্তি বা বৃত্তি বুঝায়, ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতে প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালা লেখকেরা সময়ে সময়ে ঐ সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহার করেন অর্থাৎ সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ইহাদের সহিত যোগ করেন।

স্ত্রীবাচক ব্যতীত অন্য শব্দের লিঙ্গ ব্যবহার-অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়। হিম—হিমানী, অরণ্য—অরণ্যানী—এই দুটি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ যথাক্রমে হিমসংহতি ও মহারণ্য বুঝায়। যবনলিপি এই অর্থে যবনানী স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালা লেখকেরা সময়ে সময়ে এই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহার করেন।

বচন।

৩১। বাঙ্গালায় দুই বচন—একবচন ও বহুবচন।

ঐ বালক স্কুলে যাইতেছে—এখানে বালক-পদে একটি বালক বুঝাইতেছে। 'বালক'—একবচন। বালকেরা খেলিতেছে—এখানে অনেক বালক বুঝাইতেছে বলিয়া 'বালকেরা' বহুবচন।

৩২। কখন বিভক্তি, কখন প্রত্যয়, কখন বা বহুত্ববোধক বিশেষ্য বা বিশেষণের সাহায্যে পদকে বহুবচন বলিয়া জানা যায়।

(ক) 'রা' বিভক্তিযুক্ত পদ বহুবচন ; যথা—বালকেরা।

(খ) গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয় বহুত্ববোধক ; শব্দে এই সকল প্রত্যয়যোগের পর বিভক্তি বসিলে যে সকল পদ হয়, তাহা বহুবচন। যথা—শিশুগুলি, শিশুগুলিকে, শিশুগুলির।

(গ) যে সকল সমাসান্ত শব্দের অন্তে গণ, বর্গ, সমূহ, শ্রেণী মালা, কুল, রাশি প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষ্য থাকে, সেই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হইলে যে সমস্ত পদ হয়, তাহা বহুবচন। যথা—বালকগণ, কুসুমরাশি, নক্ষত্রমালা, আমলাগণ। (১)

(ঘ) যে সকল পদের বহুত্ববোধক বিশেষণ আছে, তাহা বহুবচন। যথা—অনেক মানুষ ; সকল লোক (২) ; বিস্তর গাছ ; দশটা হাতী ; দুজন লোক ; কত সাহেব। (৩)

---

(১) এইরূপ পদ সমাসান্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন। ব্যবহার অনুসারে এইরূপ সমাস করিতে হয়। গাভীবর্গ, গোরাকুল ইত্যাদি-রূপ পদ হয় না।

(২) 'সকল' শব্দ যখন বিশেষ্যের পূর্ব্বে থাকে, তখন বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝাইয়া দেয়—আবার নিজের অর্থও বজায় রাখে। এই অবস্থায় 'সকল' স্বতন্ত্র পদ—বিশেষণ। আর বিশেষ্যের-পরে বসিলে 'সকল' বিশেষ্যের সহিত মিলিয়া এক পদ হইয়া যায়। তখন কেবল বিশেষ্যের বহুত্ববোধক হয়।

(৩) সময়ে সময়ে বহুত্ববোধক বিভক্তি প্রভৃতির লোপ হয়। যথা—দুর্ভিক্ষে দেশের (অনেক) লোক মরিয়া গেল ; তিন টাকা পাইলাম, তাহা(রা) খরচ হইল।

শব্দ বিভক্তি।

৩০। শব্দবিভক্তি ছয়টি; যথা—এ, রা, কে, থেকে, হইতে (১) এবং র।

কারকে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই সকল বিভক্তি শব্দে যোগ হয়।

(ক) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয়। যখন 'তে' না হয়, তখন 'এ' পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। (২) যথা—অর্থে; লোকে, লোকেতে।

আকারান্ত, একারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'য়' ও 'তে' হয়। যথা—লতায়, লতাতে।

অন্যস্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয়। যথা—গরুতে।

(খ) 'কে' বিভক্তি স্থানে সময়ে সময়ে বিকল্পে 'রে' হয়। দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর হয় না। যথা—যদুকে, যদুরে।

(গ) 'রা' ও 'র' বিভক্তি পরে থাকিলে ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ভাল, কাল (কৃষ্ণবর্ণ) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ভিন্ন অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তে (বিভক্তির পূর্ব্বে) একটি 'এ' আগম হয়; তখন শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মানুষ + রা = মানুষ (+ এ) + রা = মানুষেরা। মৃত + রা = মৃত (+ এ) + রা = মৃতেরা মানুষ + র = মানুষ (+ এ) + র = মানুষের।

---

(১) থেকে ও হইতে এখন বিভক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে আদৌ কেবল অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল।

(২) সন্ধিপ্রকরণ দেখ।

'তে' পরে থাকিলেও ঐরূপ 'এ' বসে। যথা—বালকেতে।

'রে' ও 'থেকে' পরে থাকিলে বিকল্পে 'এ' বসে। যথা—বালকরে, বালকেরে; ঘর থেকে, ঘরে থেকে।

(ঘ) বিভক্তি যোগ হইলে দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের দিগর স্থানে বিকল্পে 'দের' হইয়া যায়। যথা—সাধুদিগের, সাধুদের।

(ঙ) কে ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে 'দিগর' স্থানে 'দিগের' হয়। যথা—বালকদিগের হইতে।

(চ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'রা' বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। তবে ঐরূপ শব্দে প্রাণিধর্ম্ম আরোপ করিলে লোপ হয় না।

বহুবচন পদকে আর বহুবচন করিতে হয় না। 'সকল বালকগুলি' এরূপ বলা যায় না। তবে বিশেষণ 'সব' শব্দ বহুত্ববোধক হইলেও সময়ে সময়ে বহুবচন পদের উত্তর বসে। যথা—সৈন্যেরা সব চলিয়া গেল।

কুঠীহায়, আপিষহায় প্রজাহায় প্রভৃতি 'হায়' প্রত্যয়ান্ত পদ বহুবচন। 'প্রজাহায়ের'—এরূপ পদও সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায়।

কাগজাত, দলিলাত, সাহেবান্ বাবুয়ান্ প্রভৃতি আপিস-আদালত-প্রচলিত পদ বহুবচন। অর্থ—কাগজ সকল, দলিল সকল, সাহেব সকল, বাবু সকল। এই সকল বহুবচন পদ অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

ললিত, মোহিত প্রভৃতি বিশেষ-সংজ্ঞাবোধক বিশেষ্য এক একটি পদার্থমাত্র বুঝায়; সুতরাং ইহারা বহুবচন হয় না। সময়ে সময়ে 'ললিতদের বাটী' এইরূপ বাক্য দেখা যায়। ইহার অর্থ—ললিত ঐ বাটীর একজন অধিকারী, বা অধিকারীর স্বজন। ললিত বাটীর একাধিকারী হইলে 'ললিতের বাটী' এইরূপই প্রায় ব্যবহার হয়।

জল, বায়ু, ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য-বোধক বিশেষ্য প্রায়ই বহুবচন হয় না। কিন্তু যখন সমুচ্চয়-অর্থে ব্যবহৃত না হয়, তখন বহুবচন হয়। যথা—'জমিগুলি সব বিকাইয়া গেল।' এখানে জমিগুলির অর্থ—কতকগুলি ভূমি-খণ্ড।

প্রাণী প্রভৃতি (জাতি) প্রাণি-বাচক বিশেষ্য সমস্ত প্রাণী বুঝায়। কিন্তু কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর সমষ্টি বুঝাইলে এই সকল বিশেষ্য বহুবচন হয়।

আশা প্রভৃতি গুণ ও শক্তি বাচক বিশেষ্য এবং ভাব-বিশেষ্য বহুবচন হয় না। তবে ভিন্নভিন্ন-পদার্থ-সম্বন্ধ আশা—এই রূপ বুঝাইলে 'সকল আশার জলাঞ্জলি পড়িল' এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। এইরূপ 'দিবসে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ'—এখানে দ্বিভোজন অর্থে দুই বার ভোজন।

কারক।

৩৪। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে, তাহাকে কারক বলে।

৩৫। কারক পাঁচ প্রকার। যথা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ। (১)

কর্ত্তা।

৩৬। যে করে বা যাহা হয়, অথবা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করায় সেই কর্ত্তা।

সচরাচর ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কি' বা 'কে' যোগে প্রশ্ন করিলেই কর্ত্তা নির্ণীত হয়। যথা (ক) বৃষ্টি হইতেছে—এই বাক্যে 'হইতেছে'—ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইতেছে? উত্তর—বৃষ্টি; 'বৃষ্টি' কর্ত্তা।

(খ) জীবন দেখিল—এই বাক্যে 'দেখিল'—ক্রিয়া।

প্রশ্ন—কে দেখিল? উত্তর—জীবন; 'জীবন' কর্ত্তা।

(গ) এই বিশ্ব-সংসার ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে 'হইয়াছে'—ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইয়াছে? উত্তর—বিশ্ব-সংসার; 'বিশ্ব-সংসার' কর্ত্তা।

---

(১) সংস্কৃতে এইগুলি ব্যতীত সম্প্রদান কারক আছে। নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া অথবা যেখানে পুনরাদান না থাকে এরূপ স্থলে যাহাকে কিছু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদানকারক বলে। সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকের বিভক্তি ও আকার স্বতন্ত্র। বাঙ্গালায় তাহা নাই। বাঙ্গালায় ঐ সকল পদ কর্ম্মকারক। দুঃখীকে অন্ন দাও—এই বাক্যে "দুঃখীকে" ও "অন্ন"—"দাও" ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'দুঃখীকে' কাপড় দাও, এবং 'ধোবাকে' কাপড় দাও—এই দুই বাক্যে সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন পদ হইবে। বাঙ্গালায় একই রূপ পদ; তবে প্রভেদ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে "ধোবাকে কাপড় কাচিতে দাও'; 'সেকরাকে গহনা গড়িতে সোণা দাও' বা সেকরাকে সোণা গড়িতে দাও'—এইরূপ বাক্য দেখা যায়। ফলতঃ বাঙ্গালায় সম্প্রদানকারক-স্বীকার গৌরবমাত্র। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত ও পালি ভাষাতেও সম্প্রদান কারক নাই।

(ঘ) এ কাজ আমার দ্বারা হয় নাই। এখানে 'হয় নাই' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হয় নাই? উত্তর—কাজ। 'কাজ' কর্ত্তা।

(ঙ) রাজার পরাজয় হইল। এখানে 'হইল' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইল? উত্তর—পরাজয়। 'পরাজয়' কর্ত্তা।

(চ) এখান হইতে চন্দ্র ছোট দেখাইতেছে। এখানে—'দেখাইতেছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কে দেখাইতেছে? উত্তর—চন্দ্র। 'চন্দ্র' কর্ত্তা।

(ছ) প্রসন্নের জল খাওয়া হইয়াছে। এখানে 'হইয়াছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইয়াছে? উত্তর—'খাওয়া'। 'খাওয়া' কর্ত্তা। (১)

(জ) সূত্রটি মনে আসিতেছে না। এখানে 'আসিতেছে না' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি আসিতেছে না? উত্তর—সূত্রটি। 'সূত্রটি' কর্ত্তা।

(ঝ) তুমি যে বড় রোগা দেখাইতেছ। এখানে 'দেখাইতেছ' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কে দেখাইতেছে? উত্তর—তুমি। 'তুমি' কর্ত্তা।

(ঞ) ইহা আমার জানা আছে। এখানে 'আছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি আছে? উত্তর—'ইহা'। ইহা—কর্ত্তা। 'জানা'—'ইহা' এই পদের বিশেষণ।

(ট) এ কাজ করা যাইতে পারে। এখানে ক্রিয়া—'পারে'।

প্রশ্ন—কি পারে? উত্তর—করা যাইতে। 'করা যাইতে' এই বাক্যাংশ কর্ত্তা।

---

(১) অথবা 'জল খাওয়া' এই বাক্যাংশ—'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়াও অন্বয় করা যায়। ললিতের ভোজন হইয়াছে—এই বাক্যে ভোজন 'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা। ললিতের ভোজন করা হইয়াছে—এই বাক্যে 'করা' এই ভাববিশেষ্য অথবা 'ভোজন করা' এই বাক্যাংশ 'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

তোমাদের যাইতে হইবে, ছেলেদের পড়িতে হইবে—ইত্যাদি স্থলে যাইতে ও পড়িতে এই দুই ক্রিয়া পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া 'হইবে' ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়াছে। বিন্দুর নাওয়া হইয়াছে, শশীর গঙ্গাস্নান হইয়াছে—এই দুই বাক্যে 'নাওয়া' ও 'গঙ্গাস্নান' কর্ত্তা।

(ঠ) রামের না গেলে নয়। এখানে ক্রিয়া—'নয়' অর্থাৎ হয় না। প্রশ্ন—কি নয় (হয় না)? উত্তর—না গেলে। 'না গেলে' এই বাক্যাংশ কর্ত্তা।

৩৭। কর্ত্তাকারকে (১) একবচনে 'এ' বিভক্তি ও বহুবচনে 'রা' বিভক্তি হয়। যথা—এই বাঘে মানুষ মারিয়াছে। কি সাপে কামড়াইয়াছে? সকলে গেল। বিদ্যার গৌরব বিদ্বানে বুঝে। বড় মানুষে সব করিতে পারে। বালকেরা দৌড়িতেছে।

৩৮। কর্ত্তাকারকের একবচন-বিভক্তি অনেক স্থলে লোপ হয়। যথা—বশিষ্ঠ কহিলেন। কমল হাসিলেন। হরিণ ছুটিতেছে। মেঘ ডাকিতেছে। হরি অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। পরিশ্রম সকল বাধা অতিক্রম করে।

কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গরুতে বা গরু ধান খেয়ে গেল। মশায় বা মশা কামড়াইতেছে।

৩৯। ক্রিয়ার নিত্যতা বা সম্ভাবনা বুঝাইলে সময়ে সময়ে 'এ' বিভক্তির লোপ হয় না; সময়ে সময়ে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—মূর্খে বা মূর্খেতে কি না বলে; বালকে বা বালকেতে রোদন করে; গায়কে বা গায়কেতে গান করে। বিকল্পে লোপ যথা—ঘোড়ায়, ঘোড়াতে বা ঘোড়া ঘাস খায়। ছেলেয়, ছেলেতে বা ছেলে কাঁদিয়া থাকে।

এই সকল স্থলে 'রোদন করিয়া থাকে,' 'গান করিয়া থাকে'—ইত্যাদিরূপ ক্রিয়ার নিত্যতা বা অভ্যাস বুঝাইতেছে। 'বলে' ক্রিয়া সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। (২)

---

(১) 'কর্ত্তা-কারক' পদটি বাঙ্গালা-সমাস-নিষ্পন্ন। সংস্কৃত 'কর্ত্তৃ-কারক' পদও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।

(২) মানুষ, বালক, গায়ক, বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতি জাতিবোধক শব্দ কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং বহুত্ববোধক হইলেও ইহাদের সচরাচর একবচনে প্রয়োগ হয়। তবে পণ্ডিতেরা ভার বহে, বালকেরা রোদন করে—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। তাহারা দুই জনেই পীড়িত, বা দুইজনই পীড়িত; দশ জনে যাহা বলে, বা দশ জন যাহা বলে—এইরূপ স্থলে বহুত্ববোধক বিশেষণ পূর্ব্বে আছে

বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগরপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে। (১)

গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বহুত্ব বোধক। সুতরাং উহাদের উত্তর আর 'রা' বিভক্তি হয় না; 'এ' বিভক্তি হয়। ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ যথাক্রমে ইকারান্ত, আকারান্ত ও ব্যঞ্জনবর্ণান্ত; সুতরাং তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয়। যথা—ছেলেগুলি চলিয়া গেল। হাঁসগুলা, হাঁসগুলাতে বা হাঁসগুলায় সব চাউল খাইয়া ফেলিল।

টা, খানা ও ছড়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ আকারান্ত; টি ও খানি প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইকারান্ত। উহাদের উত্তর তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয়।

৪০। অন্যোন্য অর্থ বুঝাইলে, কখন প্রথমোক্ত কর্ত্তার বিভক্তি লোপ হয়; কখন উভয় পদেরই বিভক্তি লোপ হয়; কখন উভয় পদেরই বিভক্তি থাকে। যথা—পিতা পুত্রে বা বাপ বেটায় বচসা করিতেছে; উকিল মোক্তারে বা উকিলে মোক্তারে পরামর্শ করিতেছে; লোহিত ও মোহিত কাগজ দেখাদেখি করিতেছে। মূর্খে মূর্খে বিবাদ করিতেছে।

পরস্পর শব্দ পরে থাকিলে কর্ত্তাপদগুলির বিভক্তি লোপ হয়। যথা—সনৎ ও শৈল পরস্পর বিবাদ করিতেছে।

কর্ম্ম।

৪১। যাহা করে, খায়, দেখে, শুনে, বুঝে, দেয়, লয়, বলে—ইত্যাদি তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

সচরাচর ক্রিয়ার পূর্ব্বে কি, কাহাকে ইত্যাদি পদযোগে প্রশ্ন করিয়া কর্ম্ম নির্ণয় করিতে হয়। বিধু টাকা আনিয়াছেন—এখানে ক্রিয়া—

বলিয়া বিশেষ্যের উত্তর বহুবচন-বিভক্তি বসে নাই; একবচন-বিভক্তি "এ" বসিয়াছে এবং বিকল্পে লোপ হইয়াছে।

(১) দিগর-প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তাকারকে প্রায়ই ব্যবহার হয় না। তবে "জ্ঞানচাঁদ তিররদিগর থানায় আসিয়া এজাহার করিল"—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ সরকারি কাগজ পত্রে দেখা যায়। অন্যত্র এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না।

'আনিয়াছেন'। প্রশ্ন—কি আনিয়াছেন? উত্তর—টাকা; 'টাকা' কর্ম্মকারক।

নবীন বই পড়িতেছেন। এখানে ক্রিয়া—"পড়িতেছেন'। প্রশ্ন—কি পড়িতেছেন? উত্তর—বই। 'বই' কর্ম্মকারক। (১)

৪২। কর্ম্ম-কারকে 'কে' বিভক্তি হয় যথা—যদুকে ডাক। বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি হয়। যথা—পাখীগুলিকে খাওয়াও।

'দিগর' স্থানে 'দের' হইলে তাহার উত্তর 'কে' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—ছেলেদের ডাক। 'কে' বিভক্তি পরে থাকিলে দিগরের 'র' লোপ হয়। যথা—ছেলেদিগকে ডাক।

৪৩। কর্ম্মকারকের বিভক্তি সময়ে সময়ে লোপ হয়। এই লোপের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যেখানে যেরূপ ভাল শুনায়, সেখানে সেইরূপ (বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্তিহীন) পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। (২) যথা—

(ক) এমন ছেলে কখন দেখি নাই।

(খ) কেমন করে এমন ছেলে মা হয়ে বনে দিয়াছে।

(গ) তোমার ছেলেকে বল দেখি।

(ঘ) কামার ডাকিয়া সিন্দুক খোলাও।

(ঙ) ঐ কামারকে ডাক।

(চ) ঐ গাইটাকে ধর বা ঐ গাইটা ধর।

---

(১) সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। যাহাদের কর্ম্ম আছে, তাহদেরই সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্ম্মপদ নির্ণয় করিতে হয়।

যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম সকর্ম্মক ক্রিয়া; যে সকল সকর্ম্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম্ম থাকে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)

(২) গণ, বর্গ প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তর 'কে' বিভক্তি প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—তিনি সমবেত সৈন্যগণকে সঙ্কেত করিলেন।

(ছ) মেয়েটিকে ডাক।

(জ) মানুষকে রূঢ় কথা বলিতে নাই।

(ঝ) ছেলে দাও।

(ঞ) ছেলে বা ছেলেকে কোলে লও।

(ট) হাঁসগুলিকে ঘরে তোল।

(ঠ) ছড়িগুলা লইয়া যাও।

(ড) তিনটে ছেলেকেই ডাক।

(ঢ) একজন অন্ধ পথে দেখিলাম।

(ণ) টাকা লও।

(ত) আমি দশ হাজার ইট চাই।

(থ) কলমটা আন। (১)

(দ) আব্বাস আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখি নাই।

(ধ) যত্ন করিলে টাকা ও সম্মান পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তাহা চাহি না।

(ন) ফকির তামাকে সোণা করিতে পারেন।

(প) ঈশ্বরকে জানাও।

(ফ) জগন্নাথ দেখ।

৪৪। কোন কোন স্থলে কর্ম্মকারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—দীনে দয়া কর। 'নিজ গুণে পাপিগণে যদি না তারিবে।' 'আমায় ধর।'

৪৫। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার (২) একটি কর্ম্ম মুখ্য, অপরটি গৌণ। যাহা বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান যায়, পরান যায়

---

(১) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর কর্ম্মবিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। ঐ রূপ শব্দের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে তাহাদের উত্তরও লোপ হয়।

(২) বচনার্থ, দানার্থ ও সকর্ম্মকধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রয়োজক ক্রিয়া সকল দ্বিকর্ম্মক। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)।

ইত্যাদি—তাহার নাম মুখ্য কর্ম্ম ; যাহাকে বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান যায়, পরান যায় ইত্যাদি—তাহাকে গৌণকর্ম্ম বলে। মুখ্য কর্ম্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় ; গৌণ কর্ম্মের উত্তর বিভক্তি থাকে। যথা—

(ক) অমরকে সকল কথা বলিয়াছি।
(খ) আমাকে একটি আম দাও।
(গ) সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
(ঘ) বইখানি তোমাকে দিলাম।
(ঙ) বইখানি তোমাকে দিতেছি, পড়া হইলে ফিরাইয়া দিও।
(চ) মেহেরকে আরবি পড়াও।

৪৬। ক্রিয়ার ন্যায় ভাববিশেষ্যেরও কর্ম্ম থাকে। (১) যথা—'সৎপাত্রে কন্যা দান কর' এই বাক্যে সৎপাত্রে ও কন্যা—'দান' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। ('দান' পদটি 'কর' ক্রিয়ার কর্ম্ম)। এইরূপ 'পিতামাতাকে' প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করিবে। এখানে পিতামাতাকে 'এই' পদটি 'বোধ' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

৪৭। যেখানে ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক নহে, অথচ দুটি কর্ম্ম থাকে, সেখানে একটি কর্ম্ম উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। উদ্দেশ্য কর্ম্মে বিভক্তি থাকে ; বিধেয় কর্ম্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। যথা—সে দিনকে রাত্রি করিতে পারে। দুধকে দই করিতেছে। (২) '... অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা... সাজাইয়া যুধিষ্ঠির বিরাটপুরে প্রবেশ করিলেন।'

---

(১) সকর্ম্মক-ধাতু-নিষ্পন্ন ভাববিশেষ্যেরই কর্ম্ম থাকে।

(২) পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে, ইত্যাদি স্থলে পিতামাতাকে—কর্ম্মপদ, প্রত্যক্ষ দেবতা বিধেয়বিশেষণ বলিয়াও অন্বয় করা যায়। এইরূপ পঞ্চভূতই (বা পঞ্চ ভূতকেই) শরীরের উপাদান জানিবে ; তাহাকেই সকল অনর্থের মূল বলিয়া জানিও। কর্ম্মকারকের স্থল ভিন্ন অন্যত্র যথা—পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা।

সময়ে সময়ে ব্যাপিয়া, ধরিয়া ও তদর্থক অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মপদ গুলি ঐ সকল উহ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া অন্বয় করিতে হয়। যথা—ইহার পরে দশ ক্রোশ (ব্যাপিয়া) বন আছে। সমস্ত রাত্রি (ধরিয়া) লিখিতেছি। সাত দিন সাত রাত্রি (ধরিয়া) বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত দিন (ধরিয়া) চলিতেছি।

করণ।

৪৮। কর্ত্তা যাহার দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহাকে করণ কারক বলে।

যাহার দ্বারা করা যায়, তাহার নাম করণ। সে ছুরিতে হাত কাটিল—এই বাক্যে কাটা অর্থাৎ ছেদন করা 'ছুরিতে' অর্থাৎ ছুরির দ্বারা সম্পন্ন হইল। 'ছুরিতে' করণ কারক। হাতে মাথা কাটিব—এই বাক্যে 'হাতে' অর্থাৎ হাত দিয়া মাথা কাটা বুঝাইতেছে। 'হাতে' করণ কারক।

ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কিসে' বা 'কিসের দ্বারা' বা 'কি দিয়া' যোগে প্রশ্ন করিলেই করণ কারকের পদ পাওয়া যায়। এ কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া) বেশ লেখা যায়—এই বাক্যে প্রশ্ন—কিসে (বা কিসের দ্বারা বা কি দিয়া) লেখা যায়? উত্তর—কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া) কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া)—করণ কারক।

৪৯। করণ কারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—মেঘে বা মেঘেতে আকাশ ঢাকিল। টাকায় বা টাকাতে কি না হয়? সোণায় বা সোণাতে উপকার হয়। লাঠিগুলি এই লতায় বা লতাতে বাঁধ। পীড়ায় বা পীড়াতে লোক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বচক্ষে দেখিলাম। (১) ঝড়ে গাছ পড়িয়া গিয়াছে। জলে দেশ ডুবাইয়া দাও। আমি নৌকায় আসিলাম। বৃষ্টিতে পুষ্করিণীর জল বাড়িয়াছে। অজয়ের জলে গঙ্গা লাল হইয়াছে।

---

(১) 'এ' বিভক্তি পরে থাকিলে করণ ও অধিকরণ কারকে চক্ষু শব্দের অন্তস্থিত উকারের বিকল্পে লোপ হয়।

বহুবচনে গুলি ও গুলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—এ মাছগুলিতে (বা মাছগুলায়) কি হইবে? (১) ছেলের চেয়ে বরং মেয়ের (বা মেয়েতে বা মেয়ের দ্বারা) বেশি উপকার হয়।

৫০। 'দ্বারা' ও 'বাড়ি' এই দুই অব্যয় করণার্থ প্রকাশ করে। সুতরাং এই দুই অব্যয়যুক্ত পদ বা বাক্যাংশ করণকারক হয়। (২) দ্বারা ও বাড়ি শব্দের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে ঐ বিভক্তির লোপ হয়। (৩) যথা—বেত্র দ্বারা বা বেতের দ্বারা বা বেতের বাড়ি মারিতেছে। এই বাক্যে 'বেত্র দ্বারা', 'বেতের দ্বারা' এবং 'বেতের বাড়ি' এই বাকাংশগুলি—করণ কারক।

৫১। 'দিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া সময়ে সময়ে করণার্থ প্রকাশ করে। তখন এই ক্রিয়া-যুক্ত বাক্যাংশ করণকারক হয়। যথা—লাঠি দিয়া মারিতেছে। "তবে তোমারে দিয়া আমার কাজ হইবে না।" মুটে (বা মুটেকে) দিয়া খাট খানা বাহির কর। এই সকল বাক্যে লাঠি দিয়া, (১) তোমারে দিয়া, মুটে (বা মুটেকে) দিয়া,—এই বাক্যাংশগুলি করণকারক। (৪)

---

(১) এতগুলা মাছে কি হইবে? এখানে এতগুলা—বিশেষণ। বিশেষ্যের উত্তর বিভক্তি বসিয়াছে।

(২) 'বাড়ি' কেবল মারা ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার হয়। পূর্ব্বে ইহাতে আঘাত বুঝাইত; এখনও দুই এক স্থলে সেই অর্থে ব্যবহার হয়। যথা—দাঁতের বাড়ি খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছে। এখন "বাড়ি" করণার্থ-অব্যয়রূপেই ব্যবহার হইতেছে।

(৩) 'দ্বারা' সংস্কৃত করণকারকের পদ। বাঙ্গালায় অব্যয়শব্দ। বাঙ্গালার গঠনপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় 'দ্বারা' ক্রমে বিভক্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) অন্বয় করিবার সময় লাঠি দিয়া এই বাক্যাংশ করণ কারক বলিয়া তৎপরে "দিয়া" অসমাপিকা ক্রিয়া, "লাঠি" উহার কর্ম্ম, এইরূপ পদ-পরিচয় দিতে হইবে।

গুলি ও গুলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি-যোগে, দ্বারা ও বাড়ি অব্যয় যোগে এবং দিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে—করণের পদ হয়। দ্বারা অব্যয় যোগে এবং 'দিয়া' যোগে দিগর-প্রত্যয়ান্ত শব্দের করণের পদ হইয়া থাকে।

৫২। হওয়া, যাওয়া ও তদর্থক-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়ার পূর্ব্বে করণ-কারকে সময়ে সময়ে বিকল্পে 'হইতে' ও 'থেকে' বিভক্তি হয়। যথা—তাঁহা হইতে (অথবা তাঁহা দ্বারা) যে এত হইবে, তাহা কে জানিত? এ সন্তান হইতে বা থেকে (অথবা সন্তানের দ্বারা) আবার দুঃখ ঘুচিবে?

৫৩। কোন কোন স্থলে বিকল্পে করণবিভক্তির লোপ হয়। হাত তুলিয়া (অথবা হাতে তুলিয়া বা হাতে করিয়া) দাও। বালক দিগকে বেত (অথবা বেত দিয়া) মারিও না।

আমি কলিকাতা দিয়া আসিলাম; মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে—ইত্যাদি স্থলে "কলিকাতা দিয়া" ও 'মন দিয়া' করণকারক নহে; কারণ এই বাক্যাংশগুলি করণার্থ প্রকাশ করে না। ইহাদের অর্থ—কলিকাতায় গিয়া তাহার পরে; এবং মন নিবেশ করিয়া। এই দুই বাক্যে "দিয়া" এই ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিতেছে মাত্র। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)।

অপাদান কারক।

৫৪। যাহা হইতে কোন পদার্থ চলিত, ভীত, উৎপন্ন, বিরত, গৃহীত, মুক্ত ইত্যাদি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

৫৫। যাহা হইতে কিছু শুনা যায়, শিখা যায় ইত্যাদি তাহাও অপাদান।

ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে; বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতেছে; পাপের কাজ থেকে নিবৃত্ত হও; মৌলবি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ।—এই সকল বাক্যে 'ব্যাঘ্র হইতে', 'বৃক্ষ হইতে', 'কাজ থেকে' এবং 'মুখে' অপাদান কারক।

কি হইতে, কাহা হইতে, কিসে থেকে—ইত্যাদিরূপ বাক্যাংশযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অপাদান কারক নির্ণীত হয়। মেঘ হইতে (বা থেকে)

বৃষ্টি হয়? এই বাক্যে প্রশ্ন—কি হইতে (বা কিসে থাক) বৃষ্টি হয়? উত্তর—মেঘ হইতে (বা মেঘ থেকে)। 'মেঘ হইতে' বা 'মেঘ থেকে' অপাদান কারক।

৫৬। অপাদান কারকে 'হইতে' ও 'থেকে' বিভক্তি হয়। (১) বহুবচনে শব্দের উত্তর গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয় করিয়া তাহার উত্তর বিভক্তি বসাইতে হয়। যথা—বৃষ্টিতে পুকুরগুলি থেকে মাছ উঠিয়াছে।

'দিয়া' যোগেও কখন কখন অপাদান কারক হয়। যথা—চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল (বাল্মীকির জয়)। তাহার মুখ দিয়া কখনই এমন কথা বাহির হইবে না। (পক্ষে চক্ষু হইতে, মুখ হইতে)।

৫৭। কোন কোন স্থলে অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—পিতার মুখে এ কথা শুনিয়াছি; খনিতে সোণা পাওয়া যায়; মেঘে বৃষ্টি হয়; অর্থে অনর্থ বাধে; 'নাসিকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।' কাজে ক্ষান্ত বা পড়ায় বিরত হইও না। পক্ষে 'মুখ হইতে' 'খনি হইতে' ইত্যাদি।

৫৮। নিকট প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উত্তর অপাদান বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—তিনি আমার নিকট (পক্ষে, আমার নিকট হইতে বা নিকটে) এক শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। তাঁহার ঠাঁই (পক্ষে, ঠাঁই থেকে) অনেকেই টাকা কর্জ্জ লয়।

৫৯। অপাদান কারক কোন কোন স্থলে 'আসিয়া,' 'বসিয়া,' 'দাঁড়াইয়া,' 'উঠিয়া' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে;

(১) সাধারণতঃ লিখিত ভাষায় 'হইতে' এবং চলিত কথায় 'থেকে' বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দের উত্তর প্রায়ই 'হইতে' বিভক্তি বসে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আবার চলিত কথায় প্রায়ই 'হইতে' স্থানে 'হতে' হইয়া যায়। 'থেকে' কখন কখন অসমাপিকা ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা—তিনি ঘরে থেকে (পক্ষে ঘর থেকে) বলিলেন। ফলতঃ 'থেকে' অসমাপিকা ক্রিয়া;—ক্রমে বিভক্তি হইয়া উঠিতেছে।

অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে অপাদান পদের প্রয়োগ হয়। যথা—দারজিলিঙ হইতে ধবলগিরি দেখা যায়; (দারজিলিঙ হইতে অর্থাৎ দারজিলিঙে থাকিয়া বা দাঁড়াইয়া)। আমি ঘর থেকে সমুদ্র দেখিতে পাই; (ঘর থেকে অর্থাৎ ঘরে থাকিয়া বা বসিয়া)। ছাদ থেকে ঘুঁড়ি উড়াইতেছে; (ছাদ থেকে অর্থাৎ ছাদে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া)।

৬০। স্থানের ও সময়ের দূরতা বুঝাইতে কোন কোন স্থলে অপাদানের পদ প্রয়োগ হয়। যথা—কলিকাতা হইতে (বা থেকে) কাশী অনেক দূর। দোসরা পৌষ থেকে সমস্ত বৎসরই অকাল।

সময়ের দূরতা বুঝাইতে 'অবধি' ও 'পর্য্যন্ত'ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

অধিকরণ।

৬১। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। নদীতে মৎস্য আছে; গৃহে বসিয়া লোকে কথা কহিতেছে। এই দুই বাক্যে নদীতে ও গৃহে—যথাক্রমে 'আছে' ও 'বসিয়া' ক্রিয়ার আধার। 'নদীতে' ও 'গৃহে' অধিকরণ কারক।

'কিসে', 'কোথায়', 'কখন', 'কবে' প্রভৃতি পদযুক্ত প্রশ্ন করিয়া অধিকরণ কারক নির্ণয় করিতে হয়। 'নদীতে মৎস্য আছে' এই বাক্যে প্রশ্ন—কোথায় মৎস্য আছে? উত্তর—নদীতে। নদীতে অধিকরণ কারক।

৬২। অধিকরণ কারকে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—বনে বাঘ আছে; পাতায় বা পাতাতে শিশির পড়িয়াছে।

৬৩। অধিকরণ তিন প্রকার। (ক) আধারাধিকরণ; (খ) কালাধিকরণ; (গ) ভাবাধিকরণ।

(ক) শয্যায় শয়ন করিতেছে—এই বাক্যে 'শয্যায়' এই পদটি আধার অর্থাৎ শয়নের স্থান বুঝাইতেছে বলিয়া আধারাধিকরণ।

(খ) প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়—এই বাক্যে 'প্রভাতে' এই পদটি কাল অর্থাৎ সময় বুঝাইতেছে বলিয়া কালাধিকরণ।

(গ) চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার সরিয়া গেল—এই বাক্যে চন্দ্রোদয় হইলে পর—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। 'চন্দ্রোদয়ে'—ভাবাধিকরণ। (১)

আধারাধিকরণ চারি প্রকার। (ক) গঙ্গাসাগরে প্রকাণ্ড মেলা হয়—এই বাক্যে 'গঙ্গাসাগরে' এই পদে গঙ্গাসাগরের তীরে বা সমীপে বুঝাইতেছে। এইরূপ স্থলে সামীপ্য-আধার। (খ) উড়িষ্যায় চিল্কানামে হ্রদ আছে; অর্থাৎ উড়িষ্যার একস্থলে বা একদেশে চিল্কা হ্রদ আছে। এখানে একদেশ-আধার। (গ) সমুদ্রজলে লবণ আছে; অর্থাৎ সমুদ্রজলের সর্ব্বত্র বা সমুদ্রজল ব্যাপিয়া লবণ আছে। এখানে ব্যাপ্তি-আধার। (ঘ) ধর্ম্মে ভক্তি আছে; অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে ভক্তি আছে। এখানে বিষয়-আধার।

৬৪। কালাধিকরণে সময়ে সময়ে বিকল্পে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—আমি যে সময় বা যে সময়ে তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না। আমি শনিবার বা শনিবারে যাইব।

আজি (বা আজ্) ও কালি (বা কাল্) শব্দের উত্তর অধিকরণ বিভক্তির নিত্য লোপ হয়। যথা—আজি যাইব না। (২)

৬৫। আধারাধিকরণের বিভক্তি কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—আমি সোমবার বাটী (পক্ষে বাটীতে) যাইব। কেদার হুগলি (পক্ষে হুগলিতে) গিয়াছেন।

---

(১) কালাধিকরণ ও ভাবাধিকরণে সময়ে সময়ে গোলযোগ হইতে পারে। ভাব—ধাত্বর্থ; ভাবাধিকরণে ধাত্বর্থজ্ঞান প্রধান; কালাধিকরণে সময়জ্ঞান প্রধান। চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার সরিয়া গেল—এখানে চন্দ্রোদয় হইবার পর অন্ধকার সরিয়া গেল্ এইরূপ বুঝাইতেছে বলিয়া চন্দ্রোদয়ে ভাবাধিকরণ। রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইল—এখানে রাত্রিতে এই পদ দ্বারা প্রধানতঃ সময়ের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া ঐ পদ কালাধিকরণ। এইরূপ—রাজা সূর্য্যোদয়ে (কালাধিকরণ) উঠিলেন। সূর্য্যোদয়ে (ভাবাধিকরণ) ক্রমে অনেক লোক আসিয়া জুটিল।

(২) ক-প্রত্যয়ান্ত হইলে লোপ হয় না। যথা—আজকে আমি যাব না, কাল্‌কে যাব।

৬৬। অধিকরণ পদের দ্বিরুক্তি-স্থলে—প্রথম পদটি অপাদানের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে; অর্থাৎ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে। এইরূপ ডালে ডালে; হাতে হাতে; কোণে কোণে।

সম্বন্ধ পদ।

৬৭। সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—লতিফের পুস্তক।

বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি বসে। যথা—ব্যাধ পাখীগুলির পা ভাঙ্গিয়া দিল।

দিগর প্রত্যয়ের পর 'র' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—সন্ন্যাসীদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইল। ছেলেদের পড়িবার স্কুল।

৬৮। সম্বন্ধ অনেক প্রকার।

(ক) আমার গণিতশাস্ত্র পড়া হয় নাই; তিনি সকলের পূজিত; ইহা আমার প্রার্থনা; হাফেজের কর্তৃক এ কাজ হবে না। ইত্যাদি স্থলে আমি গণিতশাস্ত্র পড়ি নাই; সকলে তাঁহাকে পূজা করে; আমি ইহা প্রার্থনা করি; হাফেজ এ কাজ পারিবে না—ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এই সকল স্থলে কর্তা-সম্বন্ধ।

(খ) বিদ্যার আলোচনায় অনেক ফল; ঈশ্বরের উপাসনায় মন পবিত্র ও উন্নত হয়। এই সকল স্থলে কর্ম্ম-সম্বন্ধ।

(গ) লাঠির দ্বারা (বা বাড়ি) মারিয়াছে। এ ছেলের দিয়া কোন কাজ হইবে না—ইত্যাদি স্থলে করণ-সম্বন্ধ। (১)

(ঘ) সাপের ভয়, বাঘের ভয়, কলিকাতার এক ক্রোশ দূরে কালী-ঘাট—ইত্যাদি স্থলে অপাদান সম্বন্ধ।

---

(১) 'লাঠির দ্বারা'—এই বাক্যাংশটি করণকারক বলিয়া তৎপরে 'লাঠির' সম্বন্ধ পদ, 'দ্বারা' এই অব্যয়ের সহিত সম্বন্ধ—এইরূপ পদপরিচয় দিতে হইবে।

(ঙ) নদীর মাছ, দেশের লোক, মটুকির ঘৃত—ইত্যাদি স্থলে অধিকরণ-সম্বন্ধ।

(চ) গুণের ভাই, ঘৃতের প্রদীপ, বিদ্যার সাগর, নীলরঙের চশমা; বিশ নম্বরের বাটী, এরূপ নামের লোক এখানে নাই, পাঁচের (পঞ্চম) প্রতিজ্ঞা, দুধের ছেলে, খিদুধের শরীর—ইত্যাদি স্থলে বিশেষণ-সম্বন্ধ।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানারূপ সম্বন্ধ আছে। যথা—হাতীর দাঁত, সিধুর হস্ত—ইত্যাদি স্থলে অঙ্গ-সম্বন্ধ। বৃক্ষের ফল, ফলের গাছ, মাধবের পুত্র, নিধুর পিতা—ইত্যাদি স্থলে জন্য-জনক-সম্বন্ধ। সোণার বালা, কঞ্চির কলম—ইত্যাদি স্থলে উপাদান-সম্বন্ধ। এক মাসের পথ, দুই সপ্তাহের অবকাশ—ইত্যাদি স্থলে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ। খাইবার মত, ভোজনের উপযুক্ত, ইহা বিজ্ঞের কাজ, স্নানের বেলা, খাবার জল—ইত্যাদি স্থলে যোগ্যতা-সম্বন্ধ। টাকার শোক, পরের দুঃখে কাতর, বলিদানের বাদ্য, জপের মালা, ভোজনের ঘণ্টা, পড়িবার ঘর—ইত্যাদি স্থলে নিমিত্ত-সম্বন্ধ। কলের জাহাজ, রেলের গাড়ি, ঘোড়ার ডাক—ইত্যাদি স্থলে গতি-সম্বন্ধ। বিদ্যার আলোক, দিনের বেলা—ইত্যাদি স্থলে অভেদ-সম্বন্ধ। শশীর ভাই, অমৃতের মামা—ইত্যাদি স্থলে সামান্য-সম্বন্ধ। দ্রব্যের মূল্য, ভূমির পরিমাণ, মনুষ্যের কৌশল—ইত্যাদি স্থলে গুণ-সম্বন্ধ।

৬৯। 'ইতে'-বিভক্তি-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে, তাহার যোগে সম্বন্ধ পদে বিকল্পে 'কে' ও 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—মধুকে (বা মধুর) সেখানে যাইতে হইবে। আমায় বা আমাকে (বা আমার) দেশে যাইতে হইল। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন সকলকেই (বা সকলেরই) করিতে আছে।

৭০। র-বিভক্ত্যন্ত নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ক-প্রত্যয়ান্ত সব শব্দ—সবাকার; ক প্রত্যয়ান্ত আগ শব্দ—আগেকার;

ক-প্রত্যয়ান্ত পূর্ব্বশব্দ—পূর্ব্বকার, পূর্ব্বেকার। এইরূপ পিছেকার, প্রথমকার, যখনকার, তখনকার, এখনকার, কখনকার, যেখানকার, সেখানকার, এখানকার, ওখানকার, যথাকার, তথাকার, আজিকার, কালিকার, পরশুকার। যথোক্তনিয়মে সবার, আগের, পূর্ব্বের, পিছের, প্রথমের—এই কয়টি পদও হয়।

সম্বন্ধ বিবক্ষায় 'র' বিভক্তি হয়। যথা—তিনি একথা বলিয়াছেন, 'তাহার' সন্দেহ নাই। তাহার=সে বিষয়ে।

৭১। সহার্থ, তুল্যার্থ, নিকটার্থ, হেতু ও নিমিত্তার্থ, দিগ্‌বাচক প্রভৃতি শব্দ এবং এইরূপ অর্থবাচক অব্যয়ের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। এই সকল র-বিভক্ত্যন্ত পদও সম্বন্ধ পদ। যথা—ওস্‌মানের সহিত অনেক দিনের পরিচয়। কলিকাতার পশ্চিমে হাবড়া। কাপড়ের দরুণ ছয় টাকা পাওনা।

উপর, নিম্ন, মধ্য প্রভৃতি শব্দ এবং তদর্থক অন্য শব্দ যোগে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—গুহার ভিতর এক ফকির বসিয়া আছেন।

অপেক্ষা, চেয়ে, কর্ত্তৃক, প্রতি প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয়ের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—আজিমের চেয়ে সাধুলোক দেখা যায় না।

৭২। কোন কোন স্থলে 'র' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—অধিক আনন্দ হেতু তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। সিরাজ (বা সিরাজের) অপেক্ষা সেলিম ভাল ছেলে। খাজনা (বা খাজনার) বাবতে এই টাকা দিলাম। মহাশয় কর্ত্তৃক এমন কাজ হইল। তোমা কর্ত্তৃক (পক্ষে তোমার কর্ত্তৃক)।

সম্বোধন পদ।

৭৩। যাহাকে সম্বোধন অর্থাৎ আহ্বান করা যায়, তাহাকে সম্বোধন পদ বলে।

সম্বোধনে 'এ' বিভক্তি হয় এবং বিভক্তির লোপ হয়। বহুবচনে কর্ত্তৃকারকের ন্যায় পদ হয়। যথা—ভৈরব, ওহে অভয়, হাঁরে দুরাচার, সভাপতি মহাশয়, সভ্যগণ।

সম্বোধন পদের পূর্ব্বে অনেক স্থলে—হে, ওহে, হাঁহে, হাঁলা, হাঁগা, হাঁগো, ও, ওগো, ওলো, লো, হাঁলো, রে, ওরে, আরে, হাঁরে প্রভৃতি এক একটি অব্যয় ব্যবহার হয়। যথা—হাঁগো ঠাকুর, ওহে বাপু, হাঁরে দুষ্ট, হাঁলা সতী। (১)

৭৪। কোন কোন স্থলে সম্বোধনসূচক অব্যয়মাত্র থাকে, সম্বোধন পদ উহ্য থাকিয়া যায়। যথা—ওগো, কোথায় যাও। ওলো, শুনে যা।

৭৫। দূরাহ্বান, রোদন, স্পর্দ্ধা ও ক্রোধাদি প্রদর্শন স্থলে বাক্যে সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহার সহিত সম্বোধনসূচক অব্যয় প্রায়ই থাকে। যথা—'শ্যাম রে' দৌড়ে আয়। এইরূপ স্থলে এবং পদ্যে সময়ে সময়ে একাধিক অব্যয় একপদের সহিত প্রযুক্ত হয়। যথা—বাবা গো, কোথায় গেলে গো। 'আরে রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে'। 'ধর হে, রাখ হে, প্রভু হে, শিশুরে।'

সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে সম্বোধন পদের অন্তস্থিত আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এবং ঋকার সাধারণতঃ যথাক্রমে এ, এ, ই, ও, উ এবং ঃ হয়। যথা—দুর্গে, মহর্ষে, সখে (পুংলিঙ্গে), সখি (স্ত্রীলিঙ্গে), গুরো, মাতঃ।

অন্‌-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় আকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—রাজন, মহাত্মন্।

বৎ-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় নকারান্ত) শব্দের 'ৎ' স্থানে ন্ হয়। যথা—গুণবন্।

(১) গো, ওগো, হাঁগো ও হাঁগা একটু—সম্ভ্রমসূচক; হে, ওহে, হাঁহে—সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম কিছুই বুঝায় না। রে, অরে, হাঁরে—অসম্ভ্রমসূচক। লো, ওলো, হাঁলো—স্ত্রী-সম্বোধনে স্ত্রীলোকে ব্যবহার করে; ইহাতে সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম বুঝায় না।

প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থে ভো, অয়ি প্রভৃতি কয়েকটি সম্বোধনসূচক সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—অয়ি শকুন্তলে; ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ। নব্যলেখকেরা ঐ সকল অব্যয় প্রায় ব্যবহার করেন না।

বস্‌-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় নকারান্ত) শব্দের 'স' স্থানে ন্‌ হয়। যথা—বিদ্বন্‌।
ইন্‌-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় ঈকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—শশিন্‌।
এইরূপ পদের প্রয়োগ এখন উঠিয়া যাইতেছে।
বাঙ্গালায় উপরি উক্ত পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—দিদি শব্দের সম্বোধনে দিদে হয় না। কেহ কেহ মাসী, মামী প্রভৃতি শব্দের সম্বোধনে মাসি, মামি—প্রভৃতি পদ ব্যবহার করেন। এরূপ প্রয়োগ কম।

অর্থ বিশেষে বিভক্তির প্রয়োগ।

৭৬। কেবল মাত্র পদার্থ-নির্দ্দেশ উদ্দিষ্ট হইলে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। এইরূপ স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—মানুষ, ভূমি, জীবগণ।

৭৭। যেখানে ক্রিয়াপদ, কর্ম্মপদ প্রভৃতি না থাকে, সেখানেও শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়; এবং ঐ বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। যথা—এ কি অসম্ভব কথা! এইরূপ পদকে নাম-পদ বলে।

৭৮। যে পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত—ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরিক্ত, ভিন্ন, বিনা ও তদর্থক অন্য অব্যয় ব্যবহৃত হয়, ঐ পদ যে কারক—উক্ত অব্যয়যোগেও সেই কারক হইয়া থাকে। যথা—'তুমি বিনা (১) কে আর দীন জনে তারে।' এই বাক্যে 'কে' কর্ত্তা কারক। বিনা যোগে 'তুমি'ও কর্ত্তা কারক, অথবা 'কে' এই পদের সমপদ। রামকে ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব (কর্ম্ম)। 'চাকু ছুরিতে ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে' (করণ)। 'ভাঁড়ার থেকে বই আর কোথা থেকে আনিব'। (অপাদান)। 'কলিকাতায় ছাড়া আর কোন্‌ স্থানে এমন সন্দেশ পাইবে? (অধি)।

এই সকল অব্যয় যখন সম্বন্ধ পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়,

---

(১) সময়ে সময়ে এইরূপ স্থলে তুমি ও আমি স্থানে 'তোমা' ও 'আমা' হয়। যথা—তোমা বিনা, তোমা ছাড়া, আমা ছাড়া।

তখন ইহাদের যোগে সম্বন্ধ পদই হইয়া থাকে। যথা—'রামের ছাড়া আর কাহার বই এখানে থাকিবে।'

এই সকল সমপদে সময়ে সময়ে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—রাম ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব; চাকু ছুরি ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে। ফলতঃ যেখানে বিভক্তি না থাকিলে অর্থ বুঝিবার গোল হয় না, সেখানে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়।

'বিনা' যখন শব্দের পূর্ব্বে বসে, তখন তাহার যোগে যে 'এ' বিভক্তি হয়, তাহার প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—'বিনা শ্রমে বিদ্যা হয় না'। 'বিনা সূতায় গেঁথেছি হার'।

৭৯। প্রশ্নোত্তরে সমপদ হয়। যথা—

প্রশ্ন। কোথায় যাইতেছ? উত্তর। কলিকাতা। 'কলিকাতা'—'কোথায়' এই পদের সমপদ; সুতরাং অধিকরণ কারক।

৮০। ধিক্ ও ধন্যবাদ শব্দের যোগে 'এ' ও 'কে' বিভক্তি হয়। যথা—তোমারে, তোমায় বা তোমাকে ধিক্। তাহাকে ধিক্ থাকুক। তোমাকে বা তোমায় ধন্যবাদ।

৮১। হেতুপদে (অর্থাৎ যে পদ হেতু-অর্থ বুঝায়, তাহার উত্তর) 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—'ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া প্রস্থান করিলেন।' (বাল্মীকির জয়)

হেতু, নিমিত্ত, কারণ ও তদর্থক কোন কোন শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—সেই হেতুই বা সেই হেতুতেই অথবা সেই কারণ বা সেই কারণে আমি যাইব না। বই-ছাপার বাবত বা বাবতে একশত টাকা দিয়াছি।

কোন কোন স্থলে 'এ' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে ত (বা তঃ) হয়। যথা—দৈববশে, দৈববশত (বা দৈববশতঃ)। উপলক্ষণেও 'এ' বিভক্তি হয়।

৮২। নিমিত্তার্থে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—মামুদ আমেদের অনুসন্ধানে (অনুসন্ধানের নিমিত্ত) গিয়াছেন। আমি যুদ্ধে যাইব।

৮৩। সহার্থে সময়ে সময়ে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—'শাদা চোখে আসিয়া বলিলেন'। 'কোন্ মুখে তাঁহার কাছে যাব'। 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।'

৮৪। অবধি ও পর্য্যন্ত—এই দুই অব্যয়ের যোগে 'এ' বিভক্তি হয়। বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। যথা—বাল্যকাল অবধি বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পড়িলাম।

৮৫। অন্যোন্য অর্থ বুঝাইতে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। ঘরে ঘরে বিবাদ করিতেছে। ছেলেয় ছেলেয় মারা-মারি করিতেছে। রামে শ্যামে বিরোধ বাধিয়াছে।

৮৬। তুলনা বুঝাইতে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ। মূর্খে ও বিদ্বানে তুলনাই হয় না। আবার তুলনায় যে পদের অপকর্ষ দেখান হয়, তাহার উত্তর 'হইতে' বিভক্তি হয়। যথা—পিতা স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ।

৮৭। নির্দ্ধার অর্থে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—সিংহ সকল পশুর শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বনাম।

'আমিরকে বল,—সে যেন শানবারে আসে।' এখানে আমির পদ-টির পুনরুল্লেখ না করিয়া 'সে' বলা হইয়াছে। 'সে' সর্ব্বনাম। 'কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—তিনি এখানে দুদিন থাকিবেন।' এই বাক্যে 'তিনি' কবিরাজ মহাশয়ের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। 'তিনি' সর্ব্বনাম। (১)

---

(১) একটি নাম বা শব্দ বারংবার বলিলে ভাল শুনায় না; সেই জন্য কোন শব্দ একবার প্রয়োগ করিয়া তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইলে সর্ব্বনামের দ্বারা বলিতে হয়। এইরূপে এক বা অধিক পদের, বা বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে বসিয়া সর্ব্বনাম বাক্যের সংক্ষেপসাধন করে। যথা—'নবীন, গোপাল ও জাফর শিকার করিতে মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; সন্ধ্যাকালে তাঁহারা পথ হারাইলেন।' 'তিনি অকাতরে দান করিতেছেন, প্রতিদিন অনেক লোক খাওয়াইতেছেন; কিন্তু তাহা কেবল লোক-দেখান।' প্রথম বাক্যে সর্ব্বনাম তিনটি বিশেষ্যের এবং দ্বিতীয় বাক্যে দুটি বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। সর্ব্বনাম ব্যবহার না করিলে ঐ বিশেষ্য ও

৮৮। আমি, তুমি, আপনি, যাহা, তাহা, ইহা, উহা, কি—এই কয়টি সর্ব্বনাম।

আমি, তুমি ও আপনি। 'আমি' বলিলে বক্তাকে বুঝায় অর্থাৎ বক্তার নিজের নামের পরিবর্ত্তে 'আমি' বসে। এইরূপ যাহাকে বলা যায়, তাহার নামের পরিবর্ত্তে 'তুমি' ও 'আপনি' ব্যবহৃত হয়। যথা—শরৎ বসন্তকে বলিল—আমি যাইব না, তুমি যাও। এখানে 'আমি' শরতের এবং 'তুমি' বসন্তের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ স্থলে সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে বিশেষ্য বসাইলে, ক্রিয়ার রূপ বদলাইয়া যায়। যথা—শরৎ যাইবে না, বসন্ত যাউক।

'আমি', 'তুমি' ও 'আপনি' প্রায় বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা, তোমরা, আপনারা, আমাদের, তোমাদের, আপনাদের—এই সকল পদের ব্যবহার অধিকাংশ স্থলেই সর্ব্বনামের ন্যায়। যথা—'আজিজ, আব্দুল, আবু ও আমি নৌকায় চলিলাম; আমাদের সঙ্গে তিন দিনের উপযুক্ত আহারীয় ছিল।' এখানে সর্ব্বনাম পদটি চারিটি বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

৮৯। ব্যাকরণ শাস্ত্রে 'আমি' উত্তম পুরুষ; 'তুমি' মধ্যম পুরুষ; অন্য সমস্ত সর্ব্বনাম প্রথম পুরুষ। (১)

৯০। মনুষ্যবাচক পদের পরিবর্ত্তে বসিলে 'যাহা' স্থানে 'যিনি' ও 'যে'; 'তাহা' স্থানে 'তিনি' ও 'সে'; 'ইহা' স্থানে 'ইনি' ও 'এ'; উহা

বাক্যাংশগুলির পুনরুল্লেখ করিতে হইত এবং বাক্যের কলেবর বাড়িয়া যাইত। ফলতঃ লেখা ও কথাবার্ত্তার সংক্ষেপ সাধনার্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতই সর্ব্বনামের সৃষ্টি।

(১) সমস্ত বিশেষ্য প্রথমপুরুষ; অর্থাৎ সকল বিশেষ্যেরই প্রথমপুরুষের ক্রিয়া হয়।

স্থানে 'উনি' ও 'ও' এবং 'কি' স্থানে 'কে' হয়। সম্ভ্রম বুঝাইতে যিনি, তিনি, ইনি ও উনি প্রযুক্ত হয়।

যাহা ও তাহা সংক্ষেপে 'যা' ও 'তা' বলিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হয়।

৯১। সব, সকল, উভয়, অমুক, এক, অন্য, আর, পর, অপর, স্ব, নিজ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ অনেক স্থলে সর্ব্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—সুরেশ ও নগেন অনেক ক্ষণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর উভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। (১)

৯২। যে পদের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয়, সেই পদের যে লিঙ্গ ও যে বচন, সর্ব্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন। লিঙ্গভেদে সর্ব্বনামের রূপভেদ হয় না। (২)

৯৩। আমি, তুমি ও আপনি ভিন্ন অন্য সর্ব্বনামগুলিকে সাপেক্ষ সর্ব্বনাম বলে; কারণ, উহাদের অর্থ বুঝিতে অন্য পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমি, তুমি ও আপনি নিরপেক্ষ সর্ব্বনাম। (৩)

---

(১) ইতর, একতর, একতম, অন্যতর ও অন্যতম কোন কোন স্থলে সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। মনুষ্যবোধক হইলে চলিত কথায় 'সব' স্থানে কখন কখন 'সবা' হয়। সব, সকল প্রভৃতি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ, কখন বা সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—'এরূপ কথা সকলেই (বা সবাই) বলে।' 'অনেক কাজ পড়িয়া আছে; সবই আমি করিব।'

নিজ ও খোদ শব্দ এবং অনেক বিশেষ্যও সময়ে সময়ে সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিজ, খোদ ও অমুক এবং সব, সকল, উভয় প্রভৃতি সময়ে সময়ে বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

(২) বহুত্ববোধক শব্দ একবচন হইলেও বহু পদার্থ বুঝায়। সুতরাং উহাদের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে, তাহা বহুবচন। যথা—'মনুষ্য প্রথমে জঙ্গলে, তরুকোটরে, ভূগর্ভে, পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিত; তখন তাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না।'

(৩) স্থানবিশেষে অর্থাৎ দলিল-পত্র-প্রভৃতিতে 'আমি' এই পদের পরে বক্তার নাম

আকবর দিল্লীর সম্রাট; তিনি মোগলবংশীয় ছিলেন।—এখানে আকবর কথাটি ব্যতীত 'তিনি' এই পদের অর্থ বুঝা যাইবে না। সুতরাং 'তিনি' সাপেক্ষ সর্ব্বনাম। (১)

৯৪। নিকটস্থ বা সম্মুখস্থ পদার্থের পরিবর্ত্তে 'ইহা'; তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পদার্থের পরিবর্ত্তে 'উহা' এবং তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পদার্থের পরিবর্ত্তে 'তাহা' ব্যবহার হয়। কচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। (২)

৯৫। 'কি' প্রশ্ন-সূচক সর্ব্বনাম; অর্থাৎ অন্য শব্দের পরিবর্ত্তে বসিলেও প্রশ্ন বুঝাইয়া দেয়। যথা—সে কি বলিল? যখন প্রশ্ন না বুঝায় এবং কোন অজ্ঞাত লোকের পরিবর্ত্তে বসে, তখন 'কি' স্থানে 'কেহ' হয়।

৯৬। যে, সে, এ, ও, এই, ঐ, অই, ওই, কোন্ (এবং কোন) এবং স্ব এই কয়েকটি সর্ব্বনাম-বিশেষণ। (৩)

৯৭। কারক ও বিভক্তিপ্রয়োগ-সম্বন্ধে যে সকল কথা বিশেষ্য-প্রকরণে বলা হইয়াছে, সেই সকল কথা সর্ব্বনামেও যথাসম্ভব প্রযোজ্য।

ব্যবহার হয়; তখন 'আমি' সাপেক্ষ সর্ব্বনাম। যথা—আমি, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে—ইত্যাদি।

(১) কোন কোন স্থলে অপেক্ষিত পদ অপ্রকাশিত থাকে; বর্ণনা-অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়। যথা—'মন খুলিয়া তাঁহাকে ডাক,—তিনি জগতের পিতা, বিপদে কাণ্ডারী।' এখানে ঈশ্বর পদটি অপ্রকাশিত আছে; বর্ণনায় পাওয়া যাইতেছে।

(২) 'যেখানে পদার্থের দূরতা বুঝান অভিপ্রেত নয়, সেখানে যাহার কথা সর্ব্বশেষে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'ইহা', যাহার কথা তাহার পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'উহা' এবং যাহার কথা তাহারও পূর্ব্বে হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে 'তাহা' ব্যবহৃত হয়।

(৩) আপনিও কখন কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

"যে"—যাহা শব্দ হইতে; 'সে'—তাহা শব্দ হইতে; 'এ', 'এই'—ইহা শব্দ হইতে; 'ও', 'ঐ', 'অই'—উহা শব্দ হইতে এবং 'কোন্'—কি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

৯৮। সর্ব্বনামের উত্তর কর্ত্তাকারকের 'এ' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—আমি করিব।

৯৯। বিভক্তি পরে থাকিলে কর্ত্তাকারকের একবচন ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বনামের নিম্নলিখিতরূপ আকার-পরিবর্ত্তন হয়।

আমি		আমা	উহা	উনি	উঁহা, ওঁ
তুমি		তোমা		ও	উহা, ও
তাহা	তিনি	তাঁহা	কি	কি	কাহা, কা
	সে	তাহা		কে	কাহা, কা
ইহা	ইনি	ইঁহা, এঁ	যাহা	যিনি	যাঁহা, যাঁ
	এ	ইহা, এ		যে	যাহা, যা
			আপনি		আপনা

এই সকল রূপান্তরিত শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হইয়া যথাসম্ভব কার্য্য হয়। যাহা, তাহা, ইহা, উহা—এই গুলির যখন কোন রূপান্তর না হয়, তখনও ঐরূপ বিভক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। সব, সকল প্রভৃতি শব্দের কোন রূপান্তর হয় না।

নিজের, নিজ হইতে, নিজে—এইরূপ পদ হয়; কিন্তু স্বের, স্ব হইতে, স্বে—এরূপ পদ হয় না। সুতরাং 'স্ব' শব্দ সর্ব্বনাম-বিশেষণরূপেই অধিক প্রযুক্ত হয়। যথা—আপনার ধন—স্বধন; এইরূপ স্বজন, স্বজনী। আপনাদের ধন=স্ব স্ব ধন; এখানে বহুবচনের অর্থ বুঝাইতে 'স্ব' পদটির পুনরুক্তি হইয়াছে। অন্যত্রও কখন কখন এইরূপ হয়। যথা—নিজেদের টাকা=নিজের নিজের টাকা। আপনাদের ধন =আপন আপন ধন।

শব্দরূপ।

১০০। বিভক্তি পরে থাকিলে শব্দের যে রূপান্তর হয়, তদনুসারে শব্দসকল চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ। (১)

খ। আকারান্ত, একারান্ত, ওকারান্ত শব্দ।

গ। অন্যস্বরান্ত শব্দ।

ঘ। ভাব-বিশেষ্য।

১০১। লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় না।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

বালক শব্দ।

বিভক্তি	পদ	(গুলি, গুলা বা দিগর প্রত্যয়ান্ত হইলে) পদ।
এ	বালক	বালকগুলি, বালকগুলা
	বালকে	বালকগুলিতে, বালকগুলাতে
	বালকেতে (২)	বালকগুলায়
রা	বালকেরা	——
কে	বালককে	বালকগুলিকে, বালকগুলাকে
	বালকেরে	বালকগুলিরে, বালকগুলারে
	বালক	বালকদিগকে, বালকদের

(১) সংস্কৃত অকারান্ত শব্দ অধিকাংশ স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—ললিত, বালক, মানুষ, জীব। এই সকল শব্দ বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে ঐ অকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—অশ্ব, ভস্ম, বর্ণ, হংস, প্রভৃতি। বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ অকারান্ত। ব্রত, শত, ঘৃত, মৃত, খাট, ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ভাল, তিত, মিত, অমিত, কাল (কৃষ্ণবর্ণ) প্রভৃতি শব্দ অকারান্ত।

(২) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর কর্ত্তা ও করণকারকের একবচনে 'এ' বিভক্তির স্থানে প্রায়ই 'তে' হয় না।

হইতে	বালক হইতে	বালকগুলি হইতে, বালকগুলা হইতে বালকদিগের হইতে
থেকে	বালকথেকে বালকেথেকে	বালকদেরথেকে (১)
র	বালকের	বালকগুলির, বালকগুলার, বালক-দিগের, বালকদের

দরোয়ান্ শব্দ।

এ	দরোয়ান্ দরোয়ানে দরোয়ানেতে	দরোয়ান্গুলি, দরোয়ান্গুলা, দরোয়ান্গুলিতে, দরোয়ান্গুলাতে, দরোয়ান্গুলায়
রা	দরোয়ানেরা	—
কে	দরোয়ান্কে দরোয়ানেরে দরোয়ান্	দরোয়ান্গুলিকে, দরোয়ান্গুলাকে দরোয়ান্দের, দরোয়ান্দিগকে
হইতে	দরোয়ান্ হইতে	দরোয়ান্গুলি হইতে, দরোয়ান্গুলা হইতে, দরোয়ান্দিগের হইতে
থেকে	দরোয়ান্থেকে	দরোয়ান্দের থেকে
র	দরোয়ানের	দরোয়ান্গুলির, দরোয়ান্গুলার দরোয়ান্দিগের, দরোয়ান্দের

প্রাণিবাচক অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। তবে

---

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম। সচরাচর 'বালকদের নিকট বা নিকটে বা কাছ থেকে'—এইরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্যান্য শব্দ-সম্বন্ধেও এইরূপ।

ক্ষুদ্র-প্রাণি-বাচক শব্দের রূপ অনেক স্থলে অপ্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

(অপ্রাণিবাচক)

গাছ শব্দ।

এ	গাছ	গাছগুলি, গাছগুলা,
	গাছে, গাছেতে	গাছগুলিতে গাছগুলাতে, গাছগুলায়
রা	গাছেরা (১)	—
কে	গাছ	গাছগুলি, গাছগুলা
হইতে	গাছ হইতে	গাছগুলি হইতে, গাছগুলা হইতে (২)
থেকে	গাছ থেকে	গাছগুলি থেকে, গাছগুলাথেকে
	গাছে থেকে	
র	গাছের	গাছগুলির, গাছগুলার

অপ্রাণিবাচক অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। তবে প্রাণিধর্ম্ম আরোপ করিলে অপ্রাণিবাচক শব্দেরও প্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় রূপ হয়। যথা—'গাছেদেরও জীবন আছে।'

গ। আকারান্ত, একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

আকারান্ত—রাজা শব্দ।

এ	রাজা	—(৩)
	রাজায়, রাজাতে	

(১) প্রয়োগ প্রায়ই হয় না।

(২) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম।

(৩) সচরাচর রাজাসকল এবং সংস্কৃত সমাস-নিষ্পন্ন 'রাজগণ' প্রভৃতির উত্তর 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া বহুত্ববোধক পদ হয়।

রা	রাজারা	
কে	রাজাকে রাজারে, রাজা	রাজাদিগকে, রাজাদের
হইতে	রাজা হইতে	রাজাদিগের হইতে
থেকে	রাজা থেকে	রাজাদের থেকে (১)
র	রাজার	রাজাদিগের, রাজাদের

কন্যা শব্দ।

এ	কন্যা, কন্যায় কন্যাতে	কন্যাগুলি, কন্যাগুলা কন্যাগুলিতে, কন্যাগুলাতে, কন্যাগুলায়
রা	কন্যারা	—
কে	কন্যা, কন্যাকে কন্যারে	কন্যাগুলি, কন্যাগুলিকে, কন্যাগুলাকে কন্যাগুলিরে, কন্যাগুলারে, কন্যা- দিগকে, কন্যাদের
হইতে	কন্যা হইতে	কন্যাগুলি হইতে, কন্যাগুলা হইতে কন্যাদিগের হইতে
থেকে	কন্যাথেকে	কন্যাগুলিথেকে, কন্যাগুলাথেকে কন্যাদেরথেকে
র	কন্যার	কন্যাগুলির, কন্যাগুলার, কন্যা- দিগের, কন্যাদের

একারান্ত—ছেলে শব্দ।

এ	ছেলে, ছেলেয় ছেলেতে	ছেলেগুলি, ছেলেগুলা, ছেলেগুলিতে ছেলেগুলায়

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম। বালক শব্দের টীকা দেখ।

রা	ছেলেরা	—
কে	ছেলে ছেলেকে, ছেলেরে	ছেলেগুলি, ছেলেগুলা, ছেলে-গুলিকে, ছেলেগুলাকে, ছেলে-গুলিরে, ছেলেদিগকে, ছেলেদের
হইতে	ছেলে হইতে	ছেলেগুলি হইতে, ছেলে গুলা-হইতে, ছেলেদের হইতে
থেকে	ছেলে থেকে	ছেলেগুলি থেকে, ছেলেগুলা থেকে, ছেলেদের থেকে
র	ছেলের	ছেলেগুলির, ছেলেগুলার, ছেলেদের,

ওকারান্ত—পটো শব্দ।

এ	পটো পটোয়, পটোতে	পটোগুলা, পটোগুলায়, পটোগুলাতে
রা	পটোরা	—
কে	পটোকে, পটোরে	পটোগুলা, পটোগুলাকে, পটোগুলারে, পটোদের
হইতে	পটো হইতে	পটোগুলা হইতে
থেকে	পটো থেকে	পটোদের থেকে
র	পটোর	পটোগুলার, পটোদের

['পটোগুলির' 'মুটেগুলির' ইত্যাদিরূপ পদ প্রায়ই হয় না।]

(অপ্রাণিবাচক)

পাতা শব্দ।

এ	পাতা পাতায়, পাতাতে;	পাতাগুলি, পাতাগুলা, পাতাগুলিতে পাতাগুলাতে, পাতাগুলায়
রা	—	—

কে	পাতা	পাতাগুলি, পাতাগুলা
হইতে	পাতা হইতে	পাতাগুলি হইতে
থেকে	পাতা থেকে	পাতাগুলি থেকে, পাতাগুলা থেকে
র	পাতার	পাতাগুলির, পাতাগুলার

মৃত্তিকা শব্দ।

এ	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলা (১)
	মৃত্তিকায়, মৃত্তিকাতে	মৃত্তিকাগুলিতে মৃত্তিকাগুলাতে (১)
রা	—	—
কে	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলা (১)
হইতে	মৃত্তিকা হইতে	মৃত্তিকাগুলি হইতে, মৃত্তিকাগুলা হইতে
থেকে	মৃত্তিকা থেকে	মৃত্তিকাগুলি থেকে, মৃত্তিকাগুলা থেকে (১)
র	মৃত্তিকার	মৃত্তিকাগুলির, মৃত্তিকাগুলার (১)

অন্য-স্বরান্ত শব্দ

(প্রাণিবাচক)

ইকারান্ত—মুনিশব্দ।

এ	মুনি	(২)
	মুনিতে	
রা	মুনিরা	—
কে	মুনিকে, মুনিরে	মুনিদিগকে, মুনিদের

(১) এই রূপ বহুবচন পদ প্রায়ই ব্যবহার হয় না।

(২) এইরূপ স্থলে মুনিসকল, মুনিগণ প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়।

হইতে	মুনি হইতে (১)	মুনিদিগের হইতে (১)
থেকে	মুনি থেকে (১)	মুনিদিগের থেকে, মুনিদের থেকে (১)
র	মুনির	মুনিদিগের, মুনিদের

বিবি শব্দ।

এ	বিবি	—
	বিবিতে	
রা	বিবিরা	—
কে	বিবি, বিবিকে, বিবিরে	বিবিদিগকে, বিবিদের
হইতে	বিবি হইতে	বিবিদিগের হইতে (১)
থেকে	বিবি থেকে	বিবিদের থেকে (১)
র	বিবির	বিবিদিগের, বিবিদের

উকারান্ত—সাধু শব্দ।

এ	সাধু	
	সাধুতে	—
রা	সাধুরা	—
কে	সাধু, সাধুকে, সাধুরে	সাধুদিগকে, সাধুদের
হইতে	সাধু হইতে	সাধুদিগের হইতে
থেকে	সাধু থেকে	সাধুদের থেকে
র	সাধুর	সাধুদিগের, সাধুদের

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম; সচরাচর মুনির (বা মুনিদের, বিবির বা বিবিদের) নিকট বা নিকট হইতে বা থেকে, অথবা কাছ বা কাছে থেকে—এইরূপ পদ হয়। এই শ্রেণীর অন্যান্য শব্দসম্বন্ধেও এই নিয়ম।

পশু শব্দ।

এ	পশু পশুতে	পশুগুলি, পশুগুলা পশুগুলিতে, পশুগুলাতে, পশুগুলায়
রা	পশুরা	—
কে	পশুকে, পশুরে, পশু,	পশুগুলি, পশুগুলা, পশুগুলিকে, পশুগুলিরে, পশুগুলাকে, পশুগুলারে, পশুদিগকে. পশুদের
হইতে	পশু হইতে	পশুগুলি হইতে, পশুগুলা হইতে, পশুদিগের হইতে, পশুদের হইতে
থেকে	পশুথেকে	পশুগুলি থেকে, পশুগুলা থেকে, পশুদেরথেকে
র	পশুর	পশুগুলির, পশুগুলার, পশুদিগের, পশুদের

ঔকারান্ত—বৌ শব্দ।

এ	বৌ বৌতে	বৌগুলি, বৌগুলা, বৌগুলিতে, বৌগুলাতে
রা	বৌরা, বৌএরা, বৌয়েরা	—
কে	বৌ বৌকে, বৌরে	বৌগুলিকে, বৌগুলাকে, বৌগুলিরে, বৌগুলারে

হইতে	বৌ হইতে	বৌগুলি হইতে, বৌগুলা হইতে, বৌদিগের হইতে
থেকে	বৌ থেকে	বৌগুলি থেকে, বৌগুলা থেকে বৌদের থেকে
র	বৌএর, বৌয়ের	বৌগুলির, বৌগুলার বৌদিগের, বৌদের

(অপ্রাণিবাচক)

ইকারান্ত—ঘটি শব্দ।

এ	ঘটি	ঘটিগুলি, ঘটিগুলা,
	ঘটিতে	ঘটিগুলিতে, ঘটিগুলাতে, ঘটিগুলায়
রা	—	—
কে	ঘটি	ঘটিগুলি, ঘটিগুলা
হইতে	ঘটি হইতে	ঘটিগুলি হইতে, ঘটিগুলা হইতে
থেকে	ঘটি থেকে	ঘটিগুলি থেকে, ঘটিগুলা থেকে
র	ঘটির	ঘটিগুলির, ঘটিগুলার

ঈকারান্ত—নদী শব্দ।

এ	নদী	নদীগুলি, নদীগুলা,
	নদীতে	নদীগুলিতে, নদীগুলাতে, নদীগুলায়
রা	—	—
কে	নদী, নদীকে নদীরে	নদীগুলি, নদীগুলা, নদীগুলিকে, নদীগুলিরে
হইতে	নদী হইতে	নদীগুলি হইতে, নদীগুলা হইতে
থেকে	নদী থেকে	নদীগুলি থেকে, নদীগুলা থেকে
র	নদীর	নদীগুলির, নদীগুলার

ঐকারান্ত—খৈ শব্দ।

এ	খৈ খৈয়েতে, খয়েতে খৈতে	খৈগুলি, খৈগুলা, খৈগুলিতে খৈগুলাতে, খৈগুলায়
রা	—	
কে	খৈ	খৈগুলি, খৈগুলা
হইতে	খৈ হইতে	খৈগুলি হইতে, খৈগুলা হইতে
থেকে	খৈ থেকে	খৈগুলি থেকে, খৈগুলা থেকে
র	খৈএর খৈয়ের, খয়ের	খৈগুলির, খৈগুলায়

ঔকারান্ত—জৌ শব্দ।

এ	জৌ জৌ'এ, জৌ'এতে, জৌয়েতে	জৌগুলি, জৌগুলা, জৌগুলিতে, জৌগুলাতে, জৌগুলায়
রা	—	—
কে	জৌ	জৌগুলি, জৌগুলা
হইতে	জৌ হইতে	জৌগুলি হইতে, জৌগুলা হইতে
থেকে	জৌ থেকে	জৌগুলি থেকে, জৌগুলা থেকে
র	জৌ'এর, জৌয়ের	জৌগুলির, জৌগুলার

ভাব-বিশেষ্য।

ভোজন শব্দ।

এ	ভোজন, ভোজনে, ভোজনেতে
রা	—
কে	ভোজন

হইতে	ভোজন হইতে
থেকে	ভোজন থেকে
র	ভোজনের

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন প্রভৃতি সমস্ত অকারান্ত ভাববিশেষ্য এইরূপ।

করা শব্দ।

এ	করা,
	করায়, করাতে
রা	—
কে	করা, করাকে, করারে
হইতে	করা হইতে
থেকে	করা থেকে
র	করার, করিবার

যাওয়া, দেখা, মারা প্রভৃতি সমস্ত আকারান্ত ভাব বিশেষ্য এইরূপ। (১)

অনেক স্থলে গণ, সমূহ প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তর বিভক্তি দিয়া বহুবচনে পদ করা হয়। সচরাচর পশুগুলির পরিবর্ত্তে পশুগণের বলা হয়। এইরূপ পশুসমূহে, মুনিগণের ইত্যাদি।

১০২। জীবন, মন, গুণ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-বাচক শব্দসকল প্রায়ই

---

(১) যাওয়া শব্দ—যাওয়ার, যাইবার, যাবার। তরা—তরিবার। বধা—বধিবার। শোওয়া—শোওয়ার, শোবার, শুইবার। যাওয়ায় ও যাইবার—সময়ে সময়ে একটু ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যাইবার ও যাবার একার্থক। অন্ত শব্দগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ।

'করিবায়, করিবাতে, যাইবায়, যাইবাতে'—ইত্যাদিরূপ 'এ' বিভক্তি নিষ্পন্ন পদ প্রাচীনদিগের লেখায় দৃষ্ট হয়। নব্য লেখকগণ ঐরূপ পদ ব্যবহার করেন না।

বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। যথা—"এত লোকের জীবন লইয়া খেলা করিতেছ?"

ভাববিশেষ্যেরও একবচনেই প্রয়োগ হয়। যথা—আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।

১০৩। তরল পদার্থ বাচক শব্দের এক বচনই প্রয়োগ হয়।

১০৪। শব্দের অন্তস্থিত অকার সময়ে সময়ে ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। তখন রূপও ওকারান্ত শব্দের ন্যায় হয়। যথা—"ছোটয় বড়য় অনেক প্রভেদ". "আর ভালয় কাজ নাই, এখন আলোয় আলোয় ভালয় ভালয় বিদায় দে'মা চলে যাই।"

১০৫। এক, দুই, তিন, চারি (ও চার), পাঁচ, ছয় প্রভৃতি সংখ্যা-বোধক শব্দকে সংখ্যাবাচক বলে। এই সকল শব্দ-নিষ্পন্ন পদ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

সর্ব্বনাম।

আমি শব্দ।

বিভক্তি	পদ	(দিগের প্রত্যয়ান্ত হইলে) পদ
এ	আমি,	(১)
	আমায়,	
	আমাতে	
রা	আমরা	

(১) দিগর প্রত্যয়ান্ত আমি, তুমি ও আপনি শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় না। বহুবচনে কর্ত্তাকারকে "আমরা" করণে কেবল 'দ্বারা' ও 'দিয়া' যোগে আমা-দের দ্বারা, আমাদিগের দ্বারা, আমাদিগকে দিয়া, আমাদিগের দিয়া, আমাদের দিয়া—পদ হয়। আর—আমাদের সকলে, তোমাদের সকলে—এরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অধিকরণের অর্থ প্রকাশ হয়।

কে	আমাকে, আমারে	আমাদিগকে, আমাদের
হইতে	আমা হইতে,	আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে
থেকে	আমাথেকে	আমাদের থেকে
র	আমার	আমাদিগের, আমাদের

তুমি শব্দ ঠিক আমি শব্দের ন্যায়। (১)

আপনি শব্দ।

এ	আপনি, আপনায়, আপনাতে	—
রা	আপনারা	—
কে	আপনাকে, আপনারে	আপনাদিগকে, আপনাদের (২)
হইতে	আপনাহইতে	আপনাদিগের হইতে
থেকে	আপনাথেকে	আপনাদিগের থেকে
র	আপনার (আপন)	আপনাদিগের, আপনাদের

তাহা শব্দ।

(তিনি)

---

(১) সামান্য লোক আমি স্থলে 'মুই' এবং তুমি স্থলে 'তুই' বলে। তাহার রূপ; মুই—মোরে, মোদের, মোরা; তুই—তোকে, তোরে, তোর, তোদের, তোরা।

(২) গ্রাম্য ভাষায় 'কে' বিভক্তিতে আপনকারে; র বিভক্তিতে আপনকার; এবং 'এ' বিভক্তিতে আপনকায়, আপনকাতে পদও কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। আপনি যখন তুমি বুঝায়, তখন 'র' বিভক্তিতে 'আপন' হয় না, 'নিজ' বুঝাইলে হয়।

এ	তিনি (১) তাঁহাতে, তাঁতে তাঁহায়, তাঁয়	
রা	তাঁহারা তাঁরা	
কে	তাঁহাকে, তাঁকে তাঁহারে, তাঁরে	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, তাঁদের
হইতে	তাঁহা হইতে	তাঁহাদিগের হইতে, তাঁহাদের হইতে
থেকে	তাঁহাথেকে, তাঁথেকে।	তাঁহাদের থেকে, তাঁদের থেকে।
র	তাঁহার, তাঁর	তাঁহাদিগের, তাঁহাদের, তাঁদের

(সে)

এ	সে তাহায়, তায়, তাহাতে, তাতে	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলিতে, সেগুলাতে, সেগুলায়
রা	তাহারা, তারা	—
কে	তাহাকে, তাকে, তাহারে, তারে	তাহাদিগকে, তাহাদের, তাদের সেগুলি, সেগুলিরে, সেগুলিকে, সেগুলা, সেগুলারে, সেগুলাকে,

(১) 'দিগর' প্রত্যয়ান্ত তিনি, যিনি, ইনি, উনি এবং (মনুষ্যবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত) কি শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় না। বহুবচনে কর্ত্তাকারকে তাঁহারা, যাঁহারা ইত্যাদি পদ হয়। অধিকরণে 'তাহাদের সকলে' 'কোন্ লোকগুলিতে'—ইত্যাদিরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ হয়। করণে—কেবল দিয়া ও 'দ্বারা যোগে'—তাঁহাদিগের দ্বারা, তাঁহাদের (তাঁদের) দ্বারা, তাঁহাদের (তাঁদের) দিয়া, তাঁহাদিগকে দিয়া—ইত্যাদিরূপ পদ হয়। বন্ধনীর মধ্যস্থিত পদগুলি চলিত কথায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

হইতে	তাহাহইতে	তাহাদের হইতে তাহাদিগের হইতে, তাদের হইতে, সেগুলি হইতে, সেগুলা হইতে
থেকে	তাহার থেকে, তার থেকে	তাহাদের থেকে, তাদের থেকে সেগুলি থেকে, সেগুলা থেকে
র	তাহার, তার	তাহাদিগের, তাহাদের, তাদের, সেগুলির, সেগুলার
		(তাহা)
এ	তাহা, তা, তাহায়, তাতে তায়, তাহাতে সে (২)	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলায়, সেগুলাতে (১)
রা	তাহা, তা (৩)	—
কে	তাহা, তা	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলিকে, সেগুলাকে,
হইতে	তাহা হইতে, তা হইতে	সেগুলি হইতে, সেগুলা হইতে
থেকে	তাহা থেকে, তা থেকে	সেগুলি থেকে, সেগুলা থেকে
র	তাহার	সেগুলির, সেগুলার

যাহা শব্দের রূপ ঠিক তাহা শব্দের ন্যায়।

---

(১) সে—সর্ব্বনাম বিশেষণ, সে সময়, সে সকল কথা যাউক।

(২) করণকারকে সাধারণতঃ সেটি দ্বারা বা সেটি দিয়া; অধিকরণকারকে সেটিতে—এবং অপাদানে সে সকল হইতে ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়।

(৩) মনুষ্য ভিন্ন অন্যার্থ বাচক শব্দের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে, তাহার উত্তর 'রা' বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। ঐ সকল শব্দে মনুষ্য ধর্ম্ম আরোপ করিলে লোপ হয় না।

ইহা শব্দ।

(ইনি)

এ	ইনি, ইহাঁয়, ইহাঁতে, এঁতে	ইহাঁদিগেতে
রা	ইহাঁরা, এঁরা	—
কে	ইহাঁকে এঁকে, ইহাঁরে, এঁরে	ইহাঁদিগকে, ইহাঁদের এঁদের
হইতে	ইহাঁ হইতে, ইনি হইতে	ইহাদিগের হইতে, ইহাঁরা হইতে, এঁরা হইতে, ইহাঁদের হইতে, এঁদের হইতে
থেকে	ইহাঁ থেকে, এঁথেকে	ইহাঁদের থেকে, এঁদের থেকে
র	ইহাঁর, এঁর	ইহাঁদের এঁদের

'ইহা' শব্দ স্থানে যখন এ হয়, তখন 'এ' বিভক্তিতে ইনির পরিবর্ত্তে 'এ' হয়; এবং অন্য সকল পদে ইকার ও একারের উপর চন্দ্রবিন্দু থাকে না। ইহা শব্দের যখন আকার পরিবর্ত্তন না হয় তখন তাহার রূপ 'তাহা'শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে। 'উহা' শব্দের রূপ 'ইহা' শব্দের ন্যায়।

কি শব্দ (মনুষ্যবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে বসিলে)।

এ	কে, কাহায়, কায়, কাহাতে, কাতে	—
রা	কাহারা, কারা	—

কে	কাহাকে, কাকে, কাহারে, কারে	কাহাদিগকে, কাহাদের, কাদের
হইতে	কাহা হইতে	কাহাদের হইতে
থেকে	কাহা থেকে, কাথেকে, কার থেকে	কাহাদের থেকে (কাদের থেকে)
র	কাহার, কার	কাহাদের, কাদের

কি শব্দ (মনুষ্যবাচকভিন্ন অন্য শব্দের পরিবর্ত্তে বসিলে)

এ	কি, কিসে, কিসেতে কোন্ (১)	কোন্গুলি, কোন্গুলা, কোন্গুলিতে, কোন্গুলাতে, কোন্গুলায়
রা	কি (২)	—
কে	কি	কোন্গুলি, কোন্গুলা (৩)
হইতে	কি হইতে	কোন্গুলি হইতে, কোনগুলা হইতে
থেকে	কি থেকে, কিসে থেকে	কোন্গুলি থেকে কোন্গুলা থেকে
র	কিসের	কোন্গুলির কোন্ গুলার

১০৬। যাহা, তাহা ও কি শব্দ স্থানে সময়ে সময়ে—যথা, তথা ও কোথা হয় এবং তাহার উত্তর এ, হইতে ও র বিভক্তি বসিলে নিম্নলিখিতরূপ পদ হয়।

---

(১) সর্ব্বনাম বিশেষণ,

(২) সচরাচর 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদ ব্যবহৃত হয়।

(৩) 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদও ব্যবহৃত হয়।

	এ	হইতে	র
যথা	যথা, যথায়	—	যথাকার
তথা	তথা, তথায়	তথা হইতে	তথাকার
কোথা	কোথা, কোথায়,	কোথা হইতে	কোথাকার
	কোথাতে	কোথায় হইতে	

যথা,—'কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।

তোমার রচনামধ্যে তোমায়ে দেখিয়া ডাকি॥'

'কোথা সেই জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে।'

সাদৃশ্য ও উদাহরণপ্রদর্শনের জন্য যে 'যথা' পদ ব্যবহৃত হয়, তাহা অব্যয়,—ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে; প্রাচীন পদ্যে 'তথায়'—এই পদের স্থানে কচিৎ 'তথি' দেখা যায়।

নিম্ন লিখিত সংস্কৃত পদগুলি বাঙ্গালায় চলিত আছে।

(ক)	পদ	মূলশব্দ	অর্থ
	যদ্দ্বারা	সংস্কৃত যদ্ (যাহা)	যাহার দ্বারা
	তদ্দ্বারা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তাহার দ্বারা
	এতদ্দ্বারা	সংস্কৃত এতদ্ (ইহা)	ইহার দ্বারা।

বাঙ্গালায় এগুলি অব্যয়—করণ কারক বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(খ)	যদা	সংস্কৃত যদ্ (যাহা)	যখন
	যত্র	ঐ	যেখানে
	তদা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তখন
	তত্র	ঐ	সেখানে
	কদা	সংস্কৃত কিম্ (কি)	কবে, কখন
	কুত্র	ঐ	কোথায়

বাঙ্গালায় এই পদ গুলি অব্যয়—অধিকরণকারক বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে। যথা—যত্র জীব, তত্র শিব। বর্ত্তমান লেখকেরা এই সকল পদ প্রায় ব্যবহার করেন না; তবে পদ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায়।

(গ)	অত্র	সংস্কৃত ইদম্	এখানে

বাঙ্গালায় এটী সর্ব্বনাম বিশেষণরূপেও ব্যবহার হয়। অর্থ এই। আদালতে ও দলিলপত্রে ব্যবহার হয়। যথা—অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।

নিম্নলিখিত পদগুলি সময়ে সময়ে পদ্যে ব্যবহার হয়।

(ঘ)	মম	সংস্কৃত অস্মদ্ (আমি)	আমার

তব	সংস্কৃত যুষ্মদ্ (তুমি)	তোমার
তস্য	ঐ তদ	তাহার
কস্য	ঐ কিম্	কাহার
তস্মৈ	ঐ তদ্	তাঁহাকে

বাঙ্গালায় এই সকল পদ অব্যয় ; প্রথম চারিটি—সম্বন্ধপদ ও পঞ্চমটি কর্ম্মপদ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থে ক্বচিৎ তস্মাৎ' এই পদ 'তাঁহাকে' বুঝাইতে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। যথা—তস্মাৎ যে নিরঞ্জনার নম। (ধর্ম্ম মঙ্গল), নিরঞ্জনার—অর্থাৎ নিরঞ্জনকে।

(ঘ) অহং সংস্কৃত অস্মদ্ আমি

এই পদটি পরিহাসাদিস্থলে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—এই ত অহং আসিলেন। এখানে 'অহং' সর্ব্বনাম, কর্ত্তা।

যেন তেন প্রকারেণ—এটি সংস্কৃত বাক্যাংশ ; অর্থ—যে কোনরূপে। বাঙ্গালায় অব্যয়-বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(চ) মদীয় (আমার) ত্বদীয় (তোমার) ভবদীয় (আপনার), স্বীয়, স্বকীয় (নিজের) প্রভৃতি কয়েকটি পদ বাঙ্গালায় চলে। বাঙ্গালায় এগুলি বিশেষণ পদ। প্রাচীনগণের লেখায় অস্মদীয় (আমাদের) ও যুষ্মদীয় (তোমাদের) পদও ক্বচিৎ দেখা যায়।

(ছ) কেন (কি হেতু) ও যেন (যাহাতে বা যাহার দ্বারা) এই দুটি সংস্কৃত পদ বাঙ্গালায় সর্ব্বনাম-অব্যয়, ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা—এমন এক খানি ছুরি আনিবে, যেন (যাহার দ্বারা) কলম কাটা যায়। সাদৃশ্য বুঝাইতেও যেন পদের প্রয়োগ হয়। সেখানেও ঐরূপ অন্বয়।

(জ) শ্রীচরণেষু (সুন্দর চরণে), শ্রীচরণ কমলেষু (পদ্মের ন্যায় সুন্দর চরণে), সমীপেষু (নিকটে), মহাশয়েষু (মহাশয়ের নিকটে) এই পদগুলি শ্রীচরণপ্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত অধিকরণ পদ। এইরূপ প্রবলপ্রতাপেষু, মহিমার্ণবেষু, ধর্ম্মাবতারেষু, প্রতিপালকবরেষু।

সংস্কৃতের অনুকরণে কয়েকটি অসংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন এইরূপ পদও বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—বরাবরেষু, হুজুরেষু, জোনাবেষু অধিকরণ কারকের অর্থ বুঝাইতে বরাবর হুজুর ও জোনাব শব্দের উত্তর সংস্কৃতের অনুকরণে 'ষু' বসিয়াছে। এই সকল পদ আদালতের ভাষায় চলে।

(ঝ) দেবশর্ম্মণঃ, শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, মিত্রস্য, মিত্রদাসস্য, বসু দাসস্য দেবস্য, গুপ্তস্য, দাস্যা, দেব্যা (ক্বচিৎ দাস্যাঃ দেব্যাঃ) প্রভৃতি পদগুলি—দেবশর্ম্মা, শর্ম্মা, বর্ম্মা, মিত্র প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধ পদ। বাঙ্গালাতেও এগুলি সম্বন্ধ পদরূপে প্রযুক্ত হয়। তদ্ভিন্ন শর্ম্মণ, বর্ম্মণ, দাস্যা ও দেব্যা শব্দমাত্ররূপেও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। তখন উহাদের উত্তর বিভক্তিযোগ হইয়া থাকে। যথা—"আমি শ্রীমহাকালী দেব্যা চৌধুরাণী হুজুরে দরখাস্ত করিয়া নিবেদন করিতেছি যে শ্রীজয়ামণী দেব্যার লোকেরা

শ্রীরামেশ্বর বর্ম্মণের যোগাযোগে (১) জবরদস্তি পূর্ব্বক আমার জমির ধান কাটার জন্ত লাঠিয়াল আনিয়া জমা করিতেছেন এবং হরি শর্ম্মণকে দিয়া আমায় ভয় দেখাইতেছেন" আদালতে এইরূপ ভাষা চলে।

বিশেষণ।

১০৭। কোন পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত যে পদ ব্যবহার হয়, তাহার নাম বিশেষণ। (২)

বড় কঠিন কথা,—এখানে 'কঠিন' এই পদটি 'কথা' এই পদের এবং 'বড়' পদটি—'কঠিন' এই পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে। 'কঠিন' এই পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ; এবং বড় পদটি বিশেষণের বিশেষণ।

কঠিন ও বড় এই দুই পদই মোটামুটি বিশেষণ বা 'সামান্ত বিশেষণ'।

ধীরে ধীরে চল ;—এখানে ধীরে ও ধীরে এই দুই পদ 'চল' এই পদের বিশেষণ। 'চল'—ক্রিয়াপদ, সুতরাং 'ধীরে ধীরে'—ক্রিয়ার বিশেষণ। অতএব বিশেষণ দুই প্রকার।

১০৮। এক পদকে অন্য পদের স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিলে এই প্রথমোক্ত পদকে বিধেয়বিশেষণ বলে। যথা,—'তুমিই আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা; তুমিই নয়নের মণি, তুমি হে সর্ব্বসুখ দাতা।' এখানে তিনটী 'তুমি' সর্ব্বনাম; এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা ও মণি বিধেয় বিশেষণ।

বিধেয়বিশেষণকে বিশেষ্যের ও সর্ব্বনামের সমপদ বলিয়াও অন্বয় করিতে পারা যায়।

১০৯। যে সকল বিশেষণ সংখ্যা বুঝায়, তাহাদিগকে সংখ্যাবাচক

---

(১) অর্থাৎ যোগে। যোগাযোগে—অপপ্রয়োগ। যোগ সাজসেও বলে।

(২) বিশেষণ প্রকাশিত গুণ যত বেশী হইবে, সংখ্যা তত কম হইবে। বৈপরীত্যেও এই নিয়ম যথা—মনুষ্য, শ্বেতকায় মনুষ্য, আমেরিকাবাসী শ্বেতকায় মনুষ্য।

বিশেষণ বলে। যথা ;—'কর্ণেল সাহেব ছয়শত অশ্বারোহী এবং পঞ্চম শিখ-সেনাদলের চারিশত পদাতি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন।' এখানে —ছয়শত, পঞ্চম ও চারিশত। সংখ্যাবাচক বিশেষণ। তন্মধ্যে ছয়শত ও চারিশত সমষ্টি (সংখ্যা) বাচক এবং পঞ্চম—পূরণ (সংখ্যা) বাচক বিশেষণ।

১১০। কি, কি কি, কেমন, কিরূপ, কত, কোন্, কিরূপে, কেমন করে—ইত্যাদি পদ যুক্ত প্রশ্ন করিয়া বিশেষণ নির্ণয় করিতে হয়। ইহা-দের মধ্যে 'কিরূপে' এবং 'কেমন করে'—ক্রিয়ার বিশেষণ নির্ণয় করে। যথা,—গরম দুধ অনেক উৎকট রোগে সুপথ্য। এখানে প্রশ্ন। কিরূপ দুধ ? উত্তর। গরম।—'গরম বিশেষণ।'

প্রশ্ন। কি বা কিরূপ রোগে ? উত্তর। উৎকট রোগে।—'উৎকট' বিশেষণ।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ উৎকট রোগে ? উত্তর। অনেক উৎকট রোগে। 'অনেক' বিশেষণ।

১১১। 'সামান্য' বিশেষণের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। সুতরাং বিভক্তি যোগবশতঃ কোন আকার পরিবর্ত্তনও হয় না। যথা—হিন্দুস্থানী লোকেরা ; হিন্দুস্থানী মেয়েরা।

১১২। বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন নির্দ্দেশ করিতে হয় না। বিশেষণ যে পদের গুণ প্রকাশ করে, সেই পদের যে লিঙ্গ ও বচন, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন। (১) লিঙ্গ ও বচনভেদে বাঙ্গালা বিশে-ষণের আকার পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—সুন্দর বালক, সুন্দর ফুল, সুন্দর মেয়ে, খোঁড়া মানুষ, খোঁড়া মেয়ে, খোঁড়া গাই।

---

(১) ক্রিয়ার লিঙ্গ নাই। সুতরাং ক্রিয়ার বিশেষণেরও লিঙ্গ নাই।

১১৩। বিশেষণ যখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার উত্তর কারকবিভক্তি যথাসম্ভব থাকে এবং তন্নিবন্ধন আকার পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—দরিদ্রের মরণই মঙ্গল। মূর্খে ও বিদ্বানে অনেক প্রভেদ।

১১৪। ক্রিয়ার বিশেষণে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—অধোমুখে বসিয়া আছ কেন? যেরূপে বা যেরূপেতে পার কার্য্যসিদ্ধি চাই; ত্বরায় কলিকাতায় যাও। কোন কোন স্থলে 'এ' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—শীঘ্র যাও; সত্বর আসিও; সে ক্রমাগত কাঁদিতেছে; আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

কোন স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণের দ্বিত্ব হয়। যথা—ধীরে ধীরে চল; সে এত ঘন ঘন আসিতেছে কেন? দ্বিত্বপ্রাপ্ত অনুকার অব্যয় যখন ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তখন ক্রিয়ার সাতত্য বা পৌনঃপুন্য বুঝায়। সাঁ করিয়া চলিয়া গেল—সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। এই সকল অব্যয় ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝায়। যথা—হা হা করিয়া বা হো হো করিয়া হাসিল, হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল; খিল খিল করিয়া হাসিল। ফিক্ করিয়া হাসিল; ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। (১)

মাত্রপ্রত্যয়ান্ত ভাববিশেষ্য পদগুলি প্রায় ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া যায়। ইহাদের উত্তর প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়। (২)

---

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাঁ করিয়া' 'সাঁ সাঁ করিয়া' এই বাক্যাংশগুলিই ক্রিয়ার বিশেষণ। তবে পদ পরিচয়ের সময় 'সাঁ' ও 'সাঁ সাঁ' 'করিয়া' এই ক্রিয়ার বিশেষণ বলিতে হইবে। কতকগুলি অনুকার অব্যয় দ্বিত্ব হইলে প্রথম পদের শেষে আকার আগম হয়। তখন 'করিয়া' এই ক্রিয়া পদের প্রয়োজন হয় না। যথা—'টপ টপ করিয়া খাইয়া ফেলিল', 'টপাটপ খাইয়া ফেলিল'।

অব্যয়ের উপধা স্বর 'অকার' হইলেই এইরূপ আকার আগম হয়।

(২) আমার যাওয়া-মাত্র হইল—ইত্যাদিরূপ স্থলে যাওয়ামাত্র বিশেষ্যই রহিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্যের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে যেমন আ ও ঈ প্রত্যয় হয়, বিশেষণের উত্তরও সেইরূপ হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—

(ক) অবসন্না	চন্দ্রাননা	পাপীয়সী	ভাগ্যবতী
আকুলা	চন্দ্রাননী	প্রবলা	মুক্তকেশী
উৎপাদিকা	চপলা	প্রিয়া	মুখরা
কুপিতা	তৎপরা	প্রিয়তমা	শ্রীমতী
কোপনা	ত্রিনয়না	বনবাসিনী	সঙ্গিনী
কোমলাঙ্গী	ত্রিনয়নী	বিদুষী	সুন্দরী
ক্ষীণাঙ্গী	দয়াবতী	বিদ্যাবতী	সহচরী
গুণবতী	নবীনা	বুদ্ধিমতী	স্বরূপা

আবার সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালা বিশেষণও ঐরূপ প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে। যথা—

(খ) অবলা, এলোকেশী, নীলবরণী, বিদ্যাময়ী, পাপিনী, মনোলোভা, রাগান্বিতা, স্বরূপিণী।

এই সকল স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ সর্ব্বত্র ব্যবহার হয় না। যেখানে যেরূপ ভাল শুনায়, সেখানে সেইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে যথা—'এমন মুখরা মেয়েও থাকে।' 'সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।'

আবার অনেক সমাসান্ত সংস্কৃত শব্দ ঐরূপ স্ত্রীপ্রত্যয়যুক্ত হইয়া বাঙ্গালাগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যথা—'বিচিত্র-সৌধসম্বাধা-রাজধানীর প্রাসাদ কক্ষ অলঙ্কৃত করিবে?" সন্দর্ভহার। সৌধকিরীটিনী-লঙ্কা—মেঘনাদবধ। কোন কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালা লিখিতেও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালিয়া চলেন।

প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী...চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা—এই কয়েকটি তিথিবাচক এবং প্রথমা, দ্বিতীয়া...সপ্তমী এই কয়েকটি বিভক্তিবাচক স্ত্রীলিঙ্গ সংস্কৃত-বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে। ইহারা বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

অব্যয়।

১১৫। অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়।

(ক) অনেকগুলি অব্যয় ক্রিয়ার বিশেষণ হয়। যথা—

অকস্মাৎ	ঝট, ঝটপট	নিতান্ত
অতঃপর		
অন্ততঃ (ও অন্তত)	ঝটিতি (ঝটিত)	নিদান

অধিকন্তু
অপিচ
অবধি
অবশ্য
আচম্বিতে
আবার
আস্তে
ইতি
একান্ত
কাজে কাজে
কি
কিন্তু
কেবল
ক্রমশঃ (ও ক্রমশ)
খামকা
গর (নিষেধার্থক)
চট
চট্‌পট্‌
তথা
তথাচ
তথাপি
তবে
তদবধি

তা
তাবৎ
দৈবাৎ
নচেৎ
নতুবা
নয়
না (প্রশ্নার্থক)
না (নিষেধার্থক)
নিরন্তর
পরন্তু
পুনঃ পুনঃ (ও পুন)
পুনশ্চ
পুনরায়
পুনর্ব্বার
প্রতি
প্রায়, প্রায়শঃ (ও প্রায়শ)
ফলতঃ (ও ফলত)
ফলে
ফের (আবার অর্থে)
বটে
বরং
বরাবর
বস্তুতঃ (ও বস্তুত)

বারংবার
বেহদ্দ
ভাগ্যে
ভূয়ো ভূয়ঃ
মুহুর্মুহুঃ (ও মুহুর্মুহু)
যৎপরোনাস্তি
যথা
যদবধি
যদি, যদিও, যদিচ
যদ্যপি
যাবৎ
যুগপৎ
যেন
সহসা
সুতরাং
স্বভাবতঃ (ও স্বভাবত)
হঠাৎ
হয়ত
হদ্দ
হদ্দমুদ্দ
হাঁ, হা, হায়
হামেসে (ও হাবেসে)

(খ) কতকগুলি অব্যয় বিশেষণরূপেই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। যথা;—অতি, অতীব, আর, আরও, কর্ত্তৃক, তাবৎ, তাহদ্দ, বৃথা, যৎপরোনাস্তি, যাবৎ।

(গ) কতকগুলি অব্যয় পদান্বয়ী; অর্থাৎ উহাদের যোগে শব্দের উত্তর বিভক্তি হয়। এবং ঐ বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত উহাদের অন্বয় হইয়া থাকে। যথা—অপেক্ষা, ইস্তক, ছাড়া, চেয়ে, জন্য, জন্যে, তক, তরে, দরুণ, দোহাই, দ্বারা, ধিক্, নাগাত, নিমিত্ত, নিমিত্তে, ন্যায়, পর্য্যন্ত, পাকে, পানে, পিছু, প্রতি, প্রায়, পারা, বই, বটে, বাড়ি, বাবত, বাবতে, বিনা, মত, মারফত, সঙ্গে, সহ, সহিত, সহিতে, (১) সোওয়ায়।

(ঘ) কতকগুলি অব্যয় কারকপদ। যথা—

অচিরাৎ	উপর্য্যুপরি	তদানী
অচিরে	একদা	তদানীং
অতঃপর	কদাচ	সতত (ও সদত)
অধুনা	কচিৎ	সদা
অনন্তর	কদিচ	সদা সর্ব্বদা
অন্যদা	কভু, কস্মিন্‌কালে	সদ্য (ও সদ্যঃ)
আদৌ	কদাচিৎ	সর্ব্বদা
ইদানী	কদাপি	সম্প্রতি
ইদানীং	তদা	

উভয়তঃ (ও উভয়ত), একতঃ (ও একত), অন্যতঃ (ও অন্যত) সর্ব্বতঃ (ও সর্ব্বত) প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা অধিকরণ পদ।

---

(১) কচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—'শিশুকাল হতে, তোমার সহিতে, জীবনে জীবন লেখা।'

১১৬। (ক) কতকগুলি অব্যয় ভাববোধক ; অর্থাৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ করে। যথা—অবাক্, অহো, আঃ, আহা, আহাহা, আমরি, ইঃ, ইস্, ইহিহি, উঃ, উহু, উহুহু, এন্‌কোর, ওঃ, ওমা, ওবাবা, ওহো, কি, ক্যাবাৎ, ছি, ছিঃ, ছিছি, দুঃ, দুয়ো, দুউও, দূর, দূর দূর, দোহাই, ধন্য, ধন্য ধন্য, ধিক্, পুঃ, পূ, বলিহারি, বলিহারি যাই, বহুত-আচ্ছা, বাপ্, বাপ্‌রে, বাঃ, বা, বাহবা, বেশ, বেশ বেশ, ব্রেভো, মরিমরি, মহাভারত, মাগো, মাগো মা, যাই, রামরাম, রে, সাবাস, হায়, হায়হায়, হায় হায় হায়, হাহা হা, হাঁরে হাঁ, হাঁহাঁ, হাঁ হাঁ হাঁ, হো হো হো।

(খ) কতকগুলি অব্যয় সংযোজক, অর্থাৎ বাক্য বা পদ পরস্পর সংযুক্ত করে। যথা—অতএব, অথচ, অথবা, অনন্তর, আর, আরও, এবং, ও, কিংবা, কিন্তু, কেননা, তথাচ, তথাপি, তথা, তবু, তবেই, তাই, নতুবা, নচেৎ, পরন্তু, প্রত্যুত, বরং, (১) বরঞ্চ, বা, যখন, যাই, (২) যদি, যদিও, যদ্যপি, যদ্যপি, যদিস্যাৎ, সুতরাং।

(গ) কতকগুলি অব্যয়কে অনুকার-অব্যয় বলে। শব্দের অনু-করণ বুঝাইবার জন্য উহাদের প্রয়োগ হয়। যথা—কচ্‌মচ্, কটাস্, কড়্‌কড়্, কল্ কল্, কুল্ কুল, কুটুর্ কুটুর্, কুহু কুহু, থল্ থল্, খিল্ খিল্, খ্যাচ্ খ্যাচ্, গর্‌গর্, গড়্‌গড়্, গুন্‌গুন্, গুম্‌গুম্, গুর্‌গুর্, ঘট্‌ঘট্, ঘড়্‌ঘড়্, ঘুটমুট্ ঘেউ ঘেউ, চটাস্, চড়্‌চড়্, ঝর্‌ঝর্, ঝন্‌ঝন্, ঝনাৎ, ঝাঁ ঝাঁ, টুপ্ টুপ্, টুপ্ টাপ্, টুক্ টুক্, ঠক্‌ঠক্, ড্যাং ড্যাং, ঢক্ ঢক্, ঢং ঢং, তর্ তর্, থপ্ থপ্, দুম্‌দুম্, ধাঁ ধাঁ, ফিক্, ফিক্ ফিক্, বন্, বন্ বন্, ববম্ বম্, বম্ বম্,

---

(১) দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালটিকে বুঝাইতে 'বরং' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়।

(২) 'যাই পূর্ণাহুতি হইল, অমনি আকাশে মেঘ দেখা গেল।'

ঝোঁ, ঝোঁ ঝোঁ, ভন্ ভন্, ভেন্ ভেন, ভোঁ ভোঁ, মড়্ মড়্, মর্‌মর্, ম্যা, ম্যাও, শন্‌শন্, সর্ সর্, সাঁ, সাঁ সাঁ, হি হি, হা হা, হো হো। (১)

(ঘ) কতকগুলি অব্যয় অবস্থাবাচক। যথা—চড়্ চড়্, ছল্ ছল্, ছট্‌ফট্, ঝল্ ঝল্, ঝল্‌মল্, ঝাঁ ঝাঁ, টক্‌টক্, টুক্‌টুক্, টল্‌টল্, টল্‌মল্, তর্‌তর্, থুক্‌থুক্, প্যান্ প্যান্, ফ্যাল্ ফ্যাল্, রন্ রন্। অনেক অনুকার অব্যয়ও অবস্থাবাচক।

(ঙ) কতকগুলি অব্যয় বাক্যালঙ্কার। যথা—ই, কেন, কি, তা ত, গো, না, বটে, হাঁগো, হোক্‌গে, ব্যানে, মেনে, যে, যেন।

(চ) কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রা। যথা—(ছেলে) পিলে; (জল) টল; (কাপড়) চোপড়; (বাসন) কোসন। (২)

(ছ) কতকগুলি অব্যয় সম্বোধনসূচক। যথা—অয়ি, ওরে, অরে, ও, ওগো, ওহে, ওলো, গো, ভো, রে, লা, লো, হাঁগো, হারে, হাঁরে, হেঁলো, হাঁলা।

(জ) কি, কেন, ত, না এবং ন্যাকি প্রশ্নসূচক অব্যয়। যথা—তুমি না কলিকাতায় গিয়াছিলে?

(ঝ) 'ই' ও 'ত' অব্যয় নিশ্চয়ার্থ ও নির্দ্দেশার্থ সূচক। কার্য্যের অবিচ্ছিন্নতা বুঝাইতেও 'ই' বসে। যথা—তোমাকে যেতেই হবে।

(ঞ) তথা, ন্যায়, প্রায়, মত, যথা, যেন—উপমাসূচক অব্যয়। 'যেন' উৎপ্রেক্ষা, কামনা, উপদেশ ও প্রার্থনাও বুঝায়। যথা—মুখখানি যেন পূর্ণচন্দ্র; যেন আমার অপরাধ লইও না।

---

(১) বক্তার অভিপ্রায় বিশদ করিবার নিমিত্ত অনেক স্থলে প্রকৃত বা কাল্পনিক ধ্বনির অনুকরণে এই সকল অব্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল অব্যয় এবং অবস্থা বাচক অব্যয় প্রায়ই বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়।

(২) এই সকল অব্যয় আবার স্বজাতীয় অন্যান্য পদার্থবাচক। ছেলে পিলে—ছেলে এবং ছেলের সমান অন্য মনুষ্য। কাপড় চোপড়—কাপড় ও তৎসদৃশ অন্যান্য দ্রব্য।

(ট) সমুচ্চয়ার্থেও 'ও' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—তোমাকেও যেতে হবে।

(ঠ) অপ, উপ, গর, না (অ ও অন্), প্রতি, পিছু ও ফি—এই কয়টি অব্যয় অর্থ বিশেষে অন্যপদের পূর্ব্বে বা পরে বসিয়া সমাসের নিয়মে ঐ সকল পদের সহিত একপদ হইয়া যায়। যথা—অপকর্ম্ম, উপদেবতা, উপদ্বীপ, গরহাজির, গরাদায়, নারাজ, অমানুষ, অনাচার, জনপ্রতি, প্রতিজন, লোকপিছু, ফিলোক।

(ড) বলিয়া (বলে), করিয়া (করে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সময়ে সময়ে অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা—অসময়ে বৃষ্টি হইল বলিয়া কাজেরই এই ব্যাঘাত।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি উপ, আ—এই কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলে। ইহাদের যোগে সংস্কৃত ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। যথা—হৃ ধাতু—হরণ করা। সম্+হৃ =সংহার বা বধ করা; আ+হৃ=আহার; উপ+হৃ=উপহার; উৎ+হৃ=উদ্ধার; প্র+হৃ=প্রহার; অপ+হৃ=অপহার (চুরি); উপ+সং+হৃ=উপসংহার; বি+হৃ =বিহার (ভ্রমণ); পরি+হৃ=পরিহার (ত্যাগ); বি+অব+হৃ=ব্যবহার; সম্+অভি+বি+আ+হৃ=সমভিব্যাহার। এইরূপ 'গমধাতু—আগত, অপগত, দুর্গত, বিগত, অধিগত, উদ্গমন, প্রত্যুদ্গমন, সঙ্গত। যুজ্—প্রয়োগ, সংযোগ, বিয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযুক্ত, নিযুক্ত, সুযোগ, আয়োজন। পদ—প্রপন্ন, আপন্ন, বিপদ, সম্পদ, সম্পন্ন, উপপন্ন, উৎপন্ন। স্থা—প্রস্থান, সংস্থান, অবস্থান, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান উত্থান, প্রতিষ্ঠা, উপস্থান (পূজা), উপস্থিত। বদ—প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হইয়া এই সকল পদ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল পদ সাধা বা এই সকল উপসর্গের অর্থ এবং ব্যবহারাদি বিশেষরূপে বর্ণন করা বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নহে। উপসর্গগুলির নাম এবং উক্তরূপে ব্যবহার-প্রণালী মোটামুটি কিছু জানিলেই ছাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল।

অধঃ, অধস্তাৎ, চিরং, তূষ্ণীং, নমঃ (নম), বহিঃ, শনৈঃ, সায়ং, স্বস্তি প্রভৃতি সংস্কৃত অব্যয় সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

অনেকে—কারণ, হেতু, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, অদ্য, আজি, কল্য, কালি, নহিলে, নৈলে, না হয়, নয় ত, হয় ত, স্বয়ং, ইতিমধ্যে, ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে, পৃথক্, মিথ্যা,

যে হেতু, নানা, কিঞ্চিৎ, বৃথা, সাক্ষাৎ প্রভৃতি পদ অব্যয় বলেন। যাহাদের উত্তর বিভক্তি থাকে, কিংবা যে সকল পদের অন্যরূপে অন্বয় হইতে পারে, সে সকল শব্দ অব্যয় না বলাই ভাল। ঐ সকল পদ বাঙ্গালায় কোনটি বিশেষ্য, কোনটি বিশেষণ, কোনটি ক্রিয়া, কোনটি বাক্যাংশ (দুই পদের সমষ্টি)।

সমাস

১১৭। পরস্পর অন্বয় বিশিষ্ট দুই বা বহুপদ সময়ে সময়ে সমাস দ্বারা একত্র হইয়া একপদ হইয়া যায়।

সমাস হইলে পদগুলির কোন কোন স্থলে কিছু কিছু রূপান্তর হয় (১) এবং সমস্ত বিভক্তির লোপ হইয়া একটি নূতন শব্দ হয়। ঐ শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে। যথা—সাহেবগঞ্জে। সাহেবের ও গঞ্জে এই দুটি পদ পরস্পর অন্বিত। সমাসদ্বারা ইহারা মিলিত হইল; সাহেবের ও গঞ্জে এই দুই পদের 'র' ও 'এ' বিভক্তির লোপ হইয়া সাহেবগঞ্জ একটি শব্দ হইল; তাহার উত্তর আবার 'এ' বিভক্তি হইয়া সাহেবগঞ্জে হইয়াছে। (২)

সন্ধি।

১১৮। সমাসের দ্বারা যখন দুই পদ মিলিয়া এক পদ হয়, তখন পূর্ব্বপদের শেষ বর্ণ (স্বর বা ব্যঞ্জন) পর পদের আদিবর্ণের সহিত কোন কোন স্থলে মিলিত হয়। ইহার নাম সন্ধি।

১১৯। সন্ধি বাঙ্গালার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। 'সেই উপলক্ষে অনেক দরিদ্র লোক এক একখানি কম্বল ও চারি-আনা-পরিমিত পয়সা পাইয়া-

---

(১) এই সকল রূপান্তরিত পদ নিপাতনে সিদ্ধ। যথা—যে ক্ষণ—যখন।

(২) সমাস দ্বারা যে সকল পদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে 'সমাস-নিষ্পন্ন' বা 'সমস্ত' পদ বলে। সমাস দ্বারা এক পদ হইবার পূর্ব্বে উহারা যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে ব্যস্ত (স্বতন্ত্র) পদ বলে। সমাসের বাক্যকে ব্যাসবাক্য বলে। যথা—সাহেবের গঞ্জ—এইটি ব্যাস বাক্য। সাহেবগঞ্জ—সমাসনিষ্পন্ন পদ বা সমস্ত পদ। সাহেবের ও গঞ্জ এই দুটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যস্ত পদ।

ছিল।'—এই বাক্যে একপদ হইলেও এক-একখানি এবং চারি-আনা পরিমিত পদে সন্ধি হয় নাই। এইরূপ দু-আনি, বে-আন্দাজ প্রভৃতি পদেও সন্ধি হয় নাই।

তবে সন্ধিনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃতপদ বাঙ্গালায় চলিতেছে এবং সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালাপদও সন্ধিনিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে। (১) সন্ধিমিলিত যে সকল বাঙ্গালা পদ সচরাচর দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। (২)

(ক) ইংলণ্ড+অধিপতি=ইংলণ্ডাধিপতি। ইংলণ্ড+আগত= ইংলণ্ডাগত। উত্তম+আশা=উত্তমাশা। মন+অন্তর=মনান্তর। মন +অনল=মনানল। মন+আগুন=মনাগুন। গর+আদায়=গরাদায়। (৩) ন্যূন+অধিক=ন্যূনাধিক। বন্দুক+অস্ত্র=বন্দুকাস্ত্র। বড়শা+আঘাত =বড়শাঘাত। অল্প+আয়ু=অল্পায়ু। (৪) দীর্ঘ+আয়ু=দীর্ঘায়ু। লাভ+ অলাভ=লাভালাভ। রুসিয়া+অধিপ=রুসিয়াধিপ।

এই সকল স্থলে অকার বা আকারের পর অকার বা আকার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া আকার হইল, আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইল।

---

(১) যে যে মূল পদের সন্ধি হইয়া এই সকল সংযুক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ঐ সকল মূল পদ আদৌ সংস্কৃত বা অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়া তাহার পর সন্ধি দ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—মনস্ বা মনঃ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া 'মন' হইয়াছে। এইরূপ অন্তর শব্দও ঐ ভাষা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ঐ দুই পদই বাঙ্গালায় স্বতন্ত্ররূপে চলে। মন ও অন্তর সমাসের নিয়মে এক পদ হইয়া এবং সন্ধি দ্বারা মিলিত হইয়া মনান্তর হইয়াছে। এটি সংস্কৃত 'মনন্ত' পদ নহে।

(২) সমাসপ্রকরণেও অনেকগুলি সন্ধির উদাহরণ আছে।

(৩) বিকল্পে সন্ধি হয়। পক্ষে গর-আদায়।

(৪) অল্পেয়ে কথাটি ইহার অপভ্রংস।

সূত্র—অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

(খ) বিজ্‌নি + ঈশ্বর = বিজ্‌নীশ্বর ; দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর।

এই সকল স্থলে ইকার বা ঈকারের পর ঈ আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া ঈকার হইল। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(গ) যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা। ইংলণ্ড + ঈশ্বরী = ইংলণ্ডেশ্বরী। বৃটন + ঈশ্বরী = বৃটনেশ্বরী। ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী (কালী)। মক্কা + ঈশ্বর = মক্কেশ্বর।

এই সকল স্থলে অকার বা আকারের পর ঈকার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া একার হইল ; একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া একার হয় ; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ঘ) পাহাড় + উপরি = পাহাড়োপরি। শির + উপরি = শিরোপরি।

এই সকল স্থলে অকারের পর উকার আছে। উভয়ে মিলিয়া ওকার হইল ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—অকার বা আকারের পর উকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ঙ) অর্দ্ধ + এক = অর্দ্ধেক ; ক্ষণ + এক = ক্ষণেক ; জন + এক = জনেক ; তিন + এক = তিনেক ; দশ + এক = দশেক ; পাঁচ + এক = পাঁচেক ; দিন + এক = দিনেক ; বার + এক = বারেক ; সের + এক = সেরেক।

এই সকল স্থলে অকারের পর একার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া একার হইয়াছে ; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়াছে।

সূত্র—অকার বা আকারের পর একার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয় স্বরে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিতরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ। দুই+এক=দুয়েক; কুড়ি+এক=কুড়িক; গোটা+এক=গোটাক; শ (শত)+এক=শয়েক।

সমাসমিলিত পদ ভিন্ন অন্যত্রও কদাচিৎ সন্ধি হয়। যথা—

(ছ) অর্থ+এ (বিভক্তি) =অর্থে; মনুষ্য+এ+রা=মনুষ্যেরা; একত্র+ইত=একত্রিত; ইংলণ্ড+ঈয়=ইংলণ্ডীয়।

এই সকল স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের পর বিভক্তি ও প্রত্যয়ের স্বর আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হইয়া পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ণ যুক্ত হইয়াছে।

সূত্র—বিভক্তি ও প্রত্যয়ের স্বর পরে থাকিলে কোন কোন স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(জ) কাঁদ্+না=কান্না; রাঁধ+না=রান্না; মাগ্+না=মাঙ্না।

এই সকল স্থলে ধাতুর 'দ' 'ধ' ও 'গ' বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' আছে; 'দ', 'ধ' ও 'গ' স্থানে যথাক্রমে 'ন' ও 'ঙ' হইল।

সূত্র—ধাতুর অন্তস্থিত বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' থাকিলে দুই এক স্থলে উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

(ঝ) যখন+ই=যখনই, যখনি; তখন+ই=তখনই, তখনি; এখন+ই=এখনই, এখনি; অমন+ই=অমনই, অমনি; তেমন+ই=তেমনই, তেমনি; যেমন+ই=যেমনই, যেমনি; কেমন+ই=কেমনই, কেমনি; এমন+ই=এমনই, এমনি।—এই সকল স্থলে যখন, তখন, এখন, অমন, তেমন, যেমন, কেমন ও এমন পদের উত্তর অব্যয় 'ই' আছে। বিকল্পে ঐ সকল পদের অন্ত্য অকারের লোপ হইয়াছে এবং 'ই'

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়াছে। যখন অন্ত্য অকারের লোপ হয় নাই, তখন সন্ধিও হয় নাই।

সূত্র—অব্যয় 'ই' পরে থাকিলে যখন, তখন, এখন, অমন, যেমন তেমন, কেমন ও এমন—এই কয়টি পদের অন্তস্থিত অকারের বিকল্পে লোপ হয়; 'ই' তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

অম্‌নি, তেম্‌নি ও এম্‌নি প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

সন্ধিনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কতকগুলি শব্দ সূত্র-সহিত প্রদত্ত হইল।

(১) অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অকার + অন্ত = অকারান্ত; শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক; প্রত্যয় + অন্ত = প্রত্যয়ান্ত; স্বর + অন্ত = স্বরান্ত; ব্যঞ্জন + অন্ত = ব্যঞ্জনান্ত; সিংহ + আসন = সিংহাসন; মহা + আশয় = মহাশয়; মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ; দেব + আলয় = দেবালয়; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; ধন + আগার = ধনাগার।

(২) ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ; পৃথিবী + ঈশ্বর = পৃথিবীশ্বর।

(৩) উকার বা ঊকারের পর উকার বা ঊকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঊকার হয়। ঊকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—কটু + উক্তি = কটূক্তি।

(৪) অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র; গণ + ঈশ = গণেশ; মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর।

(৫) অকার বা আকারের পর উকার বা ঊকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয়; এক + ঊনবিংশতি = একোনবিংশতি; মহা + উদয় = মহোদয়; গঙ্গা + উদক = গঙ্গোদক।

(৬) অকার বা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া অর্ হয়; অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। র্ পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা—দেব + ঋষি = দেবর্ষি; মহা + ঋষি = মহর্ষি; রাজা + ঋষি = রাজর্ষি; উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ।

শীত + ঋত = শীতার্ত্ত, ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত্ত—এইরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

(৭) অকার বা আকারের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—জন + এক = জনৈক; পরম + ঐশ্বর্য্য = পরমৈশ্বর্য্য।

(৮) অকার ও আকারের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

(৯) ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। পরের স্বর যকারে যুক্ত হয়। যথা—বিভক্তি + অন্ত = বিভক্ত্যন্ত; অগ্নি + উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত।

(১০) উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা—মধু + অভাব = মধ্বভাব।

(১১) ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়; র্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর রকারে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।

(১২) নিম্নলিখিতরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ;—কুল + অটা = কুলটা, সীম + অন্ত = সীমন্ত (সীঁথি) [সীমান্ত (সীমার শেষ)]; প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়; অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিণী; শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন; অন্য + অন্য = অন্যোন্য (পরস্পর), [অন্যান্য (অপরাপর)]।

(১৩) চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে চ হয়। যথা—সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র; উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

জ বা ঝ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে জ হয়। যথা—সৎ + জন = সজ্জন; বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।

ল পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে ল হয়। যথা—মৎ + লিখিত = মল্লিখিত।

(১৪) হ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে দ্ হয় এবং হ স্থানে ধ হয়। যথা—তদ্ + হিত = তদ্ধিত।

শ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে চ হয় এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা—তদ্ + শ্রবণ—তচ্ছ্রবণ।

(১৫) অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—সম্ + বরণ = সংবরণ; সম্ + বাদ = সংবাদ; কিম্ + বদন্তী = কিংবদন্তী; কিম্ + বা = কিংবা।

[বাঙ্গালায় এবম্বিধ, সম্বরণ, সম্বাদ, কিম্বদন্তী ও কিম্বা এই কয়েকটি পদও দেখা যায়। এরূপ পদ ব্যবহার না করাই ভাল।]

১৬। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ ও হ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—দিক্ + অন্ত = দিগন্ত। দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়। জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর। তৎ + অবধি = তদবধি। জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু। অচ্ + অন্ত = অজন্ত। কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত। সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

১৭। ন বা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথমবর্ণ স্থানে পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা—দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্মণ্ডল। কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র। জগৎ + নাথ = জগন্নাথ।

[ধ পরে থাকিলে ধ্ স্থানে দ্ হয়। যথা—বুধ্ + বোধ = বুদ্বোধ]

১৮। স্বরবর্ণের পর পরপদস্থিত ছ স্থানে চ্ছ হয়। যথা—পর্ব্বত+ছায়া=পর্ব্বত-চ্ছায়া। তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া।

১৯। 'উৎ' উপসর্গের পরস্থিত সংস্কৃত স্থা ধাতু নিষ্পন্ন পদের সকারের লোপ হয়। যথা—উৎ+স্থিত=উত্থিত।

২০। চ বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে 'শ', ট বা ঠ পরে থাকিলে 'ষ' এবং ত বা থ পরে থাকিলে 'স' হয়। যথা—শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ। ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার। মনঃ+তাপ=মনস্তাপ। নিঃ+তেজ=নিস্তেজ।

২১। ক, প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে কখন স, কখন (অর্থাৎ অ আ ভিন্ন স্বরের পর বিসর্গ থাকিলে) ষ হয়। যথা—মনঃ+কামনা=মনস্কামনা। নিঃ+কাম=নিষ্কাম। বাচঃ+পতি=বাচস্পতি। নিঃ+পাপ=নিষ্পাপ। নিঃ+ফল=নিষ্ফল। কোন কোন স্থলে সন্ধি হয় না। যথা—তেজঃ+পুঞ্জ=তেজঃপুঞ্জ।

২২। অকার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ এবং হ পরে থাকিলে অকার ও তৎপরবর্ত্তী বিসর্গ স্থানে ওকার হয়। যথা—অধঃ+গমন=অধোগমন। ততঃ+অধিক=ততোধিক। মনঃ+অভীষ্ট=মনোভীষ্ট। মনঃ+মোহন=মনো-মোহন। মনঃ+হর=মনোহর। বয়ঃ+বৃদ্ধি=বয়োবৃদ্ধি।

২৩। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে 'র' হয়; তবে র-জাত বিসর্গ হইলে অকার ও আকারের পরস্থিত হইলেও র হয়; আর র পরে থাকিলে বিসর্গের স্থানে জাত 'র' লোপ হয়; এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—নিঃ+আকার=নিরাকার। দুঃ+লভ=দুর্ল্লভ। (১) দুঃ+আকাঙ্ক্ষা=দুরাকাঙ্ক্ষা। পুনঃ (পুনর্)+আগত=পুনরাগত। প্রাতঃ (প্রাতর্)+আশ=প্রাতরাশ। নিঃ+রোগ=নীরোগ।

সমাস

১২০। সকল স্থলে সমাস হয় না। প্রয়োগ অনুসারে সমাসের স্থল নির্ণয় করিতে হয়।

সমাসনিষ্পন্ন কতকগুলি বাঙ্গালা পদ নিম্নে দেওয়া গেল।

তৎপুরুষ।

১২১। রেলের গাড়ি—এই দুটি পদ একত্র হইয়া 'রেলগাড়ি' এই একপদ হইয়াছে। এটি সমাসের কার্য্য। এইরূপ বৃটিসদিগের দ্বারা শাসিত=বৃটিসশাসিত। ফুলের বাগান=ফুলবাগান। গোরা বা গোরা-

(১) রেফ যুক্ত হইলে লকারেরও বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।

দের পল্টন = গোরাপল্টন। শ্বশুরের বাড়ী = শ্বশুরবাড়ী। মধুদ্বারা মাখা = মধুমাখা। বিষের দ্বারা পোরা = বিষপোরা। শোষের (কালি শোষণ করিবার) কাগজ = শোষকাগজ। কষ্টির (কষ্টি করিবার) পাথর = কষ্টি-পাথর। মনের দ্বারা গড়া = মনগড়া। গাছে পাকা = গাছপাকা। ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা। আগা হইতে গোড়া = আগাগোড়া। গিনির সোণা = গিনিসোণা। সহরের তলী (পার্শ্ববর্ত্তী স্থান) = সহরতলী। ট্রামের গাড়ি = ট্রামগাড়ি। জেল হইতে খালাসি (খালাস-প্রাপ্ত) = জেল-খালাসি। বিশ হইতে ত্রিশ = বিশ-ত্রিশ। হাজার হইতে বারশত = হাজার বারশত। (১) এইরূপ ইংলণ্ডাধিপতি, বৃটনেশ্বরী, জজআদালত, মৌলবি-বাজার, জেলদারোগা, পুলিসসাহেব, ষ্ট্যাম্পকাগজ, মীনমহাল, সাহেববাগান, চা-বাগান, পটোলক্ষেত, ধানক্ষেত, কামারদোকান, বিষপুঁটুলি, চক্ষুলজ্জা, মনান্তর, রাজাগণ বা রাজগণ, (২) ধনবান্-গৃহ, ভ্রাতাগণ, যুবাগণ, হাত-গড়া, ঘরগড়া, ধর্ম্মাবতার, ঠাকুরঘর, হিন্দুস্থান, কাফ্রিস্থান, গাছতলা, কলাপাতা বা কলাপাত, তালপাতা বা তালপাত, বাঁশপাতা, বামন-পাড়া, কায়স্থপাড়া, ধোবাপাড়া, বাজারমহল, দাসীমহল, পুকুরঘাট, কুয়া-তলা, ময়রাপটি, শাঁখারীপটি, নৌকাপথ, ঠাকুরপুত্র, (ঠাকুরপো), ঠাকুর-ঝি, মৌচাক, বানরনাচ, ভালুকনাচ, গোলাবপাশ, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্ত, মিশনারিগণ, বাজারগুজব, গাল-গল্প, টেঁকঘড়ি, কামানগর্জ্জন, বন্দুক-শব্দ, বিলাত-ফেরত, গালা-ঘুষা (গালের বা মুখের ঘুষা অর্থাৎ ঘোষণা),

---

(১) বিশত্রিশ টাকার প্রয়োজন হয়, দিব। হাজার-বারশত টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) এই সমাসে রাজা শব্দ পরে থাকিলে রাজার অন্তস্থিত আকার স্থানে নিত্য অকার হয়। যথা—রুষরাজ, জাপানরাজ।

অন্নের দাতা = অন্নদাতা, প্রজাদিগের পালক = প্রজাপালক, যে ক্ষণ = যখন, সে ক্ষণ = তখন।

১২২। এইরূপ সমাসে প্রায়ই পরবর্ত্তী পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়। ইহার নাম তৎপুরুষ।

সূত্র—তৎপুরুষ সমাস প্রায়ই দুটি পদে হইয়া থাকে। দুটিই বিশেষ্য, পরস্পর অন্বিত ও বিভিন্নপ্রকার। সমাসনিষ্পন্ন পদ বিশেষ্য হইয়া থাকে। এই সমাসে প্রায়ই পরবর্ত্তী পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়। যথা—ঠাকুরের পুত্র = ঠাকুরপুত্র। এখানে ঠাকুরের ও পুত্র—এই দুই পদের পরস্পর অন্বয় আছে। দুটিই বিশেষ্য। পদ দুটি বিভিন্ন-প্রকার—অর্থাৎ ঠাকুরের সম্বন্ধ পদ; এবং পুত্র নামপদ। সমাস-নিষ্পন্ন ঠাকুর-পুত্র পদটিও বিশেষ্য এবং পুত্রকেই প্রধানরূপে বুঝাইতেছে।

কুলিদের (জন্য) আপিস = কুলিআপিস। গোরাদের (জন্য) বাজার = গোরাবাজার। (বিঘ্ন) শান্তির (জন্য) স্বস্ত্যয়ন = শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। হিন্দু-দের (পড়িবার) কলেজ = হিন্দুকলেজ। মেয়েদের (পড়িবার) স্কুল = মেয়েস্কুল। আউসের (উপযুক্ত) জমি = আউসজমি। ঘোড়ার দ্বারা (চালিত) গাড়ি = ঘোড়গাড়ি। পায়ের দ্বারা (চালিত) গাড়ি = পা-গাড়ি। টানা দ্বারা (চালিত) পাখা = টানাপাখা। ডাক (বহিবার) গাড়ি = ডাকগাড়ি। হাতের দ্বারা (ধৃত বা ক্ষিপ্ত) সূতা = হাতসূতা। জলে (মাছের ন্যায়) জীয়ন্ত = জলজীয়ন্ত। ঘির সহিত (পাক করা) ভাত = ঘিভাত। ঘৃতের সহিত (পক্ক) অন্ন = ঘৃতান্ন। পলের অর্থাৎ মাংসের সহিত (পক্ক) অন্ন = পলান্ন। জলে (পক্ক) সাগু = জলসাগু। জলে (পক্ক) বার্লি = জলবার্লি। দুধে (মিশান) সাগু = দুধসাগু। বিষের (নাশক) পাথর = বিষপাথর। গন্ধের (বিক্রয়ী) বণিক = গন্ধবণিক। ভাবের অর্থাৎ ধাত্বর্থের (বোধক) বিশেষ্য = ভাববিশেষ্য। খ্রীষ্ট দ্বারা (প্রচারিত)

ধর্ম্ম = খৃষ্টধর্ম্ম। শ্রী দ্বারা (যুক্ত) রবীন্দ্রনাথ = শ্রীরবীন্দ্রনাথ। এই সকল স্থলে 'জন্য', 'পড়িবার', 'উপযুক্ত', 'চালিত', 'বহিবার' প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী পদগুলির লোপ হইয়াছে।

১২৩। এইরূপ সমাসকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে। এইরূপ ইংরাজ-বাজার, ফিরিঙ্গিবাজার, পানবাজার, চটকল, হাতপাখা, রান্নাঘর, ফটো-গ্রাফচিত্র, মৌমাছি, মালগাড়ি, নীলকুঠি, রেশমকুঠি, সংস্কৃতকালেজ, টিকিটঘর, গোলামঘণ্ট, সুবর্ণবণিক, পানিফল, পানকল, বরফজল, মাইল-পাথর, এঞ্জিনগাড়ি, মহম্মদ-ধর্ম্ম, গোলাপজল প্রভৃতি পদগুলিও মধ্য-পদলোপী সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সময় (উপযুক্ত বা ভাল সময়) নয় = অসময়। কেজো (কাজের উপযুক্ত) নয় অকেজো। সচ্ছল নয় = অসচ্ছল। কাজ (ভাল কাজ) নয় = অকাজ।

এই সকল স্থলে নিষেধার্থক অব্যয়ের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহাকে নিষেধতৎপুরুষ বলে।

এই সকল স্থলে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে নয় (বা না) অব্যয় স্থানে 'অ' হইয়াছে। স্বরবর্ণের পূর্ব্বে নয় বা না স্থানে অন্ হয়। যথা—অনটন (১)। কদাচিৎ আ হয়। যথা—আলক্ষ্মী, আকাল (২), আভাঙ্গা, আকাচা আঘাটা।

কোন কোন স্থলে নয় বা না অব্যয় স্থানে বে হয়। যথা—বে-দল।

কর্ম্মধারয় সমাস। (৩)

১২৪। দয়াল প্রভু = দয়ালপ্রভু। ঠাকুর (অর্থাৎ পূজনীয়) দাদা = ঠাকুরদাদা। ঠাকুর কাকা = ঠাকুরকাকা। স্ব দল = স্বদল। দুই দিক = দুদিক। (৪) নব নূর (আলোক) = নবনূর। কালা পল্টন = কালাপল্টন।

---

(১) অন্য সমাসেও ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের পূর্ব্বে 'না' ও 'নয়' স্থানে অ ও অন হয়। যথা—অবুঝ, অটুট, অহংকার।

(২) সংস্কৃত সমস্ত পদ 'অকাল' ও বাঙ্গালা সমস্ত পদ 'আকাল'—এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে।

(৩) পাণিনি মতে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত।

(৪) সমাস হইলে 'দুই' শব্দের 'ই' সময়ে সময়ে লোপ হয়। যথা—দুশ, দুহাজার,

এই সকল স্থানে বিশেষণ ও বিশেষ্যপদ সমাসের দ্বারা এক পদ হইয়াছে। এইরূপ সমাসের নাম কর্ম্মধারয়।

১২৫। সূত্র—বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস অথবা অভেদসম্বন্ধে একার্থবোধক দুই পদের (১) যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়।

১২৬। কর্ম্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে বিশেষণের পর-নিপাত হয়, কোন কোন স্থলে হয় না। যথা—এক জন=জনেক। এক ক্ষণ ক্ষণেক। এক খানা=খানেক। এক বার=বারেক। এক মাস=মাসেক। এক সের=সেরেক। রাজা ইংরাজ=ইংরাজরাজ। বীর মারহাট্টা=মারহাট্টাবীর। বীর রাজপুত=রাজপুতবীর। তিন বছর বছরতিন। বার বৎসর=বৎসরবার। বিশেষ লোক=লোকবিশেষ। বিশেষ সময়=সময়বিশেষ। প্রভু গৌরাঙ্গ=গৌরাঙ্গপ্রভু। প্রভু নিত্যানন্দ=নিত্যানন্দপ্রভু। ভাজা মাছ=মাছভাজা। পোড়া মাছ=মাছ-পোড়া। সিদ্ধ আলু=আলুসিদ্ধ। পড়া তেল=তেলপড়া। বাটা হরিদ্রা হরিদ্রাবাটা। ঠাকুর (পূজনীয়) পিতা=পিতাঠাকুর। এইরূপ মাতা-ঠাকুরাণী, দাদাবাবু, দিদিবাবু, ব্রাহ্মণঠাকুর, ঘোষালঠাকুর, ডেপুটিবাবু, বাবুমহাশয়, দাদামহাশয়, খুড়ামহাশয়, ঘোষমহাশয়, গাঙ্গুলিমহাশয়, ঠাকুরমহাশয়, কালেক্টরসাহেব, খাঁসাহেব, রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর, কাশুহাজারি। কোন কোন স্থলে 'দুই' স্থানে 'দো' হয়। যথা—দোচালা, দোমালা। কখন বিকল্পে হয়। যথা—দোটানা, দুটানা।

প্রত্যয়-পরেও কচিৎ বিকল্পে 'দো' হয়, এবং 'ই' লোপ হয়। যথা—দোহারা, দুহারা।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দুয়ের অধিক পদেও এই সমাস হয়। যথা—যে সৎ, সেই চিৎ, সেই আনন্দ=সচ্চিদানন্দ।

নগো-বাব,। বাজাঘড়ি, পেটাঘড়ি, ছোটলাট, বড়লাট, বড়লাটসাহেব, জজসাহেব, কালেক্টরসাহেব, খাসমহল, চৌকিদারিটেক্স।

১২৭। দুই বিশেষ্য পদের অথবা দুই বিশেষণ পদের কর্ম্মধারয় সমাস; যথা—সাহেব-লোক, ইংরাজ-লোক, যাদুমণি, সর্ব্বস্বধন, চালাক-চতুর, কাঁচাপাকা, কাঁচামিঠে।

১২৮। সমাস করিলে বিশেষণ 'মহৎ' শব্দের স্থানে মহা হয়। যথা—মহৎ গোল = মহাগোল (১)। এইরূপ মহাবটা, মহাধুম, মহাকাণ্ডকারখানা, মহারাণী, মহারাজা, মহারাজাবাহাদুর। (২)

১২৯। নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।—মন্দ কর্ম্ম = অকর্ম্ম,; মন্দ মানুষ = অমানুষ; মন্দ কাজ = অকাজ; অন্য মাঠ = মাঠান্তর। এইরূপ মনান্তর, দেশান্তর, ফুলান্তর (৩)। এক শত = একশ, শতখানেক, শখানেক। এক হাজার = হাজারখানেক। এক গোটা = গোটাক। দুই শত = দুশ। অন্য নাম = বেনাম। মন্দ সুর = বেসুর। এইরূপ বেগতিক, বেবন্দোবস্ত।

উপমিত ও রূপক সমাস।

১৩০। চাঁদের ন্যায় মুখ = চাঁদমুখ; পদ্মের ন্যায় মুখ = পদ্মমুখ। পাল্কির ন্যায় গাড়ি = পাল্কিগাড়ি। এই সকল স্থলে উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাস হইয়াছে এবং উপমেয় পদে উপমানের সাদৃশ্য বুঝা-

---

(১) মহা একটা গোল উঠিল; মহা এক বিপদ উপস্থিত—এইরূপ স্থলে মহাগোল ও মহাবিপদ একটি একটি পদ; পদের মধ্যে 'একটা' ও 'এক' বসিয়াছে। এ সকল নিপাতনে সিদ্ধ। 'একটা' ও 'এক' যথাক্রমে 'মহাগোল' ও 'মহাবিপদ' পদের বিশেষণ।

(২) মহারাজাবাহাদুরের অসুস্থতা ও তন্নিবন্ধন অনুপস্থিতিতে সভা দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

(৩) 'ফুল ছেড়ে ফুলান্তরে প্রজাপতি যায়।
ডানা তুলে ডানা ফেলে নাচে মৃদু বায়॥'

ইতেছে। এইরূপ সমাসকে উপমিত সমাস বলে। (১) এইরূপ চাঁদ-বদন, বকধার্ম্মিক, গজের (দাঁতের) ন্যায় দাঁত = গজদাঁত, চন্দ্রের ন্যায় পুলি (নারিকেলাদি নির্ম্মিত পিঠা) = চন্দ্রপুলি, ফুলের ন্যায় (সুন্দর) বাবু = ফুলবাবু, ফুলের ন্যায় (কোমল) কুমারী = ফুলকুমারী—প্রভৃতিও উপমিতসমাসসিদ্ধ।

১৩১। ডাঙ্গা রূপ পথ = ডাঙ্গাপথ; গাঙ রূপ পথ = গাঙপথ; জল রূপ পথ = জলপথ; বদন রূপ চাঁদ = বদনচাঁদ; বাবাই (পুত্রাদিই) জীবন = বাবাজীবন। এইরূপ গোঁসাইগোবিন্দ। এই সকল স্থলে উপমান ও উপমেয়ে অভেদকল্পনা হইয়াছে। এইরূপ সমাসকে রূপক সমাস বলে।

বহুব্রীহি।

১৩২। সম (সমান) বয়স যাদের = সমবয়সি, সমবয়স, সমবয়স্ক। এই স্থলে সমান ও বয়স শব্দে সমাস হইয়াছে। কিন্তু সমাসনিষ্পন্ন পদগুলি সমানবয়সের লোকদিগকে বুঝাইতেছে। এইরূপ সমাসের নাম বহুব্রীহি।

সূত্র—যে সকল পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদ যদি তৎপদ-বাচ্য অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তবে ঐ সমাসকে বহুব্রীহি বলে। এই সমাসনিষ্পন্ন পদ বিশেষণ।

---

(১) যাহার সহিত কোন পদের তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহার তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় বলে। উপমান ও উপমেয়ের সমাসকে উপমিত ও রূপক সমাস বলে। সাধারণ-ধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলেই এই সমাস হয়।

যেখানে উপমেয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, সেখানে উপমিত সমাস এবং উপমান ও উপমেয়ে অভেদকল্পনা হইলে রূপক সমাস হয়। উপমিত ও রূপক সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হইয়া থাকে। উপমিত সমাসে উপমানকে এবং রূপকে উপমেয়কে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

চাঁদের ন্যায় মুখ যার = চাঁদমুখ ; চাঁদের ন্যায় বদন যার = চাঁদবদনী ; নীল বরণ যার = নীলবরণ (স্ত্রী—নীলবরণী) ; হত (মন্দ) ভাগ (ভাগ্য) যার = হতভাগা ; রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যার = শ্বাসরুদ্ধ, রুদ্ধশ্বাস ; উত্তম আশা (হইয়াছিল) যাহা হইতে = উত্তমাশা (অন্তরীপ) ; কাল পাণি (জল) যেখানে = কালাপাণি ; দশ বছর (বয়স) যার = দশবছরে, দশবছুরে ; আট হাত (পরিমাণ) যার = আটহাতি (কাপড়) ; বিশ গজ (পরিমাণ) যার = বিশগজি, বিশগজা ; (১) এক মণ পরিমাণ যার = একমণি (পাথর) ; (এক) আনা কম যাহার = আনাকম (এক টাকা) ; তিন সের পরিমাণ যার = তিনসের (চাউল) ; এইরূপ পাঁচগাড়ি (ইট) : তিনজাহাজ (লোক) ; দশনৌকা (ধান্য) ; আটভরি (সোণা) , চারিবহর (কাঠ) ; সাতডোঙ্গা (চাউল) ; ছাব্বিশ-ইঞ্চি (ছাতি) ; ছয়নম্বর (বাটী) । তিন মোহানার মিলন যেখানে = তে-মোহানি ; চারি রাস্তার মিলন যেখানে = চৌরাস্তা । চারি (রাস্তার) মাথার মিলন যেখানে = চৌমাথা ; তিন পায়া যার = তেপায়া, সেপায়া, ছেপায়া , তিন কাটি যাহাতে আছে = তেকাটা ; এইরূপ দুনলা, দুনলি ; দুমুখ, দুমুখো ; তিন শিরা আছে যাহাতে = তেশিরা, তেশিরে ; আট মাসে জন্মিয়াছে যে = আটাসে ; আট মাস (বয়স) যার = আটমেসে । গঙ্গার জলে (শপথ করে) যে = গঙ্গাজলে , গঙ্গার জলে (করা যায়) যাহা = গঙ্গাজলি (শপথ) ; অন্তর্ (মধ্যে) জলের (করা যায়) যাহা = অন্তর্জলি ; পূর্ণ হইয়াছে কলা যার = পূর্ণকলা, পূর্ণকল (চন্দ্র) ; ষোল কলা যার = ষোল-কলা । (২) এইরূপ অল্পবয়সি, অল্পবয়স, অল্পবয়স্ক ; ধিকজীবন, ধিকজীবনে ; একুশ-আঙ্গুলে ; হাতভাঙ্গা ; ছন্ন মতি

---

(১) কেহ কেহ এই সকল পদ দ্বিগু-সমাস-সিদ্ধ বলেন। বাঙ্গালায় দ্বিগু সমাসের অস্তিত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

(২) 'চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।'

যার = মতিচ্ছন্ন। অল্পায়ু বা অল্পেয়ে ; বিড়ালচখো, বিড়ালচক্ষু ; উঁচুকপাল, উঁচু-কপালে ; নাক-কাটা ; পেট-মোটা ; ছড়ি-হাতে ; বই-হাতে ; চসমা-নাকে ; কালামুখ ; কটাচখো, কটাচোখো ; তেচখো ; নামকাটা ; কপাল-পোড়া ; গালের (মুখের) ঘোষ (ঘোষণা) আছে যাহাতে = গালাঘুষা, গাল-ঘুষো ; কাণে যাহার (ঘোষ) ঘোষণা হয় অথবা কাণে ঘোষণা হয় যাহাতে = কাণাঘুষা, কাণাঘুষো ; চড়া-মেজাজ ; কড়া-মেজাজ ; বদ-মেজাজ, বদ-মেজাজি ; কমল-আঁখি। (১) কাপড়ে মোড়া যাহা = কাপড়মোড়া ; গলায়-দড়ে ; সুতাবাঁধা ; জটাবিভূষিণী (২) ; বদ গন্ধ যার = বদগন্ধ ; শুচিবাই, শুচিবেয়ে ; দেখন-হাসি ; হীরা-বসান (অঙ্গুরীয়) ; ডায়মনকাটা (বালা) ; সাতনরি ; চতুর্দ্দোলা, চৌদোলা। লাঠিতে লাঠিতে (যুদ্ধ) = লাঠালাঠি। এইরূপ হাতাহাতি ; চুলোচুলি। (৩)

১৩৩। কড়ি নাই যার = নিকড়ে ; বুঝ নাই যার = অবুঝ ; সুমার (পরিমাণ) নাই যার = অশুমার ; তাল (হিসাব) নাই যার বা যাহাতে = বেতাল, বেতালা ; হিসাব নাই যার = বেহিসাবি ; হায়া (লজ্জা) নাই যার = বেহায়া ; এইরূপ বেহেড, বে-আড়া। ছাড়ে না যে = নাছোড় ; টুটে না যাহ অটুট ; ভুল নাই যাহাতে = নির্ভুল। নাড়ী (নাড়ীজ্ঞান) নাই যার = আনাড়ী। মন্দ সুর যাহার = বেসুর ; অন্য দলে যে আছে = বেদল ; মন্দ চাল যার = বেচাল। এই সকল পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

উপপদ সমাস।

১৩৪। মনকে লোভযুক্ত করে যে = মনোলোভা ; গাড়ি পাল্কি চড়ে যে = গাড়ি-পাল্কি-চড়া (লোক) ; লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে = লক্ষ্মীছাড়া ;

(১) 'সংবর ওরূপ ও কমল-আঁখি।'
(২) 'নাগিনী-জড়িত জটাবিভূষিণী।'
(৩) যুদ্ধ বুঝাইলে এইরূপ সমাস হয়।

ঔষধ মাড়া যায় যাহাতে = ঔষধমাড়া (খল) ; গাছ কাটা যায় যাহার দ্বারা = গাছকাটা (অস্ত্র) ; দার দ্বারা কাটা হইয়াছে যাহা = দা-কাটা (তামাক) ; আধ্ (অর্দ্ধ) ফুটিয়াছে যাহা = আধফোটা। এই সকল স্থলেও যে যে পদে সমাস হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য পদকে প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। তবে প্রভেদের মধ্যে—এই সকল স্থলে উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হইয়াছে। (১) ইহাকে উপপদ সমাস বলে।

প্রাণভরা, আধপোড়া, গালভরা, বর্ণচোরা, মন-মজান, ছেলে-ধরা, ঘরভাঙ্গা, জঙ্গলকাটা, জঙ্গলকাটি (প্রজা), ঘরপোড়া, ধামাধরা, সাঁজ-ঘুমানী, পুকুরকাটা (মজুর), পায়পড়া (লোক), গায়পড়া (লোক), জলছেঁচা, ঘরবাঁধা, বইবাঁধা, শালকাঠা, কাপড়কাচা, হাঁড়িগড়া, ইটগড়া, পাঁঠাকাটা (খড়্গ), ভুঁইফোঁড়, হাতচালা, ঢালাইকরা (২) কলাই-করা (ডেক), চুলছাটা (নাপিত), লুচিভাজা (ব্রাহ্মণ), লুচিভাজা (ঘৃত), লুচিভাজা (কড়া ও উনান), মাখনতোলা (দুধ), জলবেচা (পয়সা), মোটবওয়া (ধন), কাটনাকাটা (কড়ি ও বুড়ী) প্রভৃতি পদও উপপদ সমাস দ্বারা সিদ্ধ।

দ্বন্দ্ব সমাস।

১৩৫। পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; বাপ ও মা = বাপমা ; মা ও বাপ = মাবাপ ; ভাই ও ভগিনী = ভাইভগিনী ; দিবা ও রাত্রি = দিবা-রাত্রি। নাম ও ধাম = নামধাম ; হাট ও বাজার = হাটবাজার ; মাছ

---

(১) যেসকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম উপপদ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল কৃদন্তপদের উপপদ ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না—সেই সকল কৃদন্তপদের উপপদের সহিত সমাসকে উপপদ সমাস বলে। সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে এই সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত।

(২) 'হেল্থ ভাল চিরকাল ঢালাই-করা ছাঁচ।'

ও তরকারি = মাছতরকারি ; দাস ও দাসী = দাসদাসী ; ঠাকুর ও ঠাকুরাণী (ঠাকরুণ) = ঠাকুরঠাকুরাণী (ঠাকরুণ)। এই সকল স্থলে দুই বিশেষ্যপদে সমাস হইয়াছে ; দুই পদেরই অর্থ সমানরূপে বুঝাইতেছে। এই সমাসের নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

সূত্র—যে সমাসের দ্বারা দুটি বিশেষ্য পদ মিলিয়া একপদ হয় এবং দুই পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। (১)

১৩৬। বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত দুই বিশেষণ পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। পদগুলির মধ্যে যথাযোগ্য সংযোজক অব্যয় বসাইয়া এই সমাসে ব্যাসবাক্য গঠন করিতে হয়। যথা—রাম ও সীতা = রামসীতা ; সীতা ও রাম = সীতারাম ; গঙ্গা ও যমুনা = গঙ্গাযমুনা ; কাণা ও খোঁড়া = কাণাখোঁড়া ; গাড়ি ও পাল্কি = গাড়িপাল্কি ; ছেলে ও মেয়ে, অথবা ছেলে বা মেয়ে = ছেলেমেয়ে। (২) কেনাবেচা ; আদানপ্রদান ; ভাল বা মন্দ = ভালমন্দ ; ন্যূন বা অধিক = ন্যূনাধিক ; কম বা বেশি = কমবেশি, কমিবেশি, কমবেশ ; হাওলাত বা বরাত = হাওলাতবরাত ; লাভ বা অলাভ = লাভালাভ ; দিন ও রাত্রি (রাত) অথবা দিন বা রাত্রি (রাত) = দিনরাত্রি, দিনরাত ; দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্রি ; গোটাক বা দুটা = গোটাকদুটা।

---

(১) বাঙ্গালায় দুয়ের অধিক পদের দ্বন্দ্বসমাস অল্পই দেখা যায়।

(২) ছেলেমেয়েগুলিকে যত্ন করিও—এই বাক্যে ছেলেগুলি ও মেয়েগুলি = ছেলেমেয়েগুলি। 'ছেলেমেয়ে যাহা হউক, একটা হলেই বাঁচি'—এই বাক্যে ছেলে বা মেয়ে = ছেলেমেয়ে। এইরূপ—'তিনি গাড়ি-পাল্‌কি চড়িয়া বেড়ান'। গাড়ি-পাল্কি (গাড়ি বা পাল্‌কি) যাহাই হউক, এক খানা আন।' এইরূপ স্থলে দুই পদেরই অর্থ সমান রূপে না বুঝাইলেও প্রধান অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া দুই পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে—মনে করিয়া লইতে হইবে।

নিম্নলিখিত পদগুলিও দ্বন্দ্বসমাস দ্বারা সিদ্ধ ;—

গাড়িঘোড়া, সোদর-সোদরা, কইমাগুর, ঘোলমেঠা, ইট্‌সুরকি, চূণসুরকি, বৌ-ঝি, বৌ-বেটা, হরগৌরী, পথঘাট, রাজা-প্রজা, গুরু-পুরোহিত, গুরুপুরুত, শ্বশুরজামাই, বাপ্‌-বেটা, জলকাদা, দিবানিশি, অহর্নিশি ও অহর্নিশ (১), মালাচন্দন, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ (২) দোলদুর্গোৎসব, নামধাম, কড়াক্রান্তি ; পিঠাপায়স, মশামাছি, চুয়াচন্দন, দইদুধক্ষীরসর।

অব্যয়ীভাব।

১৩৭। ঘরে ঘরে=প্রতিঘর, ঘরপ্রতি ; লোকে লোকে=প্রতিলোক, লোকপ্রতি, লোকপিছু ; জনে জনে=প্রতিজন, জনপ্রতি, জনপিছু ; কথার সদৃশ=উপকথা ; হীন দেবতা=উপদেবতা। এই সকল স্থলে সমাসনিষ্পন্ন পদে অব্যয় আছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। এই সমাসের নাম অব্যয়ীভাব।

সূত্র—যে সমাসে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং সমাস-নিষ্পন্ন পদে অব্যয় থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

নিম্নলিখিত পদগুলি অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন ;—মণে মণে=প্রতিমণ, মণপ্রতি, মণপিছু ; ঘণ্টায় ঘণ্টায়=প্রতিঘণ্টা, ঘণ্টাপ্রতি, ঘণ্টাপিছু ; ঘাটে ঘাটে=প্রতিঘাট ; জেলায় জেলায়=প্রতিজেলা ; দোকানে দোকানে=প্রতিদোকান ; অস্থির=সদৃশ উপাস্থি ; ইচ্ছা অনুসারে=যথেচ্ছা ; সুখের অভাব=অসুখ, বিসুখ ; মিলের অভাব=অমিল, বেমিল, গরমিল ; ভাতের অভাব=হাভাত ; প্রত্যাশার অভাব=হাপ্রত্যাশ। আদায়ের অভাব=অনাদায়, গরাদায়, গর-আদায়। বন্দোবস্তের অভাব=বেবন্দোবস্ত।

---

(১) 'কেবল আমার সনে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

(২) কুটুম্ব ও সাক্ষাৎ (যাহাদের সহিত সর্ব্বদা দেখা হয়)=কুটুম্বসাক্ষাৎ।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত পদসমষ্টিগুলি বাঙ্গালায় একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন পদের সমষ্টি হইলেও বাঙ্গালায় উহাদিগকে সমাসনিষ্পন্ন বলিতে হইবে। যথা—সারাৎসার (সার হইতেও সার) সংস্কৃতে দুটি স্বতন্ত্র পদ, কিন্তু বাঙ্গালায় একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় এটি তৎপুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন। এইরূপ পর (শ্রেষ্ঠ) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ)=পরাৎপর; যৎ (যাহা হইতে) পর (শ্রেষ্ঠ) নাস্তি (নাই)= যৎপরোনাস্তি।

নিম্নলিখিতরূপ স্থলসমূহে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাপদ বাঙ্গালা সমাসের দ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—'উৎপাদিকাশক্তি-বলে'; 'পরমপূজনীয়া-শ্রীমতীমাতা-ঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেষু', 'পরমপূজনীয়-শ্রীযুক্ত বনমালীশাস্ত্রীপিতা-ঠাকুর-মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু'।

সমাসনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

তৎপুরুষ।

চির [কাল] ব্যাপিয়া সুখী=চিরসুখী; পুনঃ (আবার) উক্তি=পুনরুক্তি; গঙ্গাকে প্রাপ্ত=গঙ্গাপ্রাপ্ত; পদ দ্বারা আঘাত=পদাঘাত; বাল্মীকি (কর্তৃক) রচিত=বাল্মীকিরচিত; আমার কর্তৃক লিখিত=মল্লিখিত; পিতা (কর্তৃক) দত্ত= পিতৃদত্ত। এইরূপ মাতৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, রাজদত্ত। মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন=মেঘাচ্ছন্ন; শ্রী দ্বারা যুক্ত=শ্রীযুক্ত; এইরূপ শ্রীযুত, জলসিক্ত, শিরোধার্য্য (শিরঃ+ধার্য্য) লোকের নিমিত্ত হিতকর=লোকহিতকর; জন্ম অবধি অন্ধ=জন্মান্ধ, ব্যাঘ্র হইতে ভয়= ব্যাঘ্রভয়; রাজ্য হইতে চ্যুত=রাজ্যচ্যুত; পদ হইতে চ্যুত=পদচ্যুত; উত্তর (পর) হইতে উত্তর (পর)=উত্তরোত্তর; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়=প্রাণপ্রিয়; গঙ্গার জল=গঙ্গাজল; হস্তের অঙ্গুলি=হস্তাঙ্গুলি; হংসের ডিম্ব=হংসডিম্ব (১); বিশ্বের

---

(১) বার্ত্তিককার বলেন—কুক্কুটীপ্রভৃতি পদের অণ্ডাদিপদের সহিত সমাস হইলে পুংবদ্ভাব অর্থাৎ অন্তস্থিত স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হইয়া কুক্কুটাণ্ড প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু মহাভাষ্যকারমতে কুক্কুটের অণ্ড=কুক্কুটাণ্ড; কুক্কুট শব্দে কুক্কুটজাতি; সুতরাং কুক্কুটপদদ্বারা কুক্কুটীও বুঝিতে হইবে। এইরূপ ছাগদুগ্ধ; হংসডিম্ব।

মিত্র=বিশ্বামিত্র ; ভ্রাতার গণ=ভ্রাতৃগণ ; ভ্রাতার পুত্র=ভ্রাতৃস্পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র ; (১) বাচ্ (বাক্) তাহার পতি=বাচস্পতি (১) ধাতুর অর্থ=ধাত্বর্থ; মাতার শাপ=মাতৃশাপ ; হস্তীর দন্ত=হস্তিদন্ত ; গুণীর গণ=গুণিগণ ; রাজার গণ=রাজগণ ; বিদ্যুতের আলোক=বিদ্যুদালোক ; পথের রাজা (প্রধান)=রাজপথ ; বিদেহের রাজা=বিদেহরাজ ; জগতের ঈশ্বর=জগদীশ্বর ; রাজার ধানী (বাসস্থান)=রাজধানী ; রাত্রির অর্দ্ধ=অর্দ্ধরাত্র ; রাত্রির মধ্য=মধ্যরাত্র ; অহঃ অর্থাৎ দিবস, তাহার মধ্য=মধ্যাহ্ন ; এইরূপ পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন ; শ্বঃ অর্থাৎ আগামী কল্য, তাহার পর (দিন)=পরশ্ব ; পিতাতে (পিতার প্রতি) ভক্তি=পিতৃভক্তি ; এইরূপ মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ; রৌদ্রে পক্ব=রৌদ্রপক্ব ; ভঙ্গে=প্রবণ=ভঙ্গপ্রবণ ; নরের মধ্যে অধম=নরাধম ; পুরুষের মধ্যে অধম=পুরুষাধম ; পুরুষের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম ; আমিষ নয়=নিরামিষ ; অতি দূর নয়=নাতিদূর, অনতিদূর ; কাল (শুদ্ধ কাল) নয়=অকাল ; এইরূপ অনুচিত, অনাচার, অধীর, অস্থির ; অতি শীতোষ্ণ নয়=নাতিশীতোষ্ণ।

উপপদ ;—কুম্ভ করে যে=কুম্ভকার ; গৃহে থাকে যে=গৃহস্থ ; জলে চরে যে=জলচর ; প্রভা করে যে=প্রভাকর ; পঙ্কে জন্মে যাহা=পঙ্কজ ; মনে জন্মে যে=মনসিজ ; খে (আকাশে) চরে যে—খেচর ; বিমৃষ্য (বিবেচনা করিয়া) কাজ করে যে=বিমৃষ্যকারী, (বিমৃষ্যকারী নয়=অবিমৃষ্যকারী) ; কিছু করে যাহা (কোন কাজে লাগে)=কিঞ্চিৎকর (কিঞ্চিৎকর নয়—অকিঞ্চিৎকর)। ভূতে (ভূমির উপর) চরে যে=ভূচর।

নাই কিঞ্চন (কিছু) যাহার=অকিঞ্চন ; নাই কুতঃ (কোথায় বা কোথা হইতে) ভয় যাহার=অকুতোভয়। (এই পদগুলি পাণিনিমতে তৎপুরুষ-সমাসসিদ্ধ।

কর্ম্মধারয়।

পরম ঈশ্বর=পরমেশ্বর ; গুণী জন=গুণিজন ; ক্ষুদ্রা নদী=ক্ষুদ্রনদী ; মহান্ (২) দেশ=মহাদেশ ; মহৎ নগর=মহানগর ; মহতী রাজ্ঞী=মহারাজ্ঞী ; রাজা অথচ ঋষি=রাজর্ষি ; দেব অথচ ঋষি=দেবর্ষি ; (প্রথমে), সুপ্ত পরে উত্থিত=সুপ্তোত্থিত ; সমান জাতি=সজাতি ; কুৎসিত পুরুষ=কাপুরুষ ; কু

---

(১) সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে অলুক সমাস ; কারণ সমাস হইলেও প্রথম পদের বিভক্তির লোপ হয় নাই।

(২) সংস্কৃতে মহৎ শব্দের পুংলিঙ্গে 'মহান্' হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিয়া মহতী হয়।

আচার=কদাচার; হৃষ্ট অথচ পুষ্ট=হৃষ্টপুষ্ট; জীবন্ (জীবিত) হইয়াও মৃত—জীবন্মৃত; পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ=পণ্ডিতমূর্খ। (এই সকল স্থলে প্রকৃত ব্যাস বাক্য—যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট ইত্যাদি)। এইরূপ শীতোষ্ণ; মৃদুমন্দ; মহান্ রাজা=মহারাজ; দশ অহঃ=দশাহ; পুণ্য অহঃ=পুণ্যাহ; অবশ্যম্ (নিশ্চয়) ভাবী—অবশ্যম্ভাবী; এক অধিক দশ=একাদশ; ষট্ অধিক দশ=ষোড়শ; ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম=ঘনশ্যাম; শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত; নবনীতের ন্যায় কোমল=নবনীতকোমল; জ্ঞানরূপ আলোক=জ্ঞানালোক; শোকরূপ অনল=শোকানল; অধর রূপ পল্লব=অধরপল্লব।

দ্বিগু।

যে সমাসে পূর্ব্বপদ সংখ্যাবাচক হয় এবং তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ-পরে বা যেখানে সমাহার অর্থ বুঝায়, সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে সেই সমাসের নাম দ্বিগু। যথা—পঞ্চহস্ত প্রমাণ যার=পঞ্চহস্ত-প্রমাণ। এখানে প্রমাণ এই উত্তরপদ পরে পঞ্চ ও হস্ত এই দুই পদের দ্বিগু সমাস হইল। পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী; ত্রি (তিন) লোকের সমাহার=ত্রিলোকী; ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার=ত্রিভুবন। এইরূপ ত্রিজগৎ, চতুষ্পথ, পঞ্চপাত্র, সপ্তাহ, নবরত্ন, শতাব্দী, চতুষ্পদী। (১)

বহুব্রীহি।

সু (সুন্দর) শীল (স্বভাব) যাহার=সুশীল। সু বোধ যাহার=সুবোধ; শীর্ণ কলেবর যাহার=শীর্ণকলেবর; অসতী বুদ্ধি যাহার=অসদ্‌বুদ্ধি। জিত ইন্দ্রিয় যাহার কর্ত্তৃক=জিতেন্দ্রিয়; মহান্ আশয় যাহার=মহাশয়; অন্যবিষয়ে মন যাহার=অন্যমনস্ক; নাই অর্থ যাহার (বা যাহাতে)=অনর্থক; স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান যে=সস্ত্রীক; এইরূপ সদয়; বিনয় পূর্ব্বে আছে যাহাতে=বিনয়পূর্ব্বক; এইরূপ প্রণামপূর্ব্বক, বলপূর্ব্বক; প্রণাম পুরঃসর যাহাতে=প্রণামপুরঃসর; এইরূপ বিনয়সহকারে; সমান গোত্র যাহার=সগোত্র; এইরূপ সপিণ্ড, সহোদর, সোদর; সমান পতি যাহার=সপত্নী; স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার=স্থিরপ্রতিজ্ঞ; ঊর্ণা নাভিতে যাহার=ঊর্ণনাভ; সু (ভাল) গন্ধ যাহার=সুগন্ধি (পুষ্প), সুগন্ধ (বায়ু)। [যেখানে গন্ধ নিজের, দ্রব্যান্তরের নহে, সেখানে সুগন্ধি হইবে]। (২) পদ্মের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার=পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ; সু (ভাল) হৃৎ (হৃদয়) যাহার=সুহৃদ; পাপে মতি যাহার=

(১) চতুষ্পদী, ত্রিপদী, শতপদী, একপাদ, দ্বিপাদ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারেও বহুব্রীহি সমাসেও সিদ্ধ।

(২) কোন মতে 'সুগন্ধি' বায়ু এবং 'সুগন্ধ' বায়ু—উভয়ই সিদ্ধ। এইরূপ দুর্গন্ধি, দুর্গন্ধ।

পাপমতি ; আদি নাই যাহার = অনাদি ; অন্ত নাই যাহার = অনন্ত ; জ্ঞান নাই যাহার = অজ্ঞান ; চেতনা নাই যাহার = অচেতন ; ধন নাই যাহার = নির্ধন ; দ্বিতীয় নাই যাহার = অদ্বিতীয় ; দিক্ অম্বর যাহার = দিগম্বর ; বিভক্তি অন্তে যাহার = বিভক্ত্যন্ত ; কৃৎ অন্তে যাহার = কৃদন্ত ; এইরূপ প্রত্যয়ান্ত ; কর্ত্তা বাচ্য যাহাতে = কর্ত্তৃবাচ্য ; কর্ম্ম বাচ্য যাহাতে = কর্ম্মবাচ্য ; ভাব (ধাত্বর্থ) বাচ্য যাহাতে = ভাববাচ্য ; শুষ্ক কণ্ঠ ও অধর যাহার = শুষ্ককণ্ঠাধর ; আরক্ত নয়ন যাহার = আরক্ত-নয়ন ; কৃত (লব্ধ) হইয়াছে বিদ্যা যাহার কর্ত্তৃক = কৃতবিদ্য (লব্ধবিদ্য) ; এইরূপ কৃতাঞ্জলি, কৃতকর্ম্মা (১) ; অন্য (বিষয়ে) মন নাই যাহার = অনন্যমনা ; কুৎসিত আকার যাহার = কদাকার ; এইরূপ কদাচার ; সদা গতি যাহার = সদাগতি ; ত্রি (তিন) পদ (কবিতার চরণ) যাহাতে = ত্রিপদী ; এইরূপ চতুষ্পদী : চতুর্ (চারি) পদ যাহার = চতুষ্পদ ; চতুর্ ভুজ যাহার = চতুর্ভুজ ; এইরূপ ত্রিভুজ, দশভুজা, পঞ্চানন, দশানন ; সম (সমান) শীতোষ্ণ (শীত ও উষ্ণ) যে খানে = সমশীতোষ্ণ ; অতি (অধিক) শীতোষ্ণ নয় যেখানে = নাতিশীতোষ্ণ ; নাই পাপ যাহার বা যাহাতে = নিষ্পাপ, অপাপ ; নাই আমিষ যাহাতে = নিরামিষ ; চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার = চন্দ্র-মুখ ; সিংহের ন্যায় বিক্রম যাহার = সিংহবিক্রম ; পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার পুণ্ডরীকাক্ষ ; প্রোষিত (বিদেশগত) ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর) = প্রোষিতভর্ত্তৃকা ; নদী মাতা যাহার (যে দেশের) = নদীমাতৃক।

দ্বন্দ্ব।

ফল ও পুষ্প = ফলপুষ্প ; পান ও ভোজন = পানভোজন ; খাদ্য ও অখাদ্য = খাদ্যা-খাদ্য : পশু ও পক্ষী ও কীট ও পতঙ্গ = পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ ; দেব ও অসুর = দেবা-সুর (এইরূপ সুরাসুর) ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম = ধর্ম্মাধর্ম্ম ; পাপ ও পুণ্য = পাপপুণ্য ; হিত ও অহিত = হিতাহিত ; সৎ ও অসৎ = সদসৎ ; কৃত ও অকৃত = কৃতাকৃত ; অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র ; দিন ও যামিনী = দিনযামিনী ; গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য ; মাতা ও পিতা = মাতাপিতা ; বধূ ও বর = বধূবর ; জায়া ও পতি = দম্পতি ; স্ত্রী ও পুরুষ = স্ত্রীপুরুষ ; শত্রু ও মিত্র = শত্রুমিত্র ; ভীম ও অর্জ্জুন = ভীমার্জ্জুন ; কুশ ও লব = কুশীলব ; কায় ও মনঃ ও বাক্য = কায়মনোবাক্য ; শীত ও উষ্ণ = শীতোষ্ণ।

অব্যয়ীভাব।

[সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমীপস্থতা, সাদৃশ্য, পৌনঃপুন্য, অভাব, অতিক্রম না করা (অনুসারে), পর্য্যন্ত, বাহির (অগোচরতা), যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব

---

(১) চলিত কথায় করিত-কর্ম্মা।

সমাস হয়।) যথা—কূলের সমীপে=উপকূল ; অক্ষির সমীপে=প্রত্যক্ষ, সমক্ষ ; গঙ্গার সমীপে=অনুগঙ্গ ; দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ ; বনের সদৃশ=উপবন। দিনে দিনে=প্রতিদিন, অনুদিন। ক্ষণে ক্ষণে=প্রতিক্ষণ, অনুক্ষণ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে=প্রতিমুহূর্ত্ত। বিঘ্নের অভাব=নির্ব্বিঘ্ন। আপদের অভাব=নিরাপদ। পাপের অভাব=অপাপ। ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ। জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞান অনুসারে)=যথাজ্ঞান। এইরূপ যথাবিধি, যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথেচ্ছ, যথেষ্ট। কণ্ঠ পর্য্যন্ত=আকণ্ঠ। এইরূপ আজানু, আসমুদ্র। জীবন পর্য্যন্ত=যাবজ্জীবন। অক্ষির পর (বাহির)=পরোক্ষ। রূপের যোগ্য=অনুরূপ। আত্মাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয়=অধ্যাত্ম। পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত=আপাদমস্তক। আদ্য হইতে উপান্ত (শেষ) পর্য্যন্ত=আদ্যোপান্ত।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষা হইতেও কতকগুলি সমাসনিষ্পন্ন পদ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রদত্ত হইল। মুন্সির দপ্তর (১)=মুন্সিদপ্তর। এইরূপ নাজিরদপ্তর (২), দেওয়ানদপ্তর। নবাবমহাল ; খাস (নিজ অধিকারভুক্ত) মহাল=খাসমহাল। এইরূপ খাসখামার ; ইজারা (দেওয়া) মহাল=ইজারামহাল। নবাববাহাদুর, খাঁবাহাদুর, মৌলবিসাহেব। রাজির নামা (লিখন)=রাজিনামা। এইরূপ ওকালতনামা, মোক্তারনামা, আমমোক্তারনামা। খাসের জমা=খাসজমা। জমা ও খরচ=জমাখরচ। বদ (মন্দ) হজম=বদহজম। হক নয়=নাহক। এইরূপ নামঞ্জুর। রাইটিংএর (লিখিবার) বাক্স=রাইটিংবাক্স। এইরূপ রাইটিংটেবিল, রাইটিংডেস্ক। মেলের (ডাকের) ট্রেন=মেলট্রেন। পোষ্টের (ডাকের) আপিস্=পোষ্টাপিস্। এইরূপ টেলি-গ্রাফআপিস্, রেলওয়ে-আপিস্ ; টেক্স (আদায়ের) আপিস্=টেক্স-আপিস্। এইরূপ রোড্‌সেস্-আপিস্। পোষ্টের মাষ্টার (কর্ত্তা)=পোষ্টমাষ্টার। এইরূপ টেলিগ্রাফমাষ্টার, ষ্টেসনমাষ্টার, টিকিটমাষ্টার। স্কুলের মাষ্টার (শিক্ষক)=স্কুলমাষ্টার ; স্কুলের ইনস্পেক্টর=স্কুল ইনস্পেক্টর ; পুলিষের ইনস্পেক্টর=পুলিষইনস্পেক্টর ; পোষ্টের (ডাকের) কার্ড=পোষ্টকার্ড ; ষ্ট্যাম্পের ভেণ্ডার (বিক্রেতা)=ষ্ট্যাম্পভেণ্ডার, কেনালের পার্শ্বস্থিত রোড=কেনালরোড। কুইনাইনের মিক্শ্চার (মিশ্র)=কুইনাইন-মিক্শ্চার। ক্যাষ্টরের (রেড়ির) অয়েল=ক্যাষ্টারঅয়েল। ষ্টিলের (ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত) পেন=ষ্টিলপেন। আয়রনের (লৌহদ্বারা নির্ম্মিত) চেষ্ট=আয়রন্-চেষ্ট। উডের (কাষ্ঠের

---

(১) দপ্তর=(পারসি) দফ্‌তর=কাছারির কাগজ পত্র। বাঙ্গালায় সাধারণ কাগজ পত্রের পুঁটুলি এবং কার্য্যালয় বুঝায়।

(২) নজর=দৃষ্টি ; নাজির=যে দৃষ্টি রাখে অর্থাৎ পরিদর্শক ; তাহার দপ্তর (আপিস)।

অর্থাৎ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত) পেন্সিল = উডপেন্সিল। উলের (পশমের অর্থাৎ পশম দ্বারা নির্ম্মিত) ষ্টকিং = উলষ্টকিং। ক্যাশের (টাকার অর্থাৎ টাকা রাখিবার) বাক্স = ক্যাশ-বাক্স। শ্লেটের (শ্লেটে লিখিবার) পেন্‌সিল = শ্লেটপেন্সিল। কলেরার (নাশক) পিল = কলেরাপিল। ফিবরের (জ্বরের [নাশক] মিক্‌শ্চার = ফিবরমিক্‌শ্চার। প্রেসের (অর্থাৎ ছাপাখানার চালক) মান (লোক) = প্রেসমান। মাজিষ্ট্রেরের ডেপুটি (সহকারী) = ডেপুটিমাজিষ্ট্রার। এইরূপ ডেপুটিকালেক্টর, ডেপুটি ইনস্পেক্টর। জজের অধীন = সবজজ। এইরূপ সবইনস্পেক্টর, সবপোষ্টআপিস, সবপোষ্টমাষ্টার। গবর্ণমেণ্টের হাউস (বাটী) = গবর্ণমেণ্টহাউস। টেবিল ও চেয়ার = টেবিলচেয়ার। বাট ও বল = বাটবল। ফুট (পদ) দ্বারা (চালিত হয়) বল (গোলা) যাহাতে = ফুটবল; সোডা মিশান ওয়াটার (জল) = সোডাওয়াটার। মাজিষ্ট্রার অথচ কালেক্টর—মাজিষ্ট্রার-কালেক্টর। রেলওয়ে, ফার্ষ্টক্লাস, মিশনস্কুল, পবলিক্‌সেস্, হাইস্কুল, হাইকোর্ট, ওয়েষ্টকোট, নেকলেস। আলি (উচ্চ) মেজাজ (স্বভাব) যার—আলিমেজাজ; এইরূপ বদ-মেজাজ, বদমেজাজি; বেআন্দাজ; বেআকেল; দিল (হৃদয়) দরিয়ার (সমুদ্রের) ন্যায় (প্রশস্ত) যাহার—দিলদরিয়া; দিল (হৃদয়) দরাজ (প্রশস্ত) যাহার—দিলদরাজ। চশম্ (চক্ষু, দৃষ্টি) খোর (যে খাইয়াছে)—চশম্‌খোর (যাহার চক্ষুলজ্জা নাই)। নিমকহারাম (অকৃতজ্ঞ); নাস্তানাবুদ (বিনষ্ট); নিমরাজি (অর্দ্ধ স্বীকার); বদ (মন্দ) মাশ (জীবিকা) যাহার = বদমাশ, বদমাইস; রাজি নয় যে—নারাজ; চারা (উপায়) নাই যার = নাচার, বেচারা; হাজির নয় যে = গরহাজির। মালের সহিত যে = বমাল; এইরূপ বকলম।

পুনরুক্তি।

১৩৮। লোকজন, জমিজমা, ঘরবাড়ী, ঘরদ্বার, কোটাভিটা, টাকাকড়ি, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি পদগুলি সমাসনিষ্পন্ন হইলেও পুনরুক্তি-গঠিত মাত্র।

পাড়াপড়শী (পাড়ার পড়শী অর্থাৎ প্রতিবেশী) প্রভৃতি পদে অর্থগত পুনরুক্তি থাকিলেও ঐগুলি তৎপুরুষসমাসনিষ্পন্ন।

তদ্ধিত প্রত্যয়।

১৩৯। কতকগুলি শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় হয়। প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইয়া এক একটি নূতন শব্দ উৎপন্ন করে। তাহাদের উত্তর বিভক্তিযোগ হয়। এই সকল প্রত্যয়ের সাধারণ নাম তদ্ধিত।

তদ্ধিতপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি পদ বিশেষ্য; কতকগুলি—বিশেষণ। আবার এই সকল তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ অন্যতদ্ধিতযোগে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়া থাকে। বিশেষ্য যথা—চাদানি, মাঝিগিরি, পণ্ডিতি, মাষ্টারি। বিশেষণ যথা—পত্তনি, 'আদায়ি, পোষাকি। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ যথা—চাদানি + ওয়ালা = চাদানিওয়ালা। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য যথা—পত্তনিদার + ই = পত্তনিদারি।

১৪০। তদ্ধিত প্রত্যয় অনেক; সাধারণতঃ বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির ব্যবহার দেখা যায়।

১৪১। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

১৪২। যে যে শব্দের উত্তর যে যে প্রত্যয় হয় তাহা প্রয়োগ অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়।

(ক) একাধিক সংখ্যা বুঝাইতে শব্দের উত্তর 'গুলি' 'গুলা' ও 'দিগর' প্রত্যয় হয়। যথা—শিশুগুলি, গাছগুলা, গরুগুলা, কাঠগুলা, হিন্দুদিগের। এই সকল প্রত্যয় বহুবচনের অর্থ বুঝায়। সাধারণতঃ অনাদর বুঝাইলে 'গুলা' এবং অন্যত্র 'গুলি' প্রত্যয় হয়। তবে স্নেহ ও আদর বুঝাইতেও কোন কোন স্থলে 'গুলা' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়। অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর প্রায়ই দিগর প্রত্যয় হয় না। (১)

(খ) উৎপন্ন, সম্বন্ধীয়, আগত—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে 'ঈয়' প্রত্যয় হয়। যথা—ভারতে উৎপন্ন বা ভারত সম্বন্ধীয়—ভারতীয়। এইরূপ দেশ—দেশীয়, ইউরোপ—ইউরোপীয়, ইংলণ্ড—ইংলণ্ডীয়, রোম—রোমীয়, খৃষ্ট—খৃষ্টীয়।

---

(১) 'দিগর' একটি পারসি শব্দ; বাঙ্গালায় প্রত্যয়বৎ ব্যবহার হইতেছে।

(গ) উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, নির্দ্দিষ্ট, দক্ষ ইত্যাদি অর্থে এবং ভাব, পদ, কার্য্য, জীবিকা ইত্যাদি বুঝাইতে 'ই' প্রত্যয় হয়। (১) যথা—হিন্দুস্থানে উৎপন্ন বা হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয়—হিন্দুস্থানি ; এইরূপ নেপালি, মণিপুরি, আরবি, কাবুলি, বর্ম্মি, বেহারি, বাঙ্গালি, বিলাতি, কাশ্মীরি ; চালান-সম্বন্ধীয়—চালানি (কাজ) ; মানোয়ার (যুদ্ধজাহাজ) সম্বন্ধীয় বা তাহা হইতে আগত—মানোয়ারি (গোরা) ; সরকার (রাজা, প্রভু বা সর্ব্বসাধারণ) সম্বন্ধীয়—সরকারি ; পত্তন—পত্তনি (তালুক বা সত্ত্ব) ; মোগল সম্বন্ধীয়—মোগলাই ; নালিশে নির্দ্দিষ্ট—নালিশি ; নিলামের জন্য নির্দ্দিষ্ট—নিলামি (জমি)। এইরূপ পোশাকি। ঢাকায় উৎপন্ন বা ঢাকা হইতে আগত—ঢাকাই ; এইরূপ পাটনাই, বোম্বাই। সুদে খাটান যায়—সুদি (টাকা) ; হিসাব করিয়া চলে—হিসাবি ; রেশমে নির্ম্মিত—রেশমি ; এইরূপ পশমি, সূতি। পণ্ডিতের কার্য্য, ব্যবসায় বা পদ—পণ্ডিতি ; এই-রূপ মাষ্টারি, কবিরাজি, উকিলি, পেস্কারি, দেওয়ানি, নায়েবি, কারকুনি, ডাক্তারি, মজুরি, কোচমানি, চাকরি। মুন্সেফের পদ, কার্য্য বা আদালত বা তৎসম্বন্ধীয়—মুন্সেফি ; নবাবের ভাব, কার্য্য বা পদ—নবাবি ; সাহেবের ভাব—সাহেবি ; এইরূপ আমিরি, বাহাদুরি, শয়তানি, চালাকি। ভার (অধিক) আছে যার—ভারি ; এইরূপ রাগি, দামি ; ভার বহে যে—ভারি। জমিদারের ভাব, কার্য্য বা সম্পত্তি, অথবা তৎসম্বন্ধীয়—জমিদারি ; এইরূপ তালুকদারি, পত্তনিদারি, গাঁতিদারি। বাদশাহ বা বাদশা সম্বন্ধীয়, অথবা তাঁহার কার্য্য, ভাব বা রাজ্য—বাদশাহি, বাদশাই। বড়ুর ভাব—বড়াই ; বামনের ভাব—বামনাই ; ঢোল যাহার জীবিকা—ঢুলি ; এইরূপ ঢাকি, দোকানি। ভাণ্ডার বা ভাঁড়ার যাহার জীবিকা বা অধিকৃত—

(১) এই 'ই' প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়।

ভাণ্ডারি বা ভাঁড়ারি। চোর কর্ত্তৃক অপহৃত—চোরাই। বদলে গৃহীত—বদলি। জাহাজ সম্বন্ধীয়—জাহাজি ; দরকার—দরকারি ; দাগ যাহার বা যাহাতে আছে—দাগি। সাফ (নির্দ্দোষ) হইবার জন্য ব্যবহৃত—সাফাই।

দেশ—দেশি (ও দিশি), মুসলমান—মুসলমানি (১)

(ঘ) জীবিকা অর্থে ও প্রকার অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'রি' প্রত্যয় হয়। যথা—ভিখারি, জুয়ারি, মাঝারি, পূজারি।

(ঙ) পরিমাণ ও পরিণাম অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'সই' প্রত্যয় হয়। যথা—বুকসই, গলাসই, মাথাসই, জলসই, মাটিসই।

(চ) পরিমাণ, ক্ষণ ও সময় বুঝাইতে 'মাত্র' প্রত্যয় হয়। যথা—গুঁড়ামাত্র, একফোঁটামাত্র, একঘণ্টামাত্র, এইমাত্র, বলিবামাত্র, বলামাত্র।

(ছ) যে যুদ্ধ করে তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন অস্ত্রবাচক শব্দের উত্তর 'ন্দাজ' প্রত্যয় হয়। যথা—তীরন্দাজ, গোলন্দাজ।

(জ) ব্যাপিয়া থাকা, পূর্ণতা ও আবরণ অর্থে 'ময়' ও 'হায়' প্রত্যয় হয়। যথা—ঘরময়, রাজ্যময়, দেশময়, দেশহায়, মুলুকময়, মুলুকহায় এইরূপ গ্রামহায়, বাঙ্গালাহায়, বিলময়, রাস্তাময়, পথময়, বাড়ীময়, আগুনময়, জলময়, জলস্ময় (২) কাদাময়।

বহুত্ব বুঝাইতে সময়ে সময়ে 'হায়' প্রত্যয় হয়। যথা—প্রজাহায় (৩)

(ঝ) সর্ব্বনাম যাহা, তাহা, ইহা, উহা ও কি শব্দের উত্তর সময় অর্থে 'বে' ও 'খন' প্রত্যয় হয় ; স্থান অর্থে 'থা' ; পরিমাণ অর্থে 'ত' এবং প্রকার অর্থে 'মন' প্রত্যয় হয়। যথা—

যাহা—যখন, যবে, যথা, যত, যেমন।

---

(১) (ক) চিহ্নিত 'ই' প্রত্যয় দেখ।

(২) 'জলে জলস্ময়, হবে ত্রিভুবন, তখন এ সংসার কোথায় রবে।'—হেমচন্দ্র।

(৩) ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহা—তখন, তবে, তথা, তত, তেমন।

ইহা—এখন, এবে, এথা, (হেথা, হেতা) এত, এমন।

উহা—অখন, ওথা (হোথা, হোতা) (১) অত, অমন।

কি—কখন, কবে, কোথা, কত (কয়), কেমন।

'খন' 'বে' ও 'থা' প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদগুলি বিশেষ্য; 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়। যথা—এত লোক, কত টাকা। 'কত এল, কত গেল, নাহি লেখা জোকা।' গোটা কত। 'কয়' পদটি বিশেষণ। যেমন-প্রভৃতির স্থানে 'যেমত,' 'তেমত' (সেমত), 'এমত' পদও হয়। নব্য লেখকেরা এরূপ পদ বড় ব্যবহার করেন না।

(ঞ) খণ্ড বা নির্দ্দেশ বুঝাইতে অথবা স্বার্থে—'খানি' ও অনাদরে 'খানা'; 'টি' ও অনাদরে 'টা'; 'গাছি' ও অনাদরে 'গাছা'; এবং 'ছড়া' প্রত্যয় হয়। যথা—গহনাখানি, কতখানি, কয়খানি, মোহরটি, টাকাটা, একটি, একটা, দুটি, এটি, ওটি, (২) ততটা, চুলগাছি, দড়িগাছা, এতগাছি, এতগাছা, চেনছড়া, হারছড়াটা।

ব্যবহার অনুসারে এই সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ-স্থল নির্ণয় করিতে হয়। কোন কোন স্থলে 'টি'-প্রত্যয় অল্পতা ও রম্যতার আভাস দেয়। আদর ও গৌরব বুঝাইতে কখন কখন 'টা' ও 'খানা' প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—মুখখানা বড়ই সুন্দর।

---

(১) হেথা, হেতা, হোথা, হোতা—চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়। লিখিত ভাষায় এই সকল পদের ব্যবহার দেখা যায় না।

(২) প্রাদেশিক ভাষায় দুইটি, এইটি, ওইটি, দুইটা, এইটা, ওইটা চলে। দেশ বিশেষে 'টা' ও 'টি'—'ডা' ও 'ডি'র ন্যায় উচ্চারিত হয়।

উকারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' স্থানে বিকল্পে 'টো' হয়। যথা—ছুটা, ছুটো; বউটা, বউটো; লাউটা, লাউটো।

চলিত কথায় সময়ে সময়ে 'গাছার' স্থানে 'গাছ' ও 'খানার' স্থানে 'খান' হয়। যথা—মুখখানা, মুখখান। (১)

(ট) অল্পতা অর্থে সময়ে সময়ে 'টুকু' প্রত্যয় হয়। যথা—জলটুকু, জমিটুকু, বুদ্ধিটুকু।

চলিত কথায় 'টুকু' স্থানে 'টুক্' এবং দেশবিশেষে 'টুকি'ও বলে।

(ঠ) যে করে বা যাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে, এবং আসক্ত, উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—খোসামদ যে করে = খোসামুদে; অহঙ্কার যার আছে = অহঙ্কেরে। এইরূপ দেমাকে, কাপুড়ে, (২) কাগুচে বা কাগজে, বাগানে, লড়াইয়ে বা লড়ায়ে, তামাকে, ফলারে। শান্তিপুরে উৎপন্ন বা তথা হইতে আগত বা শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় = শান্তিপুরে (কাপড়, ব্রাহ্মণ বা কথা)। এইরূপ কটকে (কটুকি); বর্দ্ধমানে (বর্দ্ধমেনে); মেদনীপুরে, ভবানীপুরে, ঘাটালে, উত্তরে (উত্তুরে), দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, সহরে (সহুরে)। ছাগলের ব্যবসায়ী = ছাগলে, ছাগুলে। এইরূপ জেলে। হাভাত যাহার আছে = হাভাতে। পাথরে নির্ম্মিত = পাথুরে, পাথরে। [১০২ পৃষ্ঠার (ফ) দেখ।]

সেইরূপ করে বা দেখায়, এই অর্থে কতকগুলি অব্যয়ের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—চড়চড়ে (রৌদ্র), ছটফটে (ছেলে), টনটনে (খাঁটি সোণা), থুকথুকে (মুখখানি)। এই সকল প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ।

---

(১) সেখান, যেখান, এখান প্রভৃতি এই প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন নহে। এই সকল শব্দে 'খান' স্থান শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(২) যাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য অধিক। (কাপুড়ে বাবু)

কেহ কেহ 'এ' স্থানে 'ইয়া' লেখেন। যথা—জেলে—জেলিয়া, ফলারে—ফলারিয়া।

(ড) আসক্ত বুঝাইতে 'খোর' প্রত্যয় হয়। যথা—মিষ্টখোর, নেশাখোর।

(চ) ব্যবসায়ী, অধিকারী, অধিবাসী, সম্বন্ধীয়, আগত, পটু বুঝাইতে অথবা যে ব্যক্তি কোন কাজ করে বা জীবিকা অর্জ্জন করে, থাকে, অথবা যাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'ওয়ালা', 'ও' 'ড়া' 'ড়ে' এবং 'রে' প্রত্যয় হয়। যথা—চাউলের ব্যবসায়ী=চাউল-ওয়ালা। এইরূপ সন্দেশওয়ালা, ফুলওয়ালী, ভুনাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, শালওয়ালা। বাড়ীর অধিকারী=বাড়ীওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, পাল্কী-ওয়ালা। টেক্স আদায়ের কাজ যে করে=টেক্সওয়ালা, এইরূপ ডাক-ওয়ালা, আপিসওয়ালা। বাক্সে দ্রব্য লইয়া যে ব্যবসায় করে=বাক্স-ওয়ালা। পাওনা যাহার আছে=পাওনাওয়ালা। পাহারার কাজ যে করে=পাহারাওয়ালা; বলিবার অধিকার যাহার আছে বা বলিতে যে পটু=বল্‌নেওয়ালা। মাছের ব্যবসায়ী=মাছওয়ালা, মেছো; গাছে উঠিতে বা গাছ কাটিতে যে পটু=গেঁছো বা গাছুড়ে, বন সম্বন্ধীয় বা বনের অধিবাসী=বুনো (কাঠ বা লোক); যে জাঁক করে=জেঁকো; যে (সর্ব্বদা) ঘরে থাকে=ঘরো; বাত যার আছে=বেতো; সাথে (সঙ্গে) যে যায়=সেথো। সাপ ধরিতে পটু=সাপুড়ে। ঘাস কাটিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন করে=ঘেসেড়া। (১) (পরের) ভাত খাইয়া যে বেঁচে থাকে=ভাতুড়ে, ভেতো। কাঠ কাটিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন

---

(১) বহু-অর্থেও 'ড়া' প্রত্যয় হয়, তখন সময়ে সময়ে শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা—গাছড়া, গাছ-গাছড়া; রাজারাজড়া।

করে=কাঠুরে; হাটে (ব্যবসায় করিয়া) যে জীবিকা অর্জ্জন করে=হাটুরে। বাসায় (ঠিকা বাসস্থানে) যে থাকে=বাসাড়ে।

কেহ কেহ অন্তস্থিত 'এ' ও 'ও' স্থানে 'ইয়া' ও 'উয়া' বলেন। যথা—সাপুড়িয়া, মেছুয়া।

(ণ) আধার বা পাত্র অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'দান' বা 'দানি' প্রত্যয় হয়। যথা—ফুলের আধার বা পাত্র=ফুলদান বা ফুলদানি, এইরূপ আতরদান বা আতরদানি; চাদান বা চাদানি; কলমদান বা কলমদানি; পিকদান বা পিকদানি; চুরটদান বা চুরটদানি।

(ত) ভাব ও কার্য্য বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'মি,' 'ম,' 'আলি,' 'গিরি,' 'পনা,' 'আনা' ও 'আনি' প্রত্যয় হয় (১)। যথা—মি ও ম—বোকার ভাব=বোকামি, বোকাম। এইরূপ দুষ্টমি, দুষ্টম (দুষ্টামি, দুষ্টাম)। নষ্টম, নষ্টমি (নষ্টাম, নষ্টামি)। ছেলেমি,ছেলেম। জেঠামি, জেঠাম। পাকামি, পাকাম। পাগলামি, পাগলাম। 'লি'—চতুরের ভাব বা কর্ম্ম =চতুরালি; এইরূপ গৃহস্থালি, ঘটকালি, ঠাকুরালি, মিতালি।

'গিরি'—কেরাণির কাজ=কেরাণিগিরি; এইরূপ গুরুগিরি, গুরু-মহাশয়গিরি, দারোগাগিরি, (দারোগগিরি) মুন্সিগিরি, দপ্তরিগিরি, পিয়াদাগিরি, বাবুগিরি, মাঝিগিরি, মুহুরিগিরি।

এই অর্থে জজ্ শব্দের উত্তর 'ইয়তি' প্রত্যয় হয়। যথা—জজিয়তি।

'পনা'—ধূর্ত্তের ভাব=ধূর্ত্তপনা; গুণীর ভাব=গুণপনা। এইরূপ গৃহিনীপনা, গিন্নীপনা।

'আনা ও আনি'—বাবুর ভাব=বাবু-আনা; হিন্দুর কাজ=হিন্দুআনি (হিঁদু-আনি); এইরূপ সাহেবিআনা, বিবিআনা। 'বাবুয়ানা', 'হিন্দুয়ানি' প্রভৃতি 'য়' সংযুক্ত পদেরও প্রয়োগ আছে।

---

(১) এইরূপ অর্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয় হয়। (গ) সূত্র দেখ।

(থ) আজি (ও আজ্), কালি (ও কাল্) এবং অন্য কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ান্ত পদ প্রায়ই অধিকরণ ও সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কচিৎ অন্য কারকেও দেখা যায়। যথা—আজিকে, আজ্‌কে; কালিকে, কাল্‌কে; আজিকার, কালিকার, আজ্ হইতে, আজ্‌কে হইতে, সবাকার, তখনকার, সেখানকার। যথা—'আজিকার দিনে ভাই, না যেয়ো দূর'। ঘরকে যাই—এরূপ পদ পশ্চিম বঙ্গে চলে। 'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্।'—(রবীন্দ্রনাথ)।

(দ) স্বার্থে, পূরণার্থে এবং যুক্ত ও সদৃশ অর্থে 'লা' প্রত্যয় হয়। যথা—একলা, দোকলা, (১) নওলা (নয়টী চিহ্নবিশিষ্ট); এইরূপ দওলা। পাতলা অর্থাৎ পাতের সদৃশ। ছাদলা অর্থাৎ ছাদের সদৃশ। এইরূপ মেঘলা।

(ধ) যাহার আছে এই অর্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'আল' প্রত্যয় হয়। যথা—তেজ যাহার আছে = তেজাল; এইরূপ জাঁকাল, জমকাল, জোরাল, দুধাল (গরু), ধারাল (ছুরি), শাঁসাল, সারাল (কাঠ)। অন্য অর্থেও কচিৎ এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—গোলের ন্যায় = গোলাল; মাথার স্বরূপ বা যে মাথা উচ্চ করিয়া আছে = মাথাল। দাঁত (অস্ত্রস্বরূপ) যার আছে = দাঁতাল।

এই অর্থে কচিৎ 'ঈ' প্রত্যয়ও হয়। যথা,—তেজী।

এই অর্থে ও অন্যান্য অর্থে "এল" ও 'ল' প্রত্যয়। যথা,—শিঙেল। (অধিক) গাঁজা খায় যে = গেঁজেল। হাতের সদৃশ = হাতল।

(ন) কার্য্যালয় বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'খানা' প্রত্যয় হয়। যথা—কামারখানা, জেলখানা, ডাক্তারখানা।

এই প্রত্যয় (ঞ) সূত্র লিখিত 'খানা' প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র।

---

(১) দোকলা প্রায়ই একলা শব্দের সঙ্গে থাকে। দোকলার 'ক' (প্রত্যয়) স্বার্থে হইয়াছে।

(প) ঈষদর্থে ও তুল্যার্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'টে' ও 'পানা' প্রত্যয় হয়। যথা—রোগাটে, রোগাপানা; জলপানা, রাঙাপানা। ক্বচিৎ অন্য অর্থেও 'টে' প্রত্যয় হয়। যথা,—ভাড়ার বাড়ীতে যে থাকে = ভাড়াটে।

(ফ) মাসের দিন বুঝাইতে পূরণার্থে পাঁচ অবধি আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয় এবং উনিশ ও তাহার অধিক সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—পাঁচই, ছয়ই, আঠারই; উনিশে, বিশে, একুশে, ত্রিশে। (১)

(ব) প্রতি অর্থে 'কে' ও 'করা' প্রত্যয় হয়। যথা—হাজারকে, শতকে; শতকরা, মণকরা, সেরকরা।

(ভ) যাহার আছে—তাহাকে বুঝাইতে 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয় হয়। যথা—ভাগ্যবন্ত; লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত; বলবন্ত; শ্রীমন্ত।

(ম) প্রাপ্ত বা কৃত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—চমক - চমকিত; একত্র—একত্রিত।

(য) স্বার্থে এবং সংযোগ বা ব্যবহার অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় হয়। যথা—নাম—নামতা; লোক—লোকতা; নুণ. লবণ—নোনতা, লোনতা।

(র) আবৃত্তি বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'হারা' প্রত্যয় হয়। যথা—একহারা, দুহারা (দোহারা), তেহারা, দশহারা।

---

(১) পয়লা, দোসরা, তেসরা, ও চৌঠা—এই চারিটি শব্দ হিন্দি ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মাসের দিন ভিন্ন অন্য স্থলে সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দই (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ) ব্যবহার হয়। ইংরাজি ফাষ্ট বা ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড বা সেকেন, থার্ড ও ফোর্থ—এই চারিটিরও ব্যবহার আছে। যথা—থার্ড ক্লাসের গাড়ি; 'রাষ্ট্র জুড়ে ফাষ্ট খ্যাতি, ডঙ্কা-মারা নাম।' (হেমচন্দ্র)।

(ল) যাহার অধিক আছে, তাহাকে বুঝাইতে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'উক্ প্রত্যয় হয়। যথা—লাজুক, পেটুক, মিথ্যুক।

(শ) অন্যোন্য অর্থে সময়ে সময়ে 'যি' প্রত্যয় হয়; য ইৎ যায় এবং শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা—ঘরাঘরি, চোখোচোখি, কাণাকাণি, পাতাপাতি, কোলাকুলি, গলাগলি, দলাদলি, হাতাহাতি। (হাতাহাতি কাজটা সারিয়া লও)। (১)

(ষ) থাকা অর্থে 'উ' প্রত্যয়। যথা—ঢাল যাহাতে আছে=ঢালু; নীচে বা নীচ (নিম্ন) হইয়া যাহা আছে=নীচু। এইরূপ উচ্চ=উঁচু।

(স) সদৃশ, বিশিষ্ট, পূর্ণ, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'আ' প্রত্যয়। হাত—হাতা (হাতের সদৃশ); রোগ—রোগা (রোগবিশিষ্ট); জল—জলা (জলে পূর্ণ); ভাত—ভাতা (ভাত-সম্বন্ধীয়)। এইরূপ চালা (ঘর)।

(হ) নির্ম্মিত, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'রা' প্রত্যয়। কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত—কাঠরা; ভাগসম্বন্ধীয়—ভাগরা (ধান্য)।

(ক্ষ) স্ত্রীপ্রত্যয়—ঈ ও নী;—১০ পৃষ্ঠা দেখ।

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি চলিত শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) অপত্য অর্থে 'ষ্ণ' 'ষ্ণ্য' 'ষ্ণিয়' 'ষ্ণেয়' 'ষ্ণায়ণ' প্রত্যয়। পৃথা+ষ্ণ=পার্থ (পৃথার পুত্র); পুত্র+ষ্ণ=পৌত্র; দুহিতা+ষ্ণ=দৌহিত্র; মনু+ষ্ণ=মানব; ভৃগু+ষ্ণ=ভার্গব; বসুদেব+ষ্ণ=বাসুদেব; দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি; অদিতি+ষ্ণ্য=আদিত্য; দিতি+ষ্ণ্য=দৈত্য; দনু+ষ্ণ=দানব; বিমাতা+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়; ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়। নর+ষ্ণায়ণ=নারায়ণ।

অন্য অর্থে ঐ সকল প্রত্যয়। যথা—কায়+ষ্ণিক=কায়িক (কায় দ্বারা কৃত); শরীর+ষ্ণিক=শারীরিক; মনঃ+ষ্ণিক=মানসিক; বচন+ষ্ণিক=বাচনিক;

---

(১) যেখানে হাতাহাতি (যুদ্ধ) বাধিয়াছে—এরূপ স্থলে হাতাহাতি বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন এবং অন্যান্য সমাস নিষ্পন্ন পদের ন্যায় নিপাতনে সিদ্ধ।

কল্পনা+ষ্ণিক=কাল্পনিক; বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক (বেদ যিনি জানেন); তর্ক+ষ্ণিক=তার্কিক; পৃথিবী+ষ্ণ=পার্থিব; ব্রহ্মন+ষ্ণ=ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মার অপত্য), ব্রাহ্ম (ব্রহ্মের ভক্ত); অতিথি+ষ্ণেয়=আতিথেয়; ত্রৈরাশি+ষ্ণিক=ত্রৈরাশিক; বহুরাশি+ষ্ণিক=বহুরাশিক। এইরূপ প্রাথমিক। দ্বার+ষ্ণিক=দৌবারিক; সম্রাজ্ (বাঙ্গালা সম্রাট্)+ষ্ণ্য=সাম্রাজ্য; বিষ্ণু+ষ্ণ=বৈষ্ণব; এইরূপ শৈব, শাক্ত, চান্দ্র, সৌর; তপস+ষ্ণ=তাপস; দিন+ষ্ণিক=দৈনিক, এইরূপ আহ্নিক, মাসিক, বার্ষিক; ধর্ম্ম+ষ্ণিক=ধার্ম্মিক; তিল+ষ্ণ=তৈল; বিধি+ষ্ণ=বৈধ; রাম+ষ্ণায়ণ=রামায়ণ; সুহৃদ+ষ্ণ্য=সৌহার্দ্দ; এইরূপ সৌভাগ্য, চাপল্য, সাহায্য।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'ঈন,' 'য,' 'ঈয়,' ও 'নঞ' প্রত্যয়। কুল+ঈন=কুলীন। (কুলে অর্থাৎ সৎকুলে জাত); কাল+ঈন=কালীন (১); অর্ব্বাচ্+ঈন=অর্ব্বাচীন; প্রাচ+ঈন=প্রাচীন; সভা+য=সভ্য; নব+য=নব্য; বীর+য=বীর্য্য; বয়স্+য=বয়স্য; রাজন্+ঈয় রাজকীয়। এইরূপ পরকীয়, স্বীয়, স্বকীয়। দেশ+ঈয়=দেশীয়; আত্মন্+ঈয়=আত্মীয়; অন্য+ঈয়=অন্যদীয়; তদ্+ঈয়=তদীয়; এইরূপ ভবদীয়। অস্মদ+ঈয়=অস্মদীয় (আমাদের), মদীয় (আমার), যুষ্মদ+ঈয়=যুষ্মদীয় (তোমাদের), ত্বদীয় (তোমার); স্ত্রী+নঞ=স্ত্রৈণ।

(গ) ভাব অর্থে 'তা' ও 'ত্ব' প্রত্যয়। যথা—সাধু ও সাধ্বীর ভাব=সাধুতা; সাধুত্ব। এইরূপ গুণবত্তা, মিত্রতা, বন্ধুতা, বন্ধুত্ব, প্রভুতা, প্রভুত্ব, দানত্ব, সতীত্ব।

(ঘ) স্বার্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—দেব+তা=দেবতা।

সমূহ অর্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—জন+তা=জনতা।

(ঙ) তুল্যার্থে 'বৎ' প্রত্যয়। যথা—পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, আত্মবৎ, ভ্রাতৃবৎ, জলবৎ।

ইহার বা ইহাতে আছে—এই অর্থে 'মৎ' ও 'বৎ' প্রত্যয়। যথা—শ্রী+মৎ=শ্রীমৎ (শ্রীমান্, শ্রীমতী); এইরূপ বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী। ধনবান্, ধনবতী; [অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর বৎ এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়; লক্ষ্মী শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়।] জ্ঞানবান্, বিদ্যাবান্, লক্ষ্মীবান্।

পরিমাণ অর্থে বৎ প্রত্যয়। কিম্ (কি)+বৎ=কিয়ৎ। যদ্ (যাহা)+বৎ=যাবৎ। তদ্ (তাহা)+বৎ=তাবৎ। (তুল্যার্থে—যদ্বৎ, তদ্বৎ)। এতদ্ (ইহা)+বৎ=এতাবৎ। ইদম্ (ইহা)+বৎ=ইয়ৎ।

(চ) ইহার আছে এই অর্থে 'বিন্' ও 'ইন্' প্রত্যয় হয়। যথা—তেজস্+বিন্=তেজস্বিন্ (তেজস্বী); এইরূপ পয়স্বী, মেধাবী, মায়াবী, জ্ঞানী, শাখী, হস্তী, সুখী, বিদ্যার্থী, ধনার্থী। [যাচক বুঝাইলে অর্থী; অন্যত্র অর্থবান্]।

(ছ) জাত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—কলঙ্ক+ইত=কলঙ্কিত (যাহার কলঙ্ক জন্মিয়াছে); এইরূপ ক্ষুধিত, দুঃখিত, পুলকিত, পুষ্পিত, মূর্চ্ছিত, পণ্ডিত।

---

(১) পাণিনিমতে 'কালীন' হয় না, কালিকই হয়।

(জ) পূরণার্থে 'তীয়' 'থ' 'ম' 'ড' ও 'তম' প্রত্যয়। যথা—দ্বি + তীয় = দ্বিতীয়, ত্রি + তীয় = তৃতীয়, চতুর্ + র্থ = চতুর্থ, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ, পঞ্চন্ + ম = পঞ্চম। এইরূপ সপ্তম, অষ্টম, দশম। একাদশন্ + ড = একাদশ; এইরূপ দ্বাদশ, পঞ্চদশ। বিংশতি + ড = বিংশ। বিংশতি + তম = বিংশতিতম। এইরূপ পঞ্চাশত্তম, ষষ্টিতম, অশীতিতম, শততম, সহস্রতম।

(ঝ) প্রকার অর্থে 'ধা' ও 'থা' প্রত্যয়। যথা—এক + ধা = একধা, দ্বি + ধা দ্বিধা; এইরূপ শতধা, সহস্রধা। সর্ব্বথা, অন্যথা, উভয়থা।

(ঞ) ইহার আছে এই অর্থে 'ইন,' 'ইল,' 'আলু', 'শ', 'র', 'ল' ও 'বল' প্রত্যয়। যথা—মল + ইন = মলিন। পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল। এইরূপ জটিল, পিচ্ছিল, ফেনিল। কৃপ + আলু = কৃপালু। এইরূপ দয়ালু, নিদ্রালু রোম + শ = রোমশ; এইরূপ লোমশ। মধু + র = মধুর; এইরূপ পাণ্ডুর, মুখর। মাংস + ল = মাংসল; এইরূপ শীতল, শ্রীল। কৃষি + বল = কৃষীবল।

(ট) দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তর'; এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয়। যথা—গুরু—গুরুতর, গুরুতম। লঘু—লঘুতর, লঘুতম।

(ঠ) উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ঈয়স্' প্রত্যয়।—গুরু—গরীয়স্, (গরীয়ান্)। প্রিয়—প্রেয়সী (স্ত্রী)। প্রশস্য = শ্রেয়সী (স্ত্রী)। বহু—ভূয়সী (স্ত্রী)। মহৎ—মহীয়সী (স্ত্রী)।

(ড) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় হয়। যথা—বৃদ্ধ + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ত + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ। গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ; লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ; যুবা ও অল্প + ইষ্ঠ = কনিষ্ঠ।

(ঢ) বীপ্সা অর্থে 'শঃ' প্রত্যয়। ক্রমে ক্রমে = ক্রমশঃ; বহুবার = বহুশঃ।

[বাঙ্গালায় বিসর্গের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে।]

(ণ) বিকার, ব্যাপ্তি, অবয়ব, স্বরূপ, সংসর্গাদি অর্থে 'ময়' প্রত্যয়। হিরণ্য + ময় = হিরণ্ময়, মৃদ্ + ময় = মৃন্ময়; এইরূপ আনন্দময়, ধূমময়, দারুময়; ব্রহ্মময়, চিন্ময়; পাপময়।

(ত) ভূ ও কৃ ধাতুর পদ পরে থাকিলে অভূততদ্ভাব অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয়। পূর্ব্বে বশ ছিল না, এখন হইয়াছে = বশীভূত; এইরূপ দৃঢ়ীভূত, মন্দীভূত, অন্যথাভূত, বশীকৃত, রাশীকৃত, দৃঢ়ীকৃত, লঘূকরণ।

(থ) পরিণতি ও অর্পণ বুঝাইতে 'সাৎ' প্রত্যয়। ধূলিসাৎ, জলসাৎ, উদরসাৎ, সৎপাত্রসাৎ।

(দ) পরিমাণ অর্থে 'মাত্র' প্রত্যয়।—অণুমাত্র, ক্ষণমাত্র, বিন্দুমাত্র।

(ধ) বিভক্তির অর্থে তঃ প্রত্যয়।। একতঃ, (ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ), অন্ততঃ, ফলতঃ, সর্ব্বতঃ, বস্তুতঃ।

(বাঙ্গালায় শেষের বিসর্গের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে)।

(ন) অধিকরণ কারকে 'ত্র' ও 'দা' প্রত্যয়। সর্ব্বত্র, একত্র, অন্যত্র, অত্র, যত্র, তত্র, কুত্র; সর্ব্বদা, একদা, যদা, তদা, কদা।

(প) স্বার্থে বা ক্ষুদ্র অর্থে 'ক' প্রত্যয়। বাল—বালক, বালিকা (স্ত্রী); কালী—কালিকা। শারী—শারিকা; চণ্ডী—চণ্ডিকা।

(ক) উৎপন্ন অর্থে 'তন' 'ম' 'ইম' ও 'ত্য' প্রত্যয়। ইদানীন্তন, অধুনাতন, পুরাতন, পূর্ব্বতন, আদিম, মধ্যম; অগ্রিম, অন্তিম, পশ্চিম; অত্রত্য, তত্রত্য।

(ব) অনিশ্চিত অর্থে 'চিৎ' প্রত্যয়। কিঞ্চিৎ, কচিৎ, কদাচিৎ, কথঞ্চিৎ।

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ অন্যান্য ভাষা হইতেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি দেওয়া গেল।

কর্ত্তা, অধিকারী,—যে করে বা যাহার আছে—তাহাকে বুঝাইতে এবং অন্যান্য অর্থে 'দার' প্রত্যয়। জমির অধিকারী = জমিদার; থানার কর্ত্তা = থানাদার; দোকান যাহার আছে = দোকানদার। রোজা যে করে = রোজাদার; চৌকি যাহার আছে = চৌকিদার। এইরূপ তালুকদার, গাতিদার, জমাদার, ছড়িদার, বাজাদার, মজাদার (তৃপ্তিকর), দানাদার, খবরদার, ফুলদার (চাদর), সমজদার (লোক), চড়নদার।

কার্য্যালয় বুঝাইতে 'খানা' প্রত্যয়। দেওয়ানখানা, মুন্সিখানা, খাতাঞ্চিখানা, কসাইখানা, দর্জ্জিখানা, বাবুর্চিখানা, দপ্তরিখানা, গোসলখানা (স্নানাগার)।

অন্যান্য অর্থে এই প্রত্যয়।—ছাপার কাজ যেখানে হয় = ছাপাখানা; চিড়িয়া (পক্ষী) যেখানে থাকে = চিড়িয়াখানা; দাওয়াই (ঔষধ) যেখানে পাওয়া যায় = দাওয়াইখানা; খাজনা যেখানে দেয় এবং যেখানে ঐ টাকা থাকে = খাজনাখানা। এইরূপ দপ্তরখানা, বৈঠকখানা, বালাখানা (উপরের ঘর,) তোষাখানা (পরিচ্ছদাগার) কারখানা (কার্য্যালয়)। এ প্রত্যয়টি বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে। (ন) দেখ।

ভাব অর্থে 'ই' প্রত্যয়।—বে-আদবের ভাব = বে-আদবি (অশিষ্টতা), গরহাজিরের ভাব = গরহাজিরি। এ প্রত্যয়টি বাঙ্গালায় চলিত আছে। (প) দেখ।

বীপ্সা অর্থে 'ওয়ারি' প্রত্যয়। যথা—দফাওয়ারি, দাগওয়ারি। এ প্রত্যয়টিও বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে। যথা—মাসওয়ারি, নম্বরওয়ারি।

সমর্থ ও দক্ষ বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'বাজ' প্রত্যয় হয়। যথা:—আইনবাজ, মামলাবাজ, মোকদ্দমাবাজ, ফেরবাজ, ফেরেপবাজ, ফন্দিবাজ:

সহিত বুঝাইতে 'ব' প্রত্যয়টি শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা—বমাল, বজায়।

ক্রিয়া।

১৪২। যে পদে কোন কার্য্য বুঝায়, তাহার নাম ক্রিয়া।

যে পদে হওয়া, যাওয়া, করা, বলা, দেখা, শুনা, ধরা প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া বলে।

ক্রিয়ার মূল ধাতু; ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে ক্রিয়াপদ হয়।

১৪৩। ক্রিয়া দুই প্রকার;—সমাপিকা ও অসমাপিকা।

১৪৪। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

আর যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়, তাহার নাম সমাপিকা।

১৪৫। ধাতুর উত্তর ইতে, ইয়া ও ইলে বিভক্তি যোগ করিলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়।

ইতেছে, এ, ইলাম প্রভৃতি সাতাইশটি বিভক্তি যোগ করিলে সমাপিকা ক্রিয়া হয়। যথা—

চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এখানে দেখিতে দেখিতে অসমাপিকা এবং চলিলাম সমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকে। উপরি-উক্ত বাক্যে 'চলিলাম' ক্রিয়ার কর্ত্তা—'আমি' অপ্রকাশিত থাকিলেও বুঝা যাইতেছে। এখানে আমি পদটি উহ্য আছে।

বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে অনেকস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিতই তাহার অন্বয় হয়। তখন তাহার কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিতে হয় না। উপরি-উক্ত বাক্যে 'দেখিতে দেখিতে' এই দুই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তাও 'আমি'; কিন্তু তদ্রূপে নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই।

সময়ে সময়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে; তখন ঐ কর্ত্তৃপদের নির্দ্দেশ করিতে হয়। যথা—'মোরাদ বিদেশে গেলে শশী সুযোগ পাইলেন।'—এখানে 'গেলে' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা—মোরাদ। শশী—'পাইলেন' এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা। এইরূপ 'চন্দ্র উদয় হইলে অন্ধকার সরিয়া গেল'; 'মোহিত আসিতে আসিতে বেলা দশটা বাজিল'। 'বৈদ্য আসিতে না আসিতেই রোগী মরিয়া গেল'; 'তিনি আসিলে আমি যাইব'।

১৪৬। অসমাপিকা হউক বা সমাপিকা হউক, কতকগুলি ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই; কতকগুলির আছে। এইরূপেও ক্রিয়া দুই প্রকার—অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক।

যে সকল স্থলে বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে ক্রিয়ার কর্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সকল স্থলে ক্রিয়া অকর্ম্মক; আর যেখানে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ক্রিয়া সকর্ম্মক। আসা, উঠা, উড়া, কাঁদা, কাঁপা, খেলা, ঘটা, ঘুমান, ঘোরা, চটা, চলা, চেঁচান, জন্মান, জরা, ঝাঁকা, জাগা, জ্বলা, ঝকা, ডোবা, থাকা, থামা, দাঁড়ান, দৌড়ান, নড়া, নাচা, পচা, পড়া, পলান, প্বাকা, পোড়া, ফলা, ফোলা, বসা, বাঁকা, বাঁচা, বাড়া, বেড়ান, ভোগা, মরা, যাওয়া, যুঝা (যুদ্ধ করা), যুঠা, রাগা, শোওয়া, সরা, হওয়া, হঠা, হাঁকা, হাঁপান, হাসা ইত্যাদি অর্থ-বিশিষ্ট ধাতু অকর্ম্মক। (১) তদ্ভিন্ন অন্য ধাতু সকর্ম্মক। (২) আমি হইলাম—এই বাক্যে প্রশ্ন—কে হইল? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। এখানে বাক্যের

---

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে অনেকে বলেন, ভয়ার্থ প্রভৃতি ধাতু অকর্ম্মক। কিন্তু 'তিনি আমাকে ভয় করেন'—এখানে 'আমাকে' পদটি ভয়ের কর্ম্ম। সুতরাং এখানে ভয় সকর্ম্মক।

(২) পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ।

পূর্ণ অর্থ বুঝিতে কর্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং 'হইলাম'—অকর্ম্মক ক্রিয়া।

আমি পিতাকে দর্শন করিলাম। এখানে প্রশ্ন—কে করিল? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। প্রশ্ন—কি করিলে? উত্তর—দর্শন (কর্ম্ম)।

এখানে 'দর্শন' এই ভাব-বিশেষ্য 'করিলাম' ক্রিয়ার কর্ম্ম। প্রশ্ন—কাহাকে দর্শন? উত্তর—পিতাকে। 'পিতাকে' পদটি 'দর্শন' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। (১)

অদ্য আমি মাতৃদর্শন করিব।

এখানে প্রশ্ন—কে করিবে? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। প্রশ্ন—কি করিবে? উত্তর—মাতৃদর্শন (কর্ম্ম)। 'সে পাঁচ সের সন্দেশ ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে'। এখানে 'ফেলিয়াছে'—সমাপিকা ক্রিয়া—অকর্ম্মক। 'করিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া—সকর্ম্মক, 'ভোজন'—কর্ম্ম। 'সন্দেশ'—এই পদটি 'ভোজন' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ক) বানরটা খাটখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পলাইয়া গেল। গেল—সমাপিকা ক্রিয়া এবং ভাঙ্গিয়া, ফেলিয়া, পলাইয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া। খাটখানি 'ভাঙ্গিয়া' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(খ) হাতীটা উঠিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল। এখানে গেল—সমাপিকা ক্রিয়া; উঠিয়া, পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, চলিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া।

(গ) আমাকেই সব দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতে হয়। এখানে হয়—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক। করিতে—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক;

---

(১) ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে যেমন ক্রিয়া হয়, সেইরূপ কোন কোন (কৃৎ) প্রত্যয় যোগে ভাববিশেষ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ পদ বিশেষ্য হইলেও ধাত্বর্থ প্রকাশ করে এবং ক্রিয়ার ন্যায় অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক হইয়া থাকে।

কর্ম্ম—কাজ। দেখিয়া ও শুনিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—সব। (১)

(ঘ) একাজ কি করিয়া উঠিতে পারা যায়। এখানে যায়—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক, উঠিতে—অসমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক ; করিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—কাজ।

(ঙ) 'ভবিষ্যতে মুসলমান পিতার সঙ্গতি হইলে তাঁহারা সেই সমস্ত খরচ পিতার নিকট হইতে আদায় ক'রিয়া লইতে পারিবেন।' এখানে 'পারিবেন'—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক। 'করিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—'আদায়'। 'খরচ'—'আদায়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'লইতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; ইহারও কর্ম্ম—'খরচ'। (২)

(চ) 'সভাভঙ্গের পর সকলে সার সৈয়দের মকুবেরাতে যাইয়া তাঁহার আত্মার শুভ কামনায় খোদাতালার নিকট কায়মনে দোয়া প্রার্থনা করে।' এখানে 'করে'—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—'প্রার্থনা'। 'দোয়া'—প্রার্থনা এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'শুভ'—(এখানে বিশেষ্য) 'কামনায়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ছ) 'দয়াময় খোদা তোমারে দোয়া করুন।' এখানে 'করুন'—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—'দোয়া'। 'তোমারে'—'দোয়া' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(জ) সে আমাকে হল্লা করিল। এখানে 'করিল'—এই ক্রিয়ার কর্ম্ম—'হল্লা'। 'আমাকে'—হল্লা এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ঝ) এই সংবাদ শীঘ্র তাঁহাকে টেলিগ্রাফ কর। এখানে 'টেলিগ্রাফ'

---

(১) 'কাজ করিতে' এই বাক্যাংশ—'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(২ কৃদন্ত প্রকরণে ভাববিশেষ্য দেখ।

—'কর' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'সংবাদ' ও 'তাঁহাকে'—'টেলিগ্রাফ' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'টেলিগ্রাফ'—দ্বিকর্ম্মক।

(ঞ) 'খাজনার তহবিল হইতে এক শত টাকা আদায় লইয়াছি'। এখানে 'আদায়'—'লইয়াছি' ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'টাকা'—'আদায়' এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ট) 'ষষ্মাহি খাজনা সমস্ত আদায় দিয়াছি।' এখানে 'আদায়'—'দিয়াছি' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'খাজনা'—'আদায়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'সমস্ত'—'খাজনা' এই পদের বিশেষণ। (১)

(ঠ) 'আমি তাহাকে শমন করিয়াছি।' 'মোবারক গোপালের উপর শমন জারি করিয়াছে।' প্রথম বাক্যে 'তাহাকে'—'শমন' এই ভাব-বিশেষ্যের এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'শমন'—'জারি' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'তাহার উপর শমন জারি হইয়াছে।' এখানে 'শমন'—কর্ত্তা, 'জারি' উহার বিশেষণ।

ক্রিয়ার উদাহরণ।

(ক) 'আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া কাহার মুখ দর্শন করিয়াছি।' 'আর তাহার মুখদর্শন করিব না।' 'অদ্য এখানে আসিয়া রাজদর্শন করিলাম।' 'রাজদর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম।'

(খ) 'রাজা রাধাকান্ত দেব তুলাপুরুষাদি মহাদান করিয়াছিলেন।' 'চৌধুরী মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধে দম্পতিদান করিয়াছিলেন।'

---

(১) 'আদায় লওয়া' এবং 'আদায় দেওয়া' জমিদারি সেরেস্তা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ষষ্মাহি—ষাণ্মাসিক। জমিদারি সেরেস্তায় ষাষ্মাহি শব্দে প্রথম ষাণ্মাসিক বুঝায়। দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বুঝাইতে 'আখিরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আখির—শেষ। (বাঙ্গালায় "আখের" কথাটিও চলে।)

'ষোড়শদানে প্রেতের মহালাভ হয়; আমিও মাতার উদ্দেশে ষোড়শ দান করিব।'

আমি তাঁহাকে তিন খানি বই দান করিয়াছি।

তাঁহাকে অভয়-প্রদান কর।

'আমরা সকলেই কুলীন; আমরা সমান ঘরে কন্যা আদান প্রদান করি।'

(গ) 'আমি শূদ্রের দান প্রতিগ্রহ করি না।'

আমি শূদ্রের দান গ্রহণ করি না।

'তোমারও দেওয়া হইল, আমারও গ্রহণ হইল।'

'তিনি সম্প্রতি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।'

'তিনি সম্প্রতি দারগ্রহণ করিয়াছেন।'

(ঘ) 'আমি প্রত্যহ মাতৃচরণ পূজা করি।'

'আর্য্যেরা বিবাহাদি সকল সংস্কার কার্য্যেই পিতৃপূজা করেন; এবং উহা অভ্যুদয়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'

(ঙ) 'কোন কোন মতে সমুদ্র-গমন করিলে জাতি যায়।'

'তিনি মান্দ্রাজ হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন।'

'বড়লাট বাহাদুর অদ্য রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন।'

'ছয় মাস গমনাগমন করিয়াও কোন ফল পাই নাই।'

'আমি অদ্য গৃহে গমন করিব।'

(চ) 'আমরা বোধ করি।' 'আমাদের বোধ হয়।'

(ছ) 'মুসলমান পিতা শিশু সন্তানদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য।'

'তিনি অনেকগুলি পরিবার পোষণ করেন।' (১)

---

(১) অনেকে 'ভোজন করিলাম' 'দর্শন করিল' প্রভৃতি একবারে ক্রিয়া বলেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এবং উদাহরণ গুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা

১৫৭। কতকগুলি ক্রিয়ার দুটি করিয়া কর্ম্মপদ থাকে। তাহাদের নাম দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া। শশী বিধুকে এ সংবাদ দিয়াছেন। এখানে বিধুকে ও সংবাদ—এই দুটি পদ 'দিয়াছেন' ক্রিয়ার কর্ম্ম। দিয়াছেন—দ্বিকর্ম্মক।

দানার্থ, বচনার্থ ও জিজ্ঞাসার্থ ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়া ও ভাববিশেষ্য দ্বিকর্ম্মক। (১) 'তাহাকে কাপড়খানি দান কর।' এই বাক্যে তাঁহাকে ও কাপড়খানি 'দান' এই ভাববিশেষ্যর কর্ম্ম। দান—'কর' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'সে কথা তাঁহাকে বলিয়াছি।' এখানে কথা ও তাঁহাকে—'বলিয়াছি' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

যাইবে যে তাঁহাদের মতানুসারে ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিলে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। নানা স্থানে নানা রূপে অন্বয় করিতে হয়। এরূপ গৌরব স্বীকার অনাবশ্যক এবং কেবল জটিলতাবর্দ্ধক।

'ভোজন করিয়াছে'—যদি ক্রিয়াপদ হয়, তবে 'ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে'—একবারে ক্রিয়া হইবে না কেন?

পড়িয়া গেল—এক ক্রিয়া বলিলে 'উঠিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল'—এক ক্রিয়া বলাই সঙ্গত হইয়া উঠে।

দর্শন করিয়াছি—এক ক্রিয়া বলিলে 'মুখদর্শন করিব না' 'রাজদর্শন করিলাম,' 'দেবদর্শন করিয়া,' 'পিতৃদর্শন করিব'—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া হইতে পারে।

'দান করিয়াছেন'—একবারে ক্রিয়া বলিলে—'মহাদান করিয়াছিলেন', 'দম্পতিদান করেন'—ইত্যাদিও একবারে ক্রিয়াপদ হইতে পারে। গ্রহণ করি না—একবারে, ক্রিয়া বলিলে 'দারগ্রহণ করিয়াছেন'—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া বলা উচিত।

পূজা করি—একবারে ক্রিয়া বলিলে—'পিতৃপূজা করেন'—একবারে ক্রিয়া হইতে পারে। গমন করিব—একবারে ক্রিয়া বলিলে 'সমুদ্রগমন করিলেন', 'প্রতিগমন করিয়াছেন' 'শুভাগমন করিলেন' 'গমনাগমন করিয়াও' একবারে ক্রিয়া বলা উচিত।

আবার 'আমারও গ্রহণ হইল', 'আমাদের বোধ হয়' ইত্যাদি স্থলে যদি 'গ্রহণ' ও 'বোধ' কর্ত্তা হইতে পারে, তাহা হইলে 'গ্রহণ করি' 'বোধ করি' ইত্যাদি স্থলে গ্রহণ ও বোধ কর্ম্ম না হইবে কেন?

(১) দোহা (দোহন করা) ও চাহা বা চাওয়া (যাচ্ঞা করা) দ্বিকর্ম্মক নয়। গরু দুহিতেছে বা দুইতেছে, এবং দুধ দুহিতেছে বা দুইতেছে—বলা যায়। কিন্তু 'গরু দুধ দুইতেছে' এরূপ বলা যায় না। তাহাকে টাকা চাও—এরূপ বাক্য হয় না। তাহার নিকট বা কাছে টাকা চাও—এইরূপ বলিতে হয়।

কোন কোন স্থলে সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম অপ্রকাশিত থাকে। যথা—ভাবিয়া কিছু স্থির করা যায় না।

কোন কোন স্থলে অকর্ম্মক ক্রিয়ারও—ক্রিয়ার সমার্থক পদ কর্ম্ম থাকে। যথা—বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়াছি। 'সে ত সুখের মরণ মরিয়াছে।' 'মিছা কান্না কাঁদিস্ না আর।' 'কাষ্ঠ হাসি হাসিতেছে'। তাহারা কপাটি (বা লুকাচুরি) খেলিতেছে। এক ক্রোশ পথ চলিয়াছি। একটু হাস। (১) এইরূপ কর্ম্মপদকে ধাত্বর্থক বা ক্রিয়ার্থক কর্ম্ম বলে। (২)

সমাপিকা ক্রিয়া।

১৪৮। পুরুষ ও কালভেদে সমাপিকাক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়।

কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ নির্ণয় করা হয়।

আমি ও আমরা পদের সহিত অন্বয় হইলে অন্বিত ক্রিয়া উত্তম পুরুষ হয়; কারণ 'আমি' উত্তম পুরুষ। তুমি ও তোমার পদের সহিত অন্বিত হইলে ক্রিয়া মধ্যমপুরুষ হয়; কারণ, 'তুমি' মধ্যম পুরুষ। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র ক্রিয়া প্রথম পুরুষ। কারণ, আমি ও তুমি ব্যতীত সমস্ত সর্ব্বনাম ও সমস্ত বিশেষ্যই প্রথম পুরুষ। (৩)

---

(১) একটু হাস—একটু (হাসি) হাস। এখানে 'হাসি' পদটি উহ্য আছে। 'একটু'—ক্রিয়ার্থক কর্ম্ম। এইরূপ একটু (সময়) অপেক্ষা কর। একটু (কান্না) কাঁদ।

(২) মেঘ ডাকিতেছে, বিলাতি কাপড় শীঘ্র ছিঁড়ে—ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়া অকর্ম্মক। (পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ)।

আমি সন্দেশ ও মিঠাই খাইয়াছি। এই বাক্যে 'সন্দেশ' ও 'মিঠাই'—খাইয়াছি ক্রিয়ার কর্ম্ম। কিন্তু ঐ ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক নহে। প্রকৃত পক্ষে ঐ বাক্যের আকার—'আমি সন্দেশ খাইয়াছি এবং আমি মিঠাই খাইয়াছি।' সংক্ষেপার্থ উক্তরূপে লিখিত হয়।

(৩) আসাদ, এমদাদ, বলেন্দ্র ও আমি একত্র যাইয়া দেখিলাম।—এখানে চারিটি কর্ত্তা থাকিলেও 'আমি' কর্ত্তা আছে বলিয়া উত্তম পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়াছে।

ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে। কাল তিনপ্রকার ; বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

এতদ্ভিন্ন অনুজ্ঞাতেও ক্রিয়ার স্বতন্ত্র রূপ হইয়া থাকে।

১৪৯। কর্ত্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার আকার বিভিন্ন হয় না।

১৫০। ক্রিয়াপদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ধাতুবিভক্তি।

		প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্ত্তমানকাল	১ম।	ইতেছে (১)	ইতেছ	ইতেছি
	২য়।	এ	অ	ই
অতীতকাল	১ম।	ইল	ইলে	ইলাম
	২য়।	ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছি
	৩য়।	ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম
	৪র্থ।	ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলাম
	৫ম।	ইত	ইতে	ইতাম
ভবিষ্যৎকাল		ইবে	ইবে	ইব
অনুজ্ঞা		উক	ও	—

রহিম ও তুমি এক সঙ্গে যাও।—এই স্থলে দুটি কর্ত্তা থাকিলেও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তা আছে বলিয়া মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া বসিয়াছে।

(১) ইতেছে, ইয়াছে, ইয়াছিলে, ইয়াছিল, ইতেছিল, ইতেছিলাম প্রভৃতি মূলে এক একটি অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি এবং এক একটি আছ ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়ার যোগে উৎপন্ন। যথা—ইতেছে = ইতে + আছে ; ইয়াছে = ইয়া + আছে ; ইতেছিল = ইতে + আছিল। সুতরাং 'হইয়াছিল' পদটি প্রথমে হইয়া + আছিল—এইরূপ ছিল। এইরূপ করিয়াছে = করিয়া + আছে ; করিতেছে = করিতে + আছে ; করিতেছিল =

প্রথম অতীতের 'ইল' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে ইলে হয়। যথা—সেত আমায় টাকা দিলে।

১৫১। সম্ভ্রমার্থে ইতেছে, এ, ইল, ইয়াছে, ইয়াছিল, ইতেছিল, ইত, ইবে এবং উক বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ইতেছেন, এন, ইলেন, ইয়াছেন, ইয়াছিলেন, ইতেছিলেন, ইতেন, ইবেন ও উন হয়।

অনাদর অর্থে—ইতেছ ও ইয়াছ বিভক্তির স্থানে ইতেছিস্ ও ইয়াছিস্ হয়; ইলে, ইয়াছিলে, ইতেছিলে ও ইবে স্থানে—ইলি, ইয়াছিলি, ইতেছিলি ও ইবি হয়; অনুজ্ঞার 'ও' স্থানে সময়ে সময়ে ইস্ বা স্ হয়; কোথাও বিভক্তির লোপ হয়; কোথাও বা অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। বিভক্তিযোগে এইরূপ পরিবর্ত্তিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

১৫২। স্বরান্ত ও হকারান্ত ধাতুর উত্তর দ্বিতীয় বর্ত্তমানের 'অ' বিভক্তি স্থানে প্রায় 'ও' হয়; তখন ধাতুর অন্ত্য হকারের লোপ হয়।

১৫৩। কোন কোন ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার 'ও' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে 'অ', কোথাও বা বিকল্পে 'ইও' হয়।

যেখানে কাজ এখনও শেষ হয় নাই, সেইখানে প্রথম বর্ত্তমানের ক্রিয়া প্রয়োগ হয়। যেখানে কোন ক্রিয়া—স্বভাবতঃ বা বরাবর হইয়া থাকে—এইরূপ বুঝায়, সেখানে দ্বিতীয় বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যেখানে ক্রিয়া এখনই হইল—এইরূপ বুঝায়, সেখানে প্রথম অতীত; যেখানে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তমান আছে—সেখানে দ্বিতীয় অতীত; যেখানে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার ফলও বর্ত্তমান নহে, সেখানে তৃতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রয়োগ হয়। কোন কাজ হইতেছিল, শেষ হয় নাই—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে চতুর্থ অতীত; এবং পূর্ব্বে স্বভাবতঃ বা চিরকাল ঘটিত—এইরূপ অর্থে পঞ্চম অতীতের ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ আদেশ, উপদেশ ও অনুনয় বুঝাইতে অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এই সকল অর্থে কেবল প্রথম ও মধ্যম পুরুষেই অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। সেই জন্য উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র বিভক্তি নাই।

আশংসার্থেও অনুজ্ঞার পদ হয়। তখন দ্বিতীয় বর্ত্তমানের বিভক্তি যোগে উত্তম পুরুষের পদ হইয়া থাকে।

করিতে+আছিল। এরূপ স্বতন্ত্র পদ এখনও স্থানে স্থানে চলিত কথায় ব্যবহৃত দেখা যায়। বর্ত্তমান লিখিত ভাষায় ঐরূপ স্বতন্ত্র ক্রিয়ার ব্যবহার নাই এবং ইতেছে, ইয়াছে প্রভৃতি এখন বিভক্তি হইয়া উঠিয়াছে।

ধাতুরূপ।

* হ ধাতু (হওয়া)

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। হইতেছে	হইতেছ	হইতেছি	[হচ্চে, হচ্চেন,
(সম্ভ্রমে হইতেছেন)	(অনাদরে হইতেছিস্)		[হচ্চ, হচ্চি
২য়। হয়	হও	হই	
(স. হন, হয়েন)	(অনা. হস্)		

অতীতকাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। হইল	হইলে	হইলাম (১)	[হল, হলেন,
(স. হইলেন)	(অনা. হইলি)		হলে, হলাম
২য়। হইয়াছে	হইয়াছ	হইয়াছি	হয়েছে, হয়েছ,
(স. হইয়াছেন)	(অনা. হইয়াছিস)		হয়েছি
৩য়। হইয়াছিল	হইয়াছিলে	হইয়াছিলাম	হয়েছিল ইত্যাদি
(স. হইয়াছিলেন)	(অনা. হইয়াছিলি)		
৪র্থ। হইতেছিল	হইতেছিলে	হইতেছিলাম	হতেছিল ইত্যাদি
(স. হইতেছিলেন)	(অনা. হইতেছিলি)		

---

(১) পদ্যে 'হইল' স্থানে 'হইলা', এবং 'হইলাম' স্থানে 'হইনু'—এইরূপ পদ দেখা যায়। অন্য ধাতুরও এইরূপ পদ ব্যবহার আছে। যথা—করিলা, চলিলা; যাইনু, ফিরিনু। প্রাচীনলেখকগণ সময়ে সময়ে 'হইল' স্থানে 'হইলেক', 'করিল' স্থানে 'করিলেক'—এইরূপ এক একটি 'ক'সংযুক্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।

৫ম। হইত হইতে হইতাম হ'ত, হ'তেন ইত্যাদি
(স. হইতেন) (অনা. হইতিস্)

ভবিষ্যৎকাল।

হইবে হইবে (১) হইব হবে, হবেন ইত্যাদি
(স. হইবেন) (অনা. হইবি)

অনুজ্ঞা।

হউক হও, হইও (২) — [হ'য়ো
(স. হউন) (অনা. হইস, হ)

নিষেধার্থ বুঝাইতে (ক) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ত্তমানে ক্রিয়ার সহিত 'না' যোগ করিতে হয়। যথা—হইতেছে না; হয় না, না হয়; হই না, না হই। (৩)

(খ) প্রথম অতীতেও ঐরূপ না যোগ করিতে হয়। যথা—হইলে না, না হইলে।

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অতীতে 'না' যোগ করিতে হয়। যথা—যদি সে কার্য্য না হইয়াছে—বা না হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ত্তমানের ক্রিয়ায় 'নাই' যোগ করিয়াও এই দুই অতীতের নিষেধার্থক ক্রিয়া হয়। যথা—সে কার্য্য হইয়াছে বা হইয়াছিল; নিষেধার্থ ক্রিয়া—সে কার্য্য হয় নাই। তিনি খাইয়াছেন—তিনি খান নাই।

---

(১) প্রাচীন বাঙ্গালায়, এবং পত্রাদিতে এখনও—সময়ে সময়ে 'হইবে' স্থানে 'হইবা' পদের প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ করিবা, খাইবা, দিবা, আসিবা।

(২) অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের 'হইও' ও 'হও' এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে। 'হইও' পদটি অনুরোধ এবং কিয়ৎপরিমাণে ভবিষ্যৎ কালের কার্য্য বুঝায়। অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ। যথা—খাও, খাইও; দাও, দিও।

(৩) 'না হয়' স্থানে সময়ে সময়ে 'নয়' ও 'নহে' এবং সম্ভ্রমার্থে 'নন' ও 'নহেন',—হয়। এইরূপ 'না হও' স্থানে সময়ে সময়ে 'নও' এবং অনাদরে 'নস্' হয়। 'না হই' স্থানেও সময়ে সময়ে 'নই' ও 'নহি' হয়।

(ঘ) চতুর্থ ও পঞ্চম অতীতে না যোগ হয়। যথা—হইতেছিলাম না (হতে ছিলাম না); হইতাম না।

(ঙ) ভবিষ্যৎকালেও না যোগ হয়। যথা—হইবে না।

(চ) অনুজ্ঞাতেও না যোগ হয়। যথা—না হউক, হইও না। অন্য ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ।

যা ধাতু (যাওয়া)। (১)

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	চলিত কথা
১ম। যাইতেছে	যাইতেছ	যাইতেছি	যাচ্চে,
(স. যাইতেছেন)	(অনা. যাইতেছিস্)		যাচ্চ, যাচ্চি
২য়। যায়	যাও	যাই	
(স. যান)	(অনা. যাস্)		

অতীত কাল।

১ম। যাইল	যাইলে	যাইলাম
(স. যাইলেন)	(অনা. যাইলি)	
গেল	গেলে	গেলাম (২)
(স. গেলেন)	(অনা. গেলি)	

---

(১) 'যা' ধাতুর অর্থ সময়ে সময়ে 'হওয়া' হয়। যথা—এমন লোক দেখা (দৃষ্ট) যায় (হয়)। অষ্ট্রেলিয়ায় সোণা পাওয়া যায়। পাঁচটি টাকা লওয়া যাইতে পারে।

(২) কলিকাতা অঞ্চলের চলিতকথায়—গেলুম; এইরূপ করলুম, খেলুম, দিলুম, গিয়েছিলুম, করেছিলুম, খেয়েছিলুম, দিয়েছিলুম। পশ্চিমবঙ্গের চলিত কথায়—গেনু। এইরূপ করনু (বা কর্নু), খেনু, দিনু, গিয়েছিনু, করেছিনু, খেয়েছিনু, দিয়েছিনু।

২য়। গিয়াছে (১)	গিয়াছ	গিয়াছি	[গেছে, গেছেন
(স. গিয়াছেন)	(অনা. গিয়াছিস্)		ইত্যাদি]
৩য়। যাইয়াছিল(২)	যাইয়াছিলে (২)	যাইয়াছিলাম (২)	
(স. যাইয়াছিলেন)	(অনা. যাইয়াছিলি)		
গিয়াছিল	গিয়াছিলে	গিয়াছিলাম	[গেছিল, গিয়েছিল
(স. গিয়েছিলেন)	(অনা. গিয়াছিলি)		ইত্যাদি।
৪র্থ। যাইতেছিল	যাইতেছিলে	যাইতেছিলাম	[যেতেছিল
(স.যাইতেছিলেন)	(অনা. যাইতেছিলি)		ইত্যাদি।
৫ম। যাইত	যাইতে	যাইতাম	[যেত, যেতাম
(স. যাইতেন)	(অনা. যাইতিস্).		ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল।

যাইবে	যাইবে	যাইব	যাবে, যাব
(স. যাইবেন)	(অনা. যাইবি)		

অনুজ্ঞা।

যাউক	যাও, যাইও	—	যাক্, যান
(স. যাউন)	(অনা. যা, যাস্).		যেও

কর্ ধাতু (করা)।

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। করিতেছে	করিতেছ	করিতেছি	[কর্চে, কচ্চে ই.
২য়। করে	কর	করি	
(স. করেন)	(অনা. করিস্)		

---

(১) যাইয়াছে, যাইয়াছ, যাইয়াছি পদ হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালায় ঐরূপ পদের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না।

(২) প্রয়োগ অল্প।

অতীত কাল।

১ম। করিল	করিলে	করিলাম	[কর্‌লে, কল্লে ই.
২য়। করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছি	[করেছে ই.
৩য়। করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম	[করেছিল ই.
৪র্থ। করিতেছিল	করিতেছিলে	করিতেছিলাম	[কর্‌তেছিল ই.
৫ম। করিত	করিতে	করিতাম	[কর্‌ত, কত্ত ই.

ভবিষ্যৎ কাল।

করিবে	করিবে	করিব	কর্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

করুক	কর, করিও	—	[ক'রো
(স. করুন)	(অনা. কর্, করিস্)		

দা ধাতু। (দেওয়া)

বর্ত্তমান কাল।

১ম। দিতেছে	দিতেছ	দিতেছি	[দিচ্চে ই.
২য়। দেয় (১)	দাও, দেও	দেই, দিই, দি	
(স. দেন)	(অনা. দিস্)		

অতীত কাল।

১ম। দিল (ক)	দিলে	দিলাম	(ক) দিলে, দিলেক
(স. দিলেন)	(অনা. দিলি)		
২য়। দিয়াছে	দিয়াছ	দিয়াছি	[দেছে, দিছি ই.
৩য়। দিয়াছিল	দিয়াছিলে	দিয়াছিলাম	[দিয়েছিল ই.

(১) সচরাচর 'দেয়' স্থানে—দিয়া থাকে; দেও স্থলে—দিয়া থাকে; দেই, দিই, দি স্থানে—দিয়া থাকি—এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐরূপ স্থলে 'দিয়া' অসমাপিক। ক্রিয়া এবং 'থাকে' প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া। অন্য অনেক ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ। যথা—শুইয়া থাকে, আসিয়া থাকে ইত্যাদি। হ ধাতু প্রভৃতিরও ঐরূপ প্রয়োগ হয়।

৪র্থ। দিতেছিল	দিতেছিলে	দিতেছিলাম	
৫ম। দিত	দিতে	দিতাম	

ভবিষ্যৎ কাল।

দিবে	দিবে	দিব

অনুজ্ঞা।

দিউক্, দিক্ (১)	দাও, দেও, দিও	—
(স. দিন্)	(অনা. দে, দিস্)	

শো ধাতু (শোওয়া)।

বর্ত্তমান কাল।

১ম। শুইতেছে	শুইতেছ	শুইতেছি	[শুতেছে, শুচ্চে ই.
২য়। শোয়	শোও	শুই	
(স. শোন্)	(অনা. শুস্)		

অতীত কাল।

১ম। শুইল	শুইলে	শুইলাম	[শু'ল ই.
(স. শুইলেন)	(অনা. শুলি)		
২য়। শুইয়াছে	শুইয়াছ	শুইয়াছি	[শুয়েছে ই.
৩য়। শুইয়াছিল	শুইয়াছিলে	শুইয়াছিলাম	[শুয়েছিল ই.
৪র্থ। শুইতেছিল	শুইতেছিলে	শুইতেছিলাম	[শুচ্ছিল ই.
৫ম। শুইত	শুইতে	শুইতাম	[শু'ত ই.

ভবিষ্যৎ কাল।

শুইবে	শুইবে	শুইব	শু'বি ই.

অনুজ্ঞা।

শুক	শোও, শুইও (ক)	—	[(ক) শু'য়ো
(স. শুন্)	(অনা. শো, শুস্)		

(১) প্রাচীন লেখায় দিউক্, দিউন—দেখা যায়।

আস্ ধাতু (আসা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। আসিতেছে আসিতেছ আসিতেছি [আস্‌চে

২য়। আসে (১) এস (১) আসি

(স. আসেন) (অনা. আসিস্)

অতীতকাল।

১ম। আসিল (২) আসিলে (২) আসিলাম (২) [এল, এলে ই.

২য়। আসিয়াছে আসিয়াছ আসিয়াছি [এসেছে ই.

৩য়। আসিয়াছিল আসিয়াছিলে আসিয়াছিলাম [এসেছিল ই.

৪র্থ। আসিতেছিল আসিতেছিলে আসিতেছিলাম [আস্‌তেছিল ই.

৫ম। আসিত আসিতে আসিতাম [আস্‌ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

আসিবে আসিবে আসিব [আস্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

আসুক আসিও (ক) এস — [(ক) এসো

(স. আসুন) (অনা. আসিস্, আয়্)

আছ ও থাক্ ধাতু (থাকা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। আছে (৩) আছ (৩) আছি (৩)

(স. আছেন) (অনা. আছিস্)

থাকিতেছে (৪) থাকিতেছ থাকিতেছি [থাক্'ছে ই.

(স. থাকিতেছেন) (অনা. থাকিতেছিস্)

---

(১) পদ্যে আইসে, আইস পদও দেখা যায়।

(২) পদ্যে আইল (ও আইলা) আইলে, আইলাম পদও দেখা যায়।

(৩) নিষেধার্থে—নাই।

(৪) থাকিতেছে প্রভৃতি ক্রিয়া নিষেধবাক্যেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

২য়। থাকে থাক থাকি
(স. থাকেন) (অনা. থাকিস্)

অতীতকাল।

১ম। ছিল ছিলে ছিলাম (১)
(স. ছিলেন) (অনা. ছিলি)
থাকিল থাকিলে থাকিলাম [থাক্‌ল ই.
(স. থাকিলেন) (অনা. থাকিলি)
২য়। থাকিয়াছে থাকিয়াছ থাকিয়াছি [থেকেছে ই.
৫ম। থাকিত থাকিতে থাকিতাম [থাক্‌ত ই.
তৃতীয় ও চতুর্থ অতীতের পদ চলিত নাই।

ভবিষ্যৎকাল।

থাকিব থাকিবে থাকিব [থাক্‌ব ই.

অনুজ্ঞা।

থাকুক থাক, থাকিও (ক) — [(ক) থেকো
(স. থাকুন) (অনা. থাকিস্, থাক্)

বল্ ধাতু (বলা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। বলিতেছে বলিতেছ বলিতেছি [বল্‌তেছে, বল্‌ছে ই.
২য়। বলে বল বলি

অতীতকাল।

১ম। বলিল বলিলেন বলিলাম
২য়। বলিয়াছে বলিয়াছ বলিয়াছি [বলেছে ই.

---

(১) প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে এবং পদ্যে 'আছিল', 'আছিলে' ও 'আছিলাম' পদ দেখা যায়। মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে আছিল্ পদটি চলিত আছে।

৩য়। বলিয়াছিল বলিয়াছিলে বলিয়াছিলাম [বলেছিল ই.

৪র্থ। বলিতেছিল বলিতেছিলে বলিতেছিলাম [বল্‌তেছিল ই.

৫ম। বলিত বলিতে বলিতাম [বল্‌ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

বলিবে বলিবে বলিব [বল্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

বলুক বল, বলিও (ক) — [(ক) বলো

(স. বলুন) (অনা. বল্, বলিস্)

কহ্ ধাতু।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। কহিতেছে কহিতেছ কহিতেছি [কইছে ই.

২য়। কহে কহ কহি [কয়, কন্. কও, কই,

(স. কহেন) (অনা. ক, কস্)

কই, কহিও—বর্ত্তমান গদ্য বাঙ্গালায় কম চলে। অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ কালের পদও কম চলে ; তৎপরিবর্ত্তে বল্ ধাতুর পদ ব্যবহার হয়।

শুন্ ধাতু (শোনা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। শুনিতেছে শুনিতেছ শুনিতেছি [শুন্‌তেছে, শুন্‌ছে ই.

২য়। শোনে শুনে শোন, শুন শুনি

অতীতকাল।

১ম। শুনিল শুনিলে শুনিলাম [শুন্‌লে ই.

২য়। শুনিয়াছে শুনিয়াছ শুনিয়াছি [শুনেছে ই.

৩য়। শুনিয়াছিল শুনিয়াছিলে শুনিয়াছিলাম [শুনেছিল ই.

৪র্থ। শুনিতেছিল শুনিতেছিলে শুনিতেছিলাম [শুন্‌তেছিল ই.

৫ম। শুনিত শুনিতে শুনিতাম [শুন্‌ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

শুনিবে	শুনিবে	শুনিব	[শুন্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

শুনুক	শোন, শুনিও (ক)	—	[(ক) শুনো
(স. শুনুন)	(অনা. শোন্, শুনিস্)		

চাহ্ ধাতু (দেখা ও প্রার্থনা করা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম।	চাহিতেছে (১)	চাহিতেছ	চাহিতেছি	[চাইতেছে, চাইছে ই.
২য়।	চাহে, চায়	চাও	চাহি, চাই	
	(স. চাহেন, চান)	(অনা. চাহিস্, চাস্)		

অনুজ্ঞা।

চাউক, চাহুক (২),	চাও, চাহিও	—	[চা'ক্, চা'ন, চা, চা'স্

বহ্ ধাতু (বহন করা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম।	বহিতেছে	বহিতেছ	বহিতেছি	[বইতেছে, বইছে ই.
২য়।	বহে, বয়	বহ, বও	বহি, বই	
	(স. বহেন, ব'ন্)	(অনা. বহিস্, বস্)		

অনুজ্ঞা।

বহুক, বউক	বহ, বও, বহিও	—
(স. বহুন্, ব'ন)	(অনা. ব, ব'স, বহিস্)	

---

(১) দর্শনার্থক চাহ ধাতুর কখন কখন 'চাহিয়া আছে', 'চেয়ে আছে'— এইরূপ এক একটি অসমাপিকা ও এক একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সংযোগে ভাবপ্রকাশ হয়। দ্বিতীয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াসম্বন্ধেও এইরূপ।

(২) সচরাচর 'চাহিয়া (বা চেয়ে) দেখুক' এইরূপ দুই ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য হয়।

সহপ্রভৃতি হান্ত ধাতু এইরূপ। (১)

স ধাতু—সইতেছে (সইছে), সইতেছ (সইছ), সইতেছি (সইছি), সইব (সব), সয়, সও, সই—ইত্যাদিরূপ পদ হয়। যথা—জল সও।

১৫২। কোন কোন স্থলে অতীতকালেও বর্ত্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—

(ক) বুদ্ধ খৃষ্টের ৪৭৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) তিনি যখন আমাদের বাটীতে আসেন, তখন আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

(গ) তাঁহাকে ক্রমাগতই নিষেধ করিতেছি, তিনি কিছুই শুনেন না।

(ঘ) 'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন; পদভরে পর্ব্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে; সম্মুখস্থিত উপলসকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথ প্রদান করিতেছে।'

(ঙ) 'বৃহস্পতি বলেন— সন্ন্যাসীর সাজ পৌরুষ-হীনের জীবিকা।'

(চ) এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই।

(ক) ঐতিহাসিক বর্ত্তমান।
(খ) যখন, তখন, যত, তত প্রভৃতি শব্দযোগে অতীতে বর্ত্তমান।
(গ) ক্রিয়ার সাতত্য বুঝাইতে অতীতে বর্ত্তমান।
(ঘ) বর্ণনীয় বিষয় বিশদ ও প্রত্যক্ষবৎ করিবার জন্য অতীতে বর্ত্তমান।
(ঙ) অতীত লেখকদিগের কোন কথার উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে অতীতে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।
(চ) নিষেধার্থক অব্যয় সঙ্গে থাকিলে 'কখনও' প্রভৃতি শব্দের যোগে কোন কোন স্থলে অতীতে বর্ত্তমানের ক্রিয়া বসে।

১৫৩। যে ক্রিয়া এখনই সম্পন্ন হইল বা হইবে, তাহাতে সময়ে সময়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ হয়। যথা—তিনি এইমাত্র কলিকাতায় যাইতেছেন (গেলেন); এই তাঁহাকে

---

(১) ভবিষ্যৎকালে—সহিব। চলিতকথায়—সইব, সব ইত্যাদি পদ হয়।

পত্র লিখিতেছি (লিখিলাম)। তুমি কবে যাইতেছ (যাইবে)? তাই করি (করিব)। ব্যস্ত হও কেন—এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি (লিখিব)।

১৫৪। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের উল্লেখ বা উদ্দেশ করিয়া সেই সময়ে বর্ত্তমান—এইরূপ বুঝাইতে অতীতে বর্ত্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—'বিশ্বামিত্র দেখিলেন,—এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না।' 'সে সব আর কিছু নহে; মাল-মসলা প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই।'—বাল্মীকির জয়।

১৫৫। সময়ে সময়ে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের পরিবর্ত্তে প্রথম অতীতের ক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎকালের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা—'দুর্ভিক্ষে মরিয়া গেলাম' (যাইতেছি)। এখন যে দিকে পা যাইবে সেই দিকে চলিলাম (চলিব)। যখন পলাইয়াছে, তখন আর সে টাকা দিয়াছে (দিবে)।

১৫৬। বিধি-অর্থে এবং উপদেশ, অনুরোধ ও প্রার্থনাদি বুঝাইতে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—'সদা সত্য কথা কহিবে।' একবার আমার সহিত দেখা করিবে। অদ্য আমাদের বাটীতে আহার করিবেন।

এই সকল অর্থে অনুজ্ঞার ক্রিয়াও হয়। যথা—কখন মিথ্যা কথা কহিও না;—শাস্ত্রের এই প্রধান উপদেশ।

১৫৭। প্রশ্নবাক্যে সময়ে সময়ে অতীতকালে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—কপাল মন্দ না হইলে এমন ছেলে মরে [বা মরিবে] (মরিল) কেন?

১৫৮। যদি, যেন, যতকাল প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তমানের ক্রিয়া হয়। যথা—আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন জয়লাভ করি। যতকাল আমার নিকট আছ (থাকিবে) ততকাল তুমি নিরাপদ।

১৫৯। যেখানে এক ক্রিয়ার সহিত প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তম পুরুষের কর্ত্তার অন্বয় হয়, সেখানে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের হইয়া থাকে। মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষের কর্ত্তার সহিত অন্বয় হইলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা—আজম, আমি ও তুমি একত্র যাইব। তুমি ও সুলতান একত্র যাও।

নাম-ধাতু।

১৬০। নামধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগ হইলে ক্রিয়া হয়।

'উত্তর করিল'—এই অর্থে উত্তর শব্দের অর্থ 'ক্' প্রত্যয় হইয়া 'উত্তর্' ধাতু হইল। (১) এটি নাম ধাতু। ইহার উত্তর ধাতুবিভক্তি বসিলে 'উত্তরিল', 'উত্তরিলেন' প্রভৃতি পদ হয়। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল—জিজ্ঞাসিল; নীরব হইল—নীরবিল; ধ্বনি করিল—ধ্বনিল; গর্জ্জন করিল—গর্জ্জিল; বাহির হইল—বাহিরিল; উজ্জ্বল করিয়া—উজলিয়া; প্রসারিত করিয়া—প্রসারিয়া; বিসর্জ্জন করিল—বিসর্জ্জিল; ফুলযুক্ত হইয়াছে—ফুলিয়াছে; (ধানের গাছগুলি ফুলিয়াছে)। এইরূপ ফলিয়াছে, মুকুলিল, মঞ্জরিল। প্রকাশ হইল বা করিল—প্রকাশিল; উদয় হইল—উদিল। ঠেঙ্গা (লাঠি) দ্বারা মারিল—ঠেঙ্গাইল। (২)

১৬১। কতকগুলি অনুকার-অব্যয়ের উত্তর এই প্রত্যয় হইয়া

---

(১) 'ক্'প্রত্যয়ের লোপ হয়। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই প্রত্যয় হইয়া থাকে।

(২) এই সকল শব্দ পদ্যেই সচরাচর ব্যবহার হয়। তবে গদ্যেও কতকগুলি চলিতেছে। যথা—'গম্ভীর গর্জ্জিয়া আমার পাদমূলে জলস্রোত চলিতেছে।' (সন্ন্যাস) 'যেন শত সহস্র কামান একত্র ধ্বনিতেছে।' ফলিল, ফুলিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়া কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা চলে। চলিত গদ্যে নামধাতু-নিষ্পন্ন পদের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে।

নামধাতু নিষ্পন্ন হয়। অব্যয়গুলির উত্তর 'আ' আগম হয়। যথা—মড়্‌মড়্‌ শব্দের উত্তর 'ক্‌' প্রত্যয় ও 'আ' আগম হইয়া মড়্‌মড়া ধাতু হইল। তাহার উত্তর ধাতুবিভক্তি বসিয়া মড়্‌মড়াইয়া পদ হইল। এইরূপ কন্‌কনা, চড়্‌চড়া, ঝন্‌ঝনা প্রভৃতি অনেক নামধাতু আছে। ব্যবহার অনুসারে ঐ সকল ধাতুর ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রযোজক-ক্রিয়া।

১৬২। প্রেরণ করা বা প্রযোজিত করা—অর্থাৎ চালান, করান, খাওয়ান, দেওয়ান ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় হয়। ঐ প্রত্যয়ান্ত ধাতু হইতে যে সকল ক্রিয়াপদ হয়, তাহাদের নাম প্রযোজক-ক্রিয়া। (প্রযোজকের ক্রিয়া = প্রযোজক ক্রিয়া।)

'আ' প্রত্যয় হইলে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর নানারূপ আকার-পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—যা + আ = যাওয়া ; ধু + আ = ধোয়া ; শিখ্‌ + আ = শিখা, শেখা ধাতু।

প্রযোজকধাতুর রূপ যথা—

ধাতু	সাধারণ ক্রিয়া	প্রযোজক-ক্রিয়া
কর্‌	করিতেছি	করাইতেছি
পড়্‌	পড়িতেছি	পড়াইতেছি
শু	শুইতেছি	শোয়াইতেছি
ধু	ধুইতেছি	ধোয়াইতেছি
যা	গিয়াছি, যাইয়াছি	যাওয়াইয়াছি
বহ, ব	বহিতেছি বইতেছি	বহাইতেছি বওয়াইতেছি
লিখ	লিখিতেছি	লিখাইতেছি লেখাইতেছি

শিখ	শিখিতেছি	শিখাইতেছি / শেখাইতেছি
জান	জানিতেছি	জানাইতেছি

১৬৩। (ক) অকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া সকর্ম্মক হয়; (খ) সকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে দ্বিকর্ম্মক হয়; (গ) দ্বিকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মকই থাকে। যথা—

(ক) বোম্বাই আমের গাছটি এবার ফলিয়াছে। (১) প্রযোজক-ক্রিয়া—অনেকযত্নে বোম্বাই আমের গাছটি এবার ফলাইয়াছি।

(খ) সেলিম আরবি পড়িতেছেন।

প্রযোজক-ক্রিয়া। মৌলবিসাহেব সেলিমকে আরবি পড়াইতেছেন।

(গ) জিতেন ইবাদকে দশটি টাকা দিয়াছিলেন।

প্রযোজক-ক্রিয়া। জিতেন তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা ইবাদকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন। অথবা সুরেন্দ্র জিতেনের দ্বারা ইবাদকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন।

১৬৪। কখন কখন সাধারণ ক্রিয়ার কর্ত্তা প্রযোজক-ক্রিয়ার কর্ম্ম হয়। যথা—বালক দুধ খাইতেছে;—জননী বালককে দুধ খাওয়াইতেছেন।

কখন কখন বিকল্পে হয়। যথা—অন্নদা রমাপ্রসন্নের নিকট অঙ্ক কষিতেছেন;—(ক) রমাপ্রসন্ন অন্নদাকে অঙ্ক কষাইতেছেন;

(খ) রমাপ্রসন্ন অন্নদাকে দিয়া অঙ্ক কষাইতেছেন (২)।

---

(১) নামধাতুরও প্রযোজকক্রিয়া হয়। যথা—ফল্—ফলিয়াছে; ফলা—ফলাইয়াছে।

(২) (ক) ও (খ) বাক্যে অর্থগত প্রভেদ আছে। (ক) বাক্যে ফল—অন্নদার অর্থাৎ অন্নদা যাহাতে অঙ্ক কষিতে পারে, তাহাই রমাপ্রসন্নের উদ্দেশ্য। (খ) বাক্যে

বাঙ্গালায় কোন কোন স্থলে, ক্রিয়া ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। যথা—'শীত করিতেছে'; অর্থাৎ শীত বোধ হইতেছে। ঘোর অন্ধকার করিয়া (অর্থাৎ হইয়া) আসিল (অর্থাৎ হইল)। মেঘ করিয়াছে; অর্থাৎ হইয়াছে বা উঠিয়াছে। কুয়াসা করিয়াছে; অর্থাৎ হইয়াছে। অনেক গাল, অনেক প্রহারও খাইয়াছে; অর্থাৎ সহিয়াছে। তিনি নিশ্চয় যাইবেন না—দেখিয়া (অর্থাৎ বুঝিয়া) আমি একাকী চলিলাম। সভার কাজে যোগ দিবেন—অর্থাৎ সাহায্য করিবেন। (১) দরোজা দাও। তাহাকে দুটা চড় কসাইয়া দাও (অর্থাৎ কসাও)। দুধে কাটি দাও (অর্থাৎ কাটি দিয়া দুধ নাড়)।

অসমাপিকা ক্রিয়া।

১৬৫। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'ইয়া', 'ইলে' ও 'ইতে' বিভক্তি যোগ হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়। (২)

কাল, পুরুষ বা বচন-ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।

চলিত কথায় 'ইয়া' স্থানে 'এ' ও (স্বর বর্ণের পর) 'য়ে' হয়; এবং 'ইলে' ও 'ইতে'—এই দুই বিভক্তির 'ই' লোপ হয়। যথা—করিয়া—

ফল—রমাপ্রসন্নের; অর্থাৎ রমাপ্রসন্ন তাঁহার নিজের অঙ্ক অন্নদার দ্বারা কষাইয়া লইতেছেন।

(১) 'সে দিন সকলেই……টাউনহলে আসিয়া সভায় যোগদান করে।' এখানে সভায় 'যোগদান করে'—অপপ্রয়োগ। যোগ দেন—এই বাক্যে দা ধাতু দানার্থক নয়। সুতরাং এখানে 'দেন' অর্থে 'দান করেন' নহে।

(২) অনেকে 'ইয়া', 'ইলে' ও 'ইতে'—এই তিনটিকে কৃৎপ্রত্যয় বলেন। তাহা স্বীকার করিলে তদুত্তর বিভক্তিযোগ আবশ্যক; নতুবা পদ হইবে না। বিভক্তি যোগ করিয়া আবার তাহার লোপের বিধান গৌরবমাত্র। ফলতঃ এই পদগুলি নাম-পদ নহে; ক্রিয়াপদ।

করে ; খাইয়া—খেয়ে ; যাইয়া, গিয়া—গিয়ে (১) ; করিলে—কর্‌লে ; যাইলে—গেলে ; যাইতে—যেতে।

(ক) অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' বিভক্তি হয়। যথা—দুগ্ধ পান করিয়া পড়িতে যাও। (২)

হেতু অর্থেও 'ইয়া' বিভক্তি হয়। যথা—ও কথা বলিয়া কাজ নাই। এখন আর দারজিলিঙে গিয়া ফল নাই। এত বয়সে বিলাতে পড়িতে গিয়া কি হবে ?

'আসিবার সময় কর্দ্দমে পড়িয়া গেলাম ;' 'কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম ;' 'সতীশ রাগিয়া উঠিলেন ;' 'এক ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও ;' 'লোকটাকে একবারে মারিয়া ফেলিল ,' 'একটা কথা বলিয়া লই ;' 'আমি প্রাতঃকালে বেড়াইয়া থাকি ;' 'তিনি রীতিমত চাঁদা দিয়া আসিতেছেন ;'—এইরূপ স্থলে 'ইয়া' বিভক্তির প্রায় স্বার্থেই ব্যবহার হয়। কেবল একটু জোর দিয়া বলিবার জন্য 'ইয়া'-যুক্ত ক্রিয়ার সহিত এক একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। (৩)

এই ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিতে হয় না। অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তাই এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(খ) যেখানে একটি ক্রিয়ার পরবর্ত্তী কালে অন্য একটি ক্রিয়া ঘটে,

---

(১) যাইয়ে ও যেয়ে—পূর্ব্ববঙ্গে চলে।

(২) প্রাচীন লেখকেরা 'করিয়া' স্থানে সময়ে সময়ে 'করত' ব্যবহার করিতেন। 'হইয়া' পদের পরিবর্ত্তেও সময়ে সময়ে 'হওত' পদ ব্যবহৃত হইত।

(৩) এইরূপ স্থলে সচরাচর যা, থাক, বস, দা, পড়, উঠ, আস ও ফেল ধাতু-নিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ সকল ধাতুর অর্থ প্রায়ই প্রকটিত হয় না। 'করিয়া ফেলিল'—ইহার মোটামুটি অর্থ—'করিল' ; বেড়াইয়া থাকি অর্থাৎ বেড়াই।

কোন কোন স্থলে অর্থগত কিছু বিশেষত্ব থাকে। যথা—নরেশ মহেশকে তিন টাকা দিয়া থাকিবেন (অর্থাৎ হয়ত দিয়াছেন)।

অথবা একটি ক্রিয়া পরবর্ত্তী অন্য ক্রিয়ার কারণ হয়, সেখানে ধাতুর উত্তর 'ইলে' বিভক্তি হয়। যথা—টাকা পাইলে তিনি সব করিবেন।

অনেক স্থলে এই শ্রেণীর ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে। যথা—আমি ফিরিয়া আসিলে তুমি যাইও। সূর্য্য উঠিলে আর হিমের ভয় থাকে না।

ক্রিয়াদ্বয়ের সমকাল-ঘটনা-স্থলে কখন কখন 'ইলে' বিভক্তি হয়। যথা—বারটা বাজিলে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে আসিবে।

(গ) নিমিত্ত-অর্থে এবং ক্রমিকতা, সামর্থ্য, বিধি ও প্রয়োজন বুঝাইতে এবং বিষয়াধিকরণের অর্থে ও ধাত্বর্থে 'ইতে' বিভক্তি হয়। যথা—ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে (আনিবার নিমিত্ত) চলিলেন। দস্যুদল দেশ লুঠিতে ও ছারখার করিতে লাগিল। (ক্রমিকতা)। সে দিবসে আট ক্রোশ চলিতে পারে। (সামর্থ্য)। তোমাকে ভবানীপুরে যাইতে হইবে। (অর্থাৎ যাইবার প্রয়োজন আছে)। এইরূপ কাজ করিতে হয় (বা নাই)। (বিধি)। জীবন লিখিতে পড়িতে (লেখা পড়া বিষয়ে) বেশ দক্ষ। আজি সকালে তাঁহাকে আসিতে (অর্থাৎ তিনি আসিতেছেন)—দেখিলাম। (ধাত্বর্থ)।

'ইয়া' বিভক্ত্যন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা অধিকাংশ স্থলে এক হয়। যথা—প্রাতঃকালে উঠিয়া বেড়াইবে।

কোন কোন স্থলে স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে। যথা—রাত্রি জাগিয়া আমার অসুখ হইয়াছে। সেদিন গঙ্গাস্নান করিয়া অসুখ হইয়াছিল। দশ ক্রোশ পথ চলিয়া পায়ে বেদনা হইয়াছে।

পুনঃপুনঃ কার্য্য অথবা ক্রমিকতা বুঝাইলে সময়ে সময়ে 'ইতে' ও 'ইয়া' বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—অনেক সাধ্যসাধনা করিতে করিতে তাঁহার মত ফিরিল। চন্দ্র দেখিতে দেখিতে গৃহে চলিলাম। পড়িয়া পড়িয়া মাথা ঘুরিতেছে।

কৃৎপ্রত্যয়।

১৬৬। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় হয়। তাহাদের সাধারণ নাম কৃৎ বা কৃৎপ্রত্যয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে।

১৬৭। কৃদন্ত শব্দের উত্তর শব্দবিভক্তি বসিলে পদ হয়। এইরূপ পদের নাম কৃদন্ত পদ।

১৬৮। কতকগুলি কৃদন্ত পদ বিশেষ্য, কতকগুলি বিশেষণ। (১)

বাচ্য।

১৬৯। যখন যে কারকের অর্থ প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হয়, তখন সেই কারক বাচ্য হইয়া থাকে।

কর্ত্তা-কারকের অর্থ প্রধানরূপে বাচ্য (বলা) হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয় বলে। এইরূপ কর্ম্ম, করণ, অপাদান বা অধিকরণ কারকের অর্থ বাচ্য হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে তাহাকে যথাক্রমে কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অপাদানবাচ্য বা অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয় বলে।

ধাতুর অর্থ বাচ্য হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে তাহাকে ভাব-বাচ্যের প্রত্যয় বলে।

---

(১) সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কৃদন্ত পদ ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উহারা নাম-পদ; অর্থাৎ কৃদন্ত শব্দ শব্দ-বিভক্তি-যুক্ত হইয়া ঐ সকল পদ নিষ্পন্ন হয়। ঐরূপ অনেক পদ বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—কর্ত্তব্য, দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতভাষায় কৃদন্ত পদের ন্যায় ক্রিয়াপদেরও ভিন্ন ভিন্ন বাচ্য আছে। বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বাচ্যভেদ নাই। ধরিতে গেলে বাঙ্গালায় সমস্ত ক্রিয়াপদই কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। বাচ্যভেদ নাই বলিয়া ক্রিয়াপদের বাচ্য নির্দ্দেশ করিতে হয় না।

১৭০। বাঙ্গালাভাষায় কর্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণ-বাচ্য ও ভাববাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় হয়। সুতরাং বাঙ্গালায় বাচ্য পাঁচ। তন্মধ্যে করণ ও অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন পদ অল্প; সুতরাং বাঙ্গালায় প্রধানতঃ তিন বাচ্য;—কর্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

যে রাঁধে=রাঁধুনি। এখানে রাঁধ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হইয়াছে; কারণ কর্ত্তাকে (যে রাঁধে, তাহাকে) বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ যাহা জ্বালান যায়=জ্বালানি। এখানে জ্বালা ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হইয়াছে। যাহা দিয়া পার হওয়া যায়=পারানি (পয়সা)। এখানে পারা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হইয়াছে। ইট বহে যাহাতে=ইটবহা (গাড়ি)। এখানে বহ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে 'আ' প্রত্যয় হইয়াছে। কর্ ধাতু+আ= করা; এখানে ধাতুর অর্থ বুঝাইতে 'আ' প্রত্যয় হইয়াছে। এটি ভাব-বাচ্যের প্রত্যয়। বাঙ্গালায় অপাদানবাচ্য নিষ্পন্ন কৃদন্তশব্দ প্রায় দেখা যায় না।

১৭১। কৃৎপ্রত্যয় করিলে ধাতুর নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়। প্রয়োগ-অনুসারে ঐ সকল পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইবে।

১৭২। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কোন্ কোন্ প্রত্যয় হয়, তাহা প্রয়োগ-অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে।

১৭৩। (ক) কর্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণবাচ্য ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় হয়। (১) যে ধরে=ধরা (ধর্+আ)। যথা—হাতধরা, ধামাধরা। যে রাঁধে=রাঁধা, (রাঁধ+আ)। যথা—ভাতরাঁধা ব্রাহ্মণ। যে কাটে=কাটা। যথা

(১) অনেকস্থলে কারক ও উপপদের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়।

—গলাকাটা লোক। যে মারে=মারা (মার+আ)। যথা—পাখী-মারা শিকারী। যে চষে=চাষা (চষ+আ)। যাহা চষা যায়=চষা (জমি)। যাহা রাঁধা যায়=রাঁধা। যথা—রাঁধা ভাত। যাহা পাতা যায়=পাতা (পাত+আ)। যথা—পাতা উনান; ঘরপাতা দধি। যাহা তোলা যায়=তোলা (তুল+আ)। যথা—বাজারের তোলা (দান)। যাহা তুলিয়া রাখা যায়=তোলা। যথা—তোলা কাপড়। হাত-তোলা। যাহা কাটা যায়—কাটা। যথা—বাটালি-কাটা মুখ। যাহা দ্বারা ধরা যায়=ধরা। যথা—পাখীধরা ফাঁদ। যাহার দ্বারা মারা যায়=মারা। যথা—ইঁদুরমারা কল। এইরূপ পাঁঠাকাটা খাঁড়া। বহে যাহাতে=বহা (বহ+আ)। যথা—ইটবহা গাড়ি। মারে যাহাতে (বসিয়া)=মারা। যথা—পাখীমারা ডোঙ্গা। বাসা করে যেখানে=বাসা। ভাববাচ্যে—দেখ+আ=দেখা (দর্শন); কর্+আ=করা; শু+আ=শোয়া (শয়ন)। এইরূপ লওয়া, যাওয়া, হওয়া, পরা, বসা, চষা। (১)

(খ) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্ত্তৃবাচ্যে) ভাঁড়া+নি=ভাঁড়ানি; বিলা+নি=বিলানি; বেড়া+নি=বেড়ানি; লাগা+নি=লাগানি; হারা+নি=হারানি। (কর্ম্মবাচ্যে) জ্বালা+নি=জ্বালানি। (করণবাচ্যে) পারা+নি=পারানি। (ভাববাচ্যে)—হাঁপা+নি=হাঁপানি; লাফা+নি=লাফানি।

(গ) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'অনি' ও 'উনি' প্রত্যয় হয়। যথা—কর্ত্তৃবাচ্যে) রাঁধ্—

---

(১) বিশেষার্থ বুঝাইলে সময়ে সময়ে এইরূপ কোন কোন পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—কাটা কাটা কথা।

রাঁধনি, রাঁধুনি। (কর্ম্মবাচ্যে) ধর্—ধরুনি। (করণবাচ্যে) ছাঁক্—ছাঁকুনি, ছাঁকনি; ছেঁচ—ছেঁচনি, ছেঁচুনি; মহ (ম)—মহনি, মহুনি, মউনি। (ভাববাচ্যে) চাহ—চাহনি, চাহুনি; বক—বকনি, বকুনি; কাঁদ—কাঁদনি, কাঁদুনি; বহ—বহনি, বহুনি; গাঁথ—গাঁথনি, গাঁথুনি; চাহ (চা)—চাহনি, চাহুনি, চাউনি; ছা—ছাউনি; বিছ—বিছনি, বিছুনি; আঁট—আঁটনি, আঁটুনি; শুন্—শুননি, শুনুনি। (১)

(ঘ) কর্ত্তৃবাচ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর 'ইয়ে' প্রত্যয় হয়। যথা—বল—বলিয়ে; কহ—কহিয়ে, কইয়ে; চল—চলিয়ে; গাহ (গা)—গাহিয়ে, গাইয়ে। (২) বাজা—বাজিয়ে, বাজাইয়ে।

(ঙ) কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'উনে' প্রত্যয় হয়। যথা—খা—খাউনে; চল—চলুনে; কর্—করুণে; বক—বকুনে; ভাঙ—ভাঙুনে। (৩)

(চ) কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'অন্ত' ও 'ল' প্রত্যয় হয়। যথা—ফুট—ফুটন্ত; জাগ—জাগন্ত; ঘুম—ঘুমন্ত; জ্বল—জ্বলন্ত। এইরূপ নিবন্ত, বাড়ন্ত, অফুরন্ত (ফুরন্ত নয়=যাহা ফুরায় না), জীবন্ত ও জীয়ন্ত। পাক—পাকাল; ডাঁশা—ডাঁশাল।

(ছ) কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'না' প্রত্যয় হয়। যথা—দেনা, পাওনা, গাওনা, শুখ্না, খেলনা, বাজনা, কান্না, মাগুনা। কচিৎ অধিকরণবাচ্যে হয়। যথা—ঝরণা।

(জ) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'আই' প্রত্যয় হয়। যথা—খোদাই, চোলাই, ঢালাই, বাছাই, বাঁধাই, যাচাই, বদলাই। এই প্রত্যয় কচিৎ কর্ম্মবাচ্যেও হয়।

---

(১) শুনানি পদও দেখা যায়। (২) গাহক শব্দ সংস্কৃত গায়ক শব্দের অনুকরণ।
(৩) স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিয়া করুনী, বকুনী ও ভাঙুনী হয়।

(ঝ) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয় হয়। যথা—চল্+অন=চলন; বল+অন=বলন; মিল+অন=মিলন; সৃজ+অন=সৃজন; দেখ+অন=দেখন। এইরূপ কসন, পড়ন, ফলন, ফেরন। চাপা+অন=চাপান; চালা+অন=চালান।

(ঞ) কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রযোজক-ক্রিয়ার ধাতু ও নামধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্ম্মবাচ্যে)—দেখান বা (কপালে) ছোঁওয়ান (টাকা); সামলান (ধন); লুকান (টাকা)। (করণবাচ্যে)—মারণ (বাণ)। (ভাববাচ্যে)—বলান, লওয়ান, চালান, করান, দেওয়ান, মাখান, খাওয়ান, চাপান, কামান, বসান। (স্বার্থে আ প্রত্যয়ান্ত হইলেও এই প্রত্যয় হয়)। ঘুমান, হাঁফান, লাফান।

(ট) কতকগুলি ধাতুর উত্তর যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ত প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্তৃবাচ্যে) জাগ+ত=জাগ্রত; চিন্ত+ত=চিন্তিত; বস+ত=বসত(১) (প্রজা); প্র+বৎ+ত=প্রবর্ত্ত; ভাব+ত=ভাবিত। (কর্ম্মবাচ্যে)—মান+ত=মানত, মানিত; দা+ত=দায়ত (টাকা); জান+ত=জানিত (লোক)—(অজানিত) চল+ত=চলিত (কথা)। (ভাববাচ্যে)—কহ+ত=কহত (কহত-প্রমাণ অর্থাৎ কথাপ্রমাণ) পড়্+ত=পড়িত; লিখ+ত=লিখিত।

(ঠ) কর্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উপর 'অ' ও 'এ' প্রত্যয় হয়; প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—পড় পড় (ছাদ); কাঁদ কাঁদ (মুখ); মর মর (লোক)। এইরূপ ডোব ডোব (ডুব+অ); কাট কাট। 'এ' প্রত্যয় হইলে পূর্ব্বপদের প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—জ্বল্ জ্বলে; ঝক্ ঝকে।

---

(১) অধিকরণবাচ্যেও 'বসত' হয়। যথা—বসত জমি।

(ড) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, অধিকরণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'তা' ও 'তি' প্রত্যয় হয়। যথা—পড়তা, ফেরতা, করতা (ওজনে যাহা বাদ যায়) (১), ধরতা। চল্‌তি, বাড়্‌তি, ফিরতি, কমতি, বস্তি (জমি)।

(ঢ) কর্ম্মবাচ্যে 'খা' ধাতুর উত্তর 'বার' ও 'বি' এবং দা ধাতুর উত্তর 'বি' প্রত্যয় হয়। যথা—খাবার, খাবি (২); দা-দাবি।

(ণ) সংস্কৃত জ্ঞা, শ্রু ও বিপূর্ব্বক স্মৃ ধাতুর উত্তর বাঙ্গালায় কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হয়। যথা—জ্ঞাত, শ্রুত, বিস্মৃত। যথা—বিরোধের কথা জ্ঞাত থাকিলেও তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

(ত) কর্ত্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ও' প্রত্যয় হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে যথা—পড়্—পড়ো (ছাত্র); ধার্—ধেরো; খা—খেয়ো, খেকো (খেয়ো খদ্দের, মানুষখেকো বাঘ); জাঁক—জেঁকো। ভাববাচ্যে যথা—চড়া—চড়াও; ঘেরা—ঘেরাও।

(থ) ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ণ্ প্রত্যয় হয়। ণ্ লোপ হয়; প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না; ধাতুর অন্তে আকার থাকিলে তাহারও লোপ হয়। যথা—বাড়+ণ্=বাড়; শাণা+ণ=শাণ। এইরূপ আছাড়, চাল, ছাড়, জাল, ধার, পাত, মার, হার। ক্বচিৎ কর্ম্মবাচ্যেও এই প্রত্যয় হয়। যথা—পাত।

(দ) পৌনঃপুন্য অর্থে, পরস্পরের কার্য্য বা সমবেত কার্য্য বুঝাইতে এবং ব্যাপ্তি বা আতিশয্য বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'যঙ' প্রত্যয় হয়। 'যঙ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের নাম যঙন্ত শব্দ। যঙের লোপ হয়।

---

(১) এই অর্থে মূলধাতুর ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয় না। এইরূপ অন্য অনেক ধাতুও আছে, তাহাদের কৃদন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু মূলধাতুর ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই। যথা—কলাই, চোরাই, সাফাই।

(২) মূলতঃ খাবার সম্বন্ধ পদ। খাবার অর্থাৎ খাইবার দ্রব্য। এখন প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

যঙ প্রত্যয় করিলে ধাতুর দ্বিত্ব হয়। এবং পূর্ব্বভাগের উত্তর 'আ' এবং শেষ ভাগের উত্তর 'ই' হয়।

পৌনঃপুন্য অর্থে নড়্—নড়ানড়ি (পুনঃপুনঃ নড়া) আপ্রত্যয়ান্ত নড়্—নাড়ানাড়ি (পুনঃ পুনঃ নাড়া)। এইরূপ—গড়্—গড়াগড়ি; চল্—চলাচলি, তাড়্—তাড়াতাড়ি; দৌড়্—দৌড়াদৌড়ি; দেখ্—দেখাদেখি (রামের দেখাদেখি—অর্থাৎ রামের কার্য্য পুনঃ পুনঃ দেখিয়া শ্যামও পাঠে মন দিল।)

পরস্পরের কার্য্য অর্থে—দেখ—দেখাদেখি (তাহারা দেখাদেখি করিতেছে); বল—বলাবলি; বক্—বকাবকি; মার—মারামারি।

ব্যাপ্তি অর্থে—ছড়—ছড়াছড়ি (সর্ব্বত্র ছড়ান); মাখ্—মাখামাখি (সর্ব্বত্র মাখা)। অতিশয়ার্থে—পীড়—পীড়াপীড়ি।

১৭৪। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্ত পদ কর্ত্তার বিশেষণ হয়। যথা—আমি পাঁচজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ চাই।

এইরূপ কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য ও অধিকরণ বাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদ যথাক্রমে কর্ম্ম, করণ ও অধিকরণপদের বিশেষণ হইয়া থাকে।

১৭৫। ভাববাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদগুলি বিশেষ্য; ইহাদের নাম ভাব-বিশেষ্য। যথা—তাহাকে চালান বিষম ব্যাপার। এখানে 'চালান' ভাববিশেষ্য; 'তাহাকে' ঐ ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

অনেকগুলি ভাববিশেষ্যের মূল ধাতুর ক্রিয়া বাঙ্গালায় চলে না। 'একটা হরিণ শিকার করিয়া আনিল'—এখানে শিকার ভাববিশেষ্য; কিন্তু 'শিকারিল'—এরূপ পদ চলে না। 'রাজাকে দর্শন করিল'—এখানে 'দর্শন'—ভাববিশেষ্য; কিন্তু 'দর্শিল'—এরূপ পদ চলে না। এইরূপ গৃহে গমন করিল; বিদেশে যাত্রা করিল; চোরকে গুলি করিল; নুটিস জারি করিল; তাঁহাকে টেলিগ্রাফ কর; আমাকে একটু মেহেরবানি করুন; আপনি নিজে তদারক করুন। এই সকল স্থলে 'গমন', 'যাত্রা', 'গুলি', 'জারি', 'টেলিগ্রাফ', 'মেহেরবানি' ও 'তদারক' ভাববিশেষ্য। কিন্তু ঐ সকল পদের মূল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলিত নাই।

অনেকগুলি সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। উদাহরণস্বরূপে কতকগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(ক) কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'তব্য' 'অনীয়' ও 'য' (ণ্যৎ, যৎ ও ক্যপ) প্রত্যয়।

[কর্ম্মবাচ্যে বিহিত প্রত্যয়গুলি করণ, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যেও হইতে পারে।]

ধাতু	তব্য	অনীয়	য (ণ্যৎ)
বচ্	বক্তব্য	বচনীয়	বাচ্য
বি+অব+হৃ	—	—	ব্যবহার্য্য
বি+চর	—	—	বিচার্য্য
আ+চর	—	—	আচার্য্য আশ্চর্য্য
ধৃ	ধর্ত্তব্য	—	ধার্য্য
কৃ	কর্ত্তব্য	করণীয়	কার্য্য
ঋ	—	—	আর্য্য
ভুজ	ভোক্তব্য	—	ভোগ্য, ভোজ্য
হস	—	—	হাস্য
ভৃ	—	—	ভার্য্যা
মন	মন্তব্য	—	মান্য
শ্রু	—	—	শ্রাব্য
অমা+বস	—	—	অমাবস্যা, অমাবাস্যা (যৎ)
পূজ	পূজিতব্য	পূজনীয়	পূজ্য
দা	দাতব্য	দানীয়	দেয়
মা	—	—	মেয় (অনুমেয়)
ভূ	ভবিতব্য	—	ভব্য
গম	গন্তব্য	—	গম্য
সেব	—	সেবনীয়	সেব্য
ন+জি	—	—	অজেয়
ভক্ষ	—	—	ভক্ষ্য
বি+ধা	—	—	বিধেয়
স্মৃ	স্মর্ত্তব্য	স্মরণীয়	—
পালি	—	পালনীয়	পাল্য
মৃগ	—	—	মৃগয়া
সহ	—	সহনীয়	সহ্য
রম	—	—	রম্য

লভ	লব্ধব্য	—	লভ্য (ক্যপ)
কৃ	—	—	কৃত্য
দৃশ	দ্রষ্টব্য	দর্শনীয়	দৃশ্য
পরি+চর	—	—	পরিচর্য্যা
বিদ্	—	—	বিদ্যা
শাস্	—	—	শিষ্য
সৃ	—	—	সূর্য্য
হন	—	—	হত্যা (১)
ভৃ	—	—	ভৃত্য

(খ) অতীতকালে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয়। গমন, প্রাপ্তি ও আরোহণার্থক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ত হয়; অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ত হয়। এবং সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ত হয়। (২)
যথা।—কৃ+ত=কৃত; দা+ত=দত্ত; দৃশ্+ত=দৃষ্ট; প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট; ত্রস্+ত=ত্রস্ত; ণিজন্ত ত্রস+ত=ত্রাসিত; আ+বৃ+ত=আবৃত; নি+(ণিজন্ত) বৃ+ত=নিবারিত; পালি+ত=পালিত; লস্জ+ত=লগ্ন; মস্জ+ত=মগ্ন; ভন্জ+ত=ভগ্ন; গৈ+ত=গীত; পা+ত=পীত; গ্রন্থ+ত=গ্রথিত; জৄ+ত=জীর্ণ; শৄ+ত=শীর্ণ; উৎ+তৄ+ত=উত্তীর্ণ; বি+স্তৃ=ত=বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ; গম+ত=গত; হন+ত=হত; স্বপ+ত=সুপ্ত; শ্রম+ত=শ্রান্ত; শম+ত=শান্ত; ক্ষী+ত=ক্ষীণ; দী+ত=দীন; শুষ্+ত=শুষ্ক; পচ্+ত=পক্ক; ক্ষুদ্+ত=ক্ষুণ্ণ; পুর্+ত=পূর্ণ; প্র+সদ+ত=প্রসন্ন; ছিদ্+ত=ছিন্ন; ভিদ্+ত=ভিন্ন; ইষ্+ত=ইষ্ট; যজ+ত=ইষ্ট; ব্যধ+ত=বিদ্ধ; স্থা+ত=স্থিত; অনু+স্থা+ত=অনুষ্ঠিত; প্র+ফুল্ল+ত=প্রফুল্ল; আ+হ্বে+ত=আহূত। ভুজ+ত=ভুক্ত (ভক্ষিত), ভুগ্ন (বাঁকান); রুজ+ত=রুগ্ন; ঘ্রা+ত=ঘ্রাত, ঘ্রাণ; বা+ত=বাত; নির্+বা+ত=নির্ব্বাণ।

(গ) অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তবৎ' প্রত্যয়। যথা—কৃ+ক্তবৎ=(কৃতবৎ) কৃতবান্; দা+ক্তবৎ=(দত্তবৎ) দত্তবান্; দৃশ+ক্তবৎ=(দৃষ্টবৎ) দৃষ্টবান্; লভ+ক্তবৎ=(লব্ধবৎ) লব্ধবান্।

স্ত্রীলিঙ্গে কৃতবতী, দত্তবতী, দৃষ্টবতী ইত্যাদি।

---

(১) সংস্কৃতে হনধাতু অন্যপদের পরস্থিত না হইলে হত্যা হয় না। 'ব্রহ্মহত্যা' পদ সিদ্ধ; কিন্তু কেবল 'হত্যা' অসিদ্ধ। বাঙ্গালায় কেবল 'হত্যা' চলিত আছে। সংস্কৃতে বিদ্যা, শয্যা, পরিচর্য্যা—ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন।

(২) কতকগুলি ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে ত হয়।

(ঘ) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্ত-কারক-বাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয়। কৃ+ক্তি=কৃতি; গৈ+ক্তি=গীতি; মা+ক্তি=মিতি (জ্যামিতি, পরিমিতি); শক্+ক্তি=শক্তি; বচ+ক্তি=উক্তি; নম্+ক্তি=নতি (প্রণতি, বিনতি); গম+ক্তি=গতি; মন+ক্তি=মতি; বৃধ+ক্তি=বৃদ্ধি; মুচ+ক্তি=মুক্তি; দৃশ+ক্তি=দৃষ্টি; ক্রম+ক্তি=ক্রান্তি; শম+ক্তি=শান্তি; ভ্রম+ক্তি=ভ্রান্তি; সু+স্বপ+ক্তি=সুষুপ্তি; সম্+অস্+ক্তি=সমষ্টি; প্র+সূ+ক্তি=প্রসূতি (কর্ম্মবাচ্যে সন্তান, অপাদানবাচ্যে জননী, ভাববাচ্যে প্রসব)।

(ঙ) বর্ত্তমান কালে অৎ (শতৃ) ও আন (শানচ্) প্রত্যয়; অতীত কালে বস্ (ক্বসু) এবং ভবিষ্যৎকালে স্যৎ (স্যতৃ) প্রত্যয়। ইহাদের মধ্যে 'অৎ', 'বস্' ও 'স্যৎ' কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়; 'আন' কোন স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে, কোন স্থলে কর্ম্মবাচ্যে হইয়া থাকে। অৎ যথা—চল—চলৎ; জীব—জীবৎ; অস—সৎ। 'আন' যথা—বৃত—বর্ত্তমান; আস—আসীন; বৃধ—বর্দ্ধমান; বিদ—বিদ্যমান; মৃ—ম্রিয়মাণ; বি+রাজ—বিরাজমান; প্রতি+ই—প্রতীয়মান; কৃ—ক্রিয়মাণ; দৃশ—দৃশ্যমান; বস্ যথা—বিদ্—(বিদ্বস্) [অৎ স্থানে বস্]—বিদ্বান্; 'স্যৎ' যথা—ভূ—ভবিষ্যৎ।

(চ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'অক' (ণক, বক) প্রত্যয়। গৈ—গায়ক; জনি—জনক; কৃ—কারক; ধৃ—ধারক; অনু+বদ—অনুবাদক; যাচ—যাচক; হন—ঘাতক; দৃশ—দর্শক; শুষ—শোষক; নী—নায়ক। পরি+অট—পর্য্যটক। (বক) নৃৎ—নর্ত্তক, এইরূপ রজক, খনক।

(ছ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'তৃ' প্রত্যয়। কৃ—কর্ত্তা (কর্ত্তৃ); দা—দাতা (দাতৃ); ভুজ—ভোক্তা (ভোক্তৃ)। এইরূপ বচ—বক্তা; দৃশ—দ্রষ্টা; নী—নেতা; গ্রহ—গ্রহীতা; সূ—সবিতা; বুধ—বোদ্ধা; বি+ধা—বিধাতা; শ্রু—শ্রোতা; সৃজ—স্রষ্টা; নি+যম—নিয়ন্তা; উপ+দিশ—উপদেষ্টা; ত্রৈ—ত্রাতা; ভৃ—ভর্ত্তা।

(জ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'ইন্' (ণিন্, ইন্, ঘিণুন্) প্রত্যয়। যথা—অনু—কৃ—অনুকারী; স্থা—স্থায়ী; অপ+রাধ—অপরাধী। বদ—বাদী (প্রতিবাদী, সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মবাদী); ভূ—ভাবী; স্থা—স্থায়ী; আ+গম—আগামী; শী—শায়ী (শয্যাশায়ী, জলশায়ী); মাংস+অশ—মাংসাশী; নর+হন—নরঘাতী। পা—পায়ী (স্তন্যপায়ী)। মন্ত্র—মন্ত্রী; পরি+শ্রম—পরিশ্রমী। এইরূপ বিজয়ী, মাংসবিক্রয়ী। যুজ—যোগী; অনু+রন্‌জ—অনুরাগী।

(ঝ) কর্ত্তৃবাচ্যে (খ ও খট্) প্রত্যয়। যথা—প্রিয়+বদ—প্রিয়ংবদ; বশ+বদ—বশংবদ; (১) ভয়+কৃ—ভয়ঙ্কর; অভ্র+কষ—অভ্রঙ্কষ; ক্ষেম+কৃ—ক্ষেমঙ্করী (স্ত্রী); ভয়+কৃ—ভয়ঙ্কর; ধন+জি—ধনঞ্জয়; শুভ+কৃ—শুভঙ্কর;

---

(১) বাঙ্গালায় প্রিয়বদ, বশবদ, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি পদ দেখা যায়। এগুলি প্রয়োগ না করাই ভাল।

পুর + দৃ—পুরন্দর ; স্বয়ম্ + বৃ—স্বয়ংবর ; বিশ্ব + ভৃ—বিশ্বম্ভর, বিশ্বম্ভরা (স্ত্রী) ; সর্ব্ব + সহ—সর্ব্বংসহা (স্ত্রী) ; ভুজ + গম—ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম ; উরস্ + গম—উরঙ্গ, উরঙ্গম ; ত্বরা + গম—তুরঙ্গ, তুরঙ্গম ; প্লব + গম—প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম ; পত + গম—পতঙ্গ, পতঙ্গম; বিহায়স্ + গম—বিহঙ্গ, বিহঙ্গম ; ইরা + মদ—ইরম্মদ। বসু + ধৃ—বসুন্ধরা।

(ঞ) কর্ত্তৃবাচ্যে খশ্ প্রত্যয়। যথা—ন + সূর্য্য + দৃশ—অসূর্য্যম্পশ্যা (স্ত্রী)।

(ট) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (ড) প্রত্যয়। যথা—ভুজ + গম—ভুজগ ; এইরূপ উরগ, তুরগ, প্লবগ, পতগ, বিহগ। ন + গম—নগ ; অগ্র + জন্—অগ্রজ ; এইরূপ অনুজ, জলজ, দ্বিজ, প্রজা। মনস্ + জন্—মনসিজ, মনোজ ; সরস্ + জন্—সরসিজ, সরোজ। বি + জ্ঞা—বিজ্ঞ। গৃহ + স্থা—গৃহস্থ ; এইরূপ মধ্যস্থ, পাত্রস্থ, ভূমিষ্ঠ। দ্বি + পা—দ্বিপ ; এইরূপ মধুপ, নৃপ, ভূপ, গোপ। বর + দা—বরদ, (স্ত্রী) বরদা ; এইরূপ ধনদ। শোক + অপ + হন্—শোকাপহ। শোক + আ + বহ = শোকাবহ।

(ঠ) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (ক) প্রত্যয়। যথা—প্রী—প্রিয় ; মহী + রুহ—মহীরুহ ; পুৎ + ত্রৈ—পুত্র (পুত্র)।

(ড) কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়। সৃপ—সর্প; দিব—দেব ; এইরূপ জলধর, ক্লেশকর, দুঃখহর, নিন্দার্হ, সরীসৃপ, কিঙ্কর।

(ঢ) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (টচ্)প্রত্যয়। কৃত + হন্—কৃতঘ্ন। শত্রু + হন্—শত্রুঘ্ন ; ভূ + চর—ভূচর ; খে + চর—খেচর ; এইরূপ নিশাচর, জলচর। সহ + চর—সহচর।

(ণ) কর্ত্তৃবাচ্যে ই (খি), ইষ্ণু, উক, আলু, উর (কুর, ঘুর), রু, বর, র ও ক্বিপ্ প্রত্যয়। ক্বিপের সমস্ত লোপ হয় ; কিছুই থাকে না। 'ই' যথা—আত্মন্ + ভৃ—আত্মম্ভরি ; 'ইষ্ণু' যথা—সহ—সহিষ্ণু ; বৃধ—বর্দ্ধিষ্ণু। 'উক' যথা—ভূ—ভাবুক ; কম—কামুক ; হন—ঘাতুক। 'আলু' যথা—দয়—দয়ালু ; নিদ্র—নিদ্রালু ; তন্দ্রালু। 'উর' যথা—ভন্জ—ভঙ্গুর। 'রু' যথা—শদ্—শত্রু ; ভী—ভীরু। 'বর' যথা—ঈশ—ঈশ্বর ; স্থা—স্থাবর ; নশ—নশ্বর ; যা + যঙ্—যাযাবর। 'র' যথা—হিন্স—হিংস্র ; নম—নম্র ; চন্দ—চন্দ্র। 'ক্বিপ্' যথা—উৎ + ভিদ্—উদ্ভিদ্ ; বিজ্ঞান + বিদ্—বিজ্ঞানবিৎ ; সেনা + নী—সেনানী ; অগ্র + নী—অগ্রণী ; গম—জগৎ ; সম্ + রাজ—সম্রাট্ ; ইন্দ্র + জি—ইন্দ্রজিৎ ; পরি + সদ্—পরিষদ্ ; স্বয়ম্ + ভূ—স্বয়ম্ভু।

(ত) ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় হয়। সনন্ত ধাতুর দ্বিত্ব হয় ; শেষে 'স' থাকে। ধাতু সনন্ত হইয়া ধাতুই থাকে ; উহার উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইয়া তদুত্তর বিভক্তি বসে। যথা—পা + সন্—পিপাস্ ধাতু।

(থ) সনন্ত ধাতু এবং অন্য কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয়। যথা—সনন্ত পা—পিপাসু ; সনন্ত মৃ—মুমূর্ষু ; সনন্ত ভুজ—বুভুক্ষু ; সনন্ত জি—জিগীষু ; ইষ—ইচ্ছু ; এইরূপ ভিক্ষু, বিন্দু।

(দ) কর্ত্তৃবাচ্যে উক ও ক্বন্ প্রত্যয়। যথা—জাগৃ—জাগরূক। কৃষ—কৃষক, কৃষিক।

(ধ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'অন' প্রত্যয়। তপ—তপন। এইরূপ দমন, সাধন, নাশন, ভীষণ, রমণ, নন্দন,বর্দ্ধন, লবণ, শোভন, জনার্দ্দন, মধুসূদন, সুদর্শন, দুর্য্যোধন।

(ন) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে 'অ' (ঘঞ্, অল্, খল্, শ) প্রত্যয়।

অ (ঘঞ্)—রম—রাম; বস—বাস; লভ—লাভ; রন্‌জ—রাগ; পচ—পাক; ইতিহ+অস্—ইতিহাস; অদ্—ঘাস। এইরূপ—ব্যবহার, আহার, প্রয়োগ, লোপ, শোক, নিবাস, আচার, সঙ্গ, ত্যাগ, যোগ, নীহার।

অ (অল্)—জি—জয়; ভী—ভয়; প্রতি+ই—প্রত্যয়; হন—বধ; বি+স্মি—বিস্ময়।

অ (খল্)—সু+কৃ—সুকর; এইরূপ দুষ্কর, দুর্লভ, দুর্দ্ধর্ষ। অ (শ)—কৃ—ক্রিয়া।

অ—সনন্ত পা—পিপাসা (স্ত্রীলিঙ্গ); সনন্ত কিৎ—চিকিৎসা; সনন্ত জি—জিগীষা; সনন্ত মা—মীমাংসা; সনন্ত হন—জিঘাংসা; সনন্ত ভুজ—বুভুক্ষা; (নাম ধাতু) তপস্য—তপস্যা।

কতকগুলি 'অ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃতে কেবল স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—পরীক্ষা, লজ্জা, কৃপা, ব্যথা, চিন্তা, প্রজ্ঞা, প্রশংসা, লেখা, দয়া।

(প) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্যকারকবাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হয়। যথা—গ্লৈ+নি—গ্লানি; হা+নি—হানি।

(ফ) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য কারকবাচ্যে 'অন' (ল্যুট্) প্রত্যয়। যথা—কৃ—করণ, শী—শয়ন; এইরূপ সেচন,(১) নয়ন, চরণ, স্থান, দর্শন, ভূষণ, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গান, ত্রাণ, অনুষ্ঠান। অর্চ্চ—অর্চ্চনা, বিদ-বেদনা; এইরূপ যন্ত্রণা, কল্পনা (যুচ্ বা ল্যুট্)।

যঙ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। সন্ প্রত্যয়ের ন্যায় যঙ্ প্রত্যয়যোগে ও সংস্কৃতে স্বতন্ত্র ধাতু হয়; এবং অনেক স্থলে যঙের লোপ হয়। যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়। যথা—দীপ+যঙ্=দেদীপ্যধাতু+আন=দেদীপ্যমান; জ্বল+যঙ=জাজ্বল্য+আন=জাজ্বল্যমান। গম+যঙ্+অ=জঙ্গম। এইরূপ—চঞ্চল, সরীসৃপ, যাযাবর।

১৭৬। বাঙ্গালা কৃদন্ত পদের ন্যায় সংস্কৃত-ভাববাচ্যনিষ্পন্ন কৃদন্ত পদও ভাববিশেষ্য হয়। সকর্ম্মক ধাতু হইতে যে ভাববিশেষ্য হয়, তাহার কর্ম্ম থাকে। যথা—দরিদ্রকে 'দয়া' কর। এখানে দরিদ্রকে এই পদ 'দয়া' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। এইরূপ—আমার কথা 'শ্রবণ' কর। ইংরাজি 'লেখা' তাঁহার কাজ নয়।

১৭৭। ব্যবহার, যোগ, প্রয়োগ, লোপ, আহার প্রভৃতি পদ বাঙ্গালায় বিশেষ্য

---

(১) বাঙ্গালায় সিঞ্চনও হয়।

ও বিশেষণ উভয়রূপেই প্রয়োগ হয়। যথা—'বাঙ্গালায় এরূপ পদ ব্যবহার (ব্যবহৃত) হয় না।' 'বাঙ্গালায় এরূপ পদের ব্যবহার নাই।'

'বাঙ্গালায় এরূপ পদ প্রয়োগ (প্রযুক্ত) হয় না।' 'ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই বিভক্তি শব্দে যোগ (যুক্ত) হয়।'

১৭৮। কারকবাচ্যে নিষ্পন্ন-কৃদন্তপদ তত্তৎকারকের বিশেষণ হইয়া থাকে।

পদপরিচয়।

১৭৯। বাক্যে যে সকল পদ থাকে, সেই সকলের পরিচয়দান ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করার নাম পদপরিচয়।

১৮০। পদপরিচয় দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাক্যস্থ ক্রিয়াগুলি নির্ণয় করিতে হয়। তাহার পর কারকোক্ত প্রণালীতে প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকগুলি স্থির করিতে হইবে। প্রত্যেক কারক নির্ণয়ের সময় বিশেষণপ্রকরণে লিখিত প্রশ্ন করিয়া, তাহাদের বিশেষণ থাকিলে, সেগুলিও স্থির করা আবশ্যক। অন্য পদ থাকিলে তাহার সহিত অন্যান্য পদের সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহার স্বরূপ; এবং অব্যয় থাকিলে তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

১৮১। বক্তার ইচ্ছা অর্থাৎ বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পদপরিচয় দিতে হইবে। কেবল বিভক্তি ধরিয়া কোন নামপদের কারক নির্ণয় করিতে গেলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যথা—(ক) 'এখান হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়'—এই বাক্যে 'দেখায়' এই ক্রিয়ার অর্থ—'দৃষ্ট হয়'। প্রশ্ন—কে দৃষ্ট হয়? উত্তর—চন্দ্র। সুতরাং এখানে 'কে'-বিভক্তিযুক্ত হইলেও চন্দ্র—'চন্দ্রকে'—এই পদটি কর্ত্তা।

(খ) 'তোমাকে বড় কৃশ দেখাইতেছে'। এই বাক্যেও কর্ত্তা—'তোমাকে' (অর্থাৎ তোমার শরীর অর্থাৎ তুমি)।

সংস্কৃতেও বিবক্ষা-অনুসারে কারক নির্ণয় হইয়া থাকে।

১৮২। ক্রিয়ার পরিচয়-দানকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দ্দেশ আবশ্যক।—(ক) সমাপিকা বা অসমাপিকা। (খ) অকর্ম্মক বা সকর্ম্মক। (গ) ক্রিয়া সমাপিকা হইলে কাল, পুরুষ, বচন। (ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়া হইলে—বিভক্তি। (ঙ) কর্ত্তা কে এবং (ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে) কর্ম্ম কি? (১)

১৮৩। বিশেষ্যের পরিচয়ে (ক) কোন্ শ্রেণীভুক্ত; (খ) লিঙ্গ, বচন; (গ) বিভক্তি; (ঘ) বিভক্তি-যোগের কারণ; (ঙ) সম্বন্ধ পদের (ক্রিয়া বা অন্য পদের) সহিত সম্বন্ধ। সর্ব্বনাম সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

১৮৪। বিশেষণের পরিচয়ে (ক) কিরূপ বিশেষণ; (খ) কাহার বিশেষণ।

১৮৫। অব্যয়ের পরিচয়ে শ্রেণীবিভাগ এবং অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহারও নির্দ্দেশ আবশ্যক।

১৮৬। সমস্ত বিশেষ্যই প্রথমপুরুষ। এইকারণে বিশেষ্যের পুরুষ নির্দ্দেশ করিতে হয় না। সর্ব্বনাম ও সমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ বলিতে হয়।

১৮৭। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল, বচন ও পুরুষ নির্দ্দেশ করিতে হয় না। যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই, তাহাদের কর্ত্তাও নির্দ্দেশ করিতে হয় না। কেবল ধাতুর উল্লেখ করিয়া বিভক্তির পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইল।

১৮৮। ভাববিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন উল্লেখ করিতে হয় না; কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে (অর্থাৎ সকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে) কর্ম্মপদ বলিয়া দিতে হইবে।

---

(১) সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ক্রিয়ার বাচ্য নির্দ্দেশ করিতে হয় না। কৃদন্ত পদে প্রত্যয়ের বাচ্য নির্দ্দেশ করিতে হয়; কারণ ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

সে দিন চন্দ্র উদয় হইলে, বনের ভিতর অন্ধকার কমিয়া গেলে আমরা হরিণশিকারে বাহির হইলাম। এই বাক্যে—'হইলে', 'গেলে' ও 'হইলাম'—এই তিনটি ক্রিয়া।

(ক) হইলে—অসমাপিকা ক্রিয়া, 'হ' ধাতু, অকর্ম্মক, ইলে বিভক্তি। কর্ত্তা—চন্দ্র।

চন্দ্র—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক—সংজ্ঞাবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন; কর্ত্তাকারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে); 'হইলে'—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা।

উদয়—ভাববিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, চন্দ্রের বিশেষণ।

দিন—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক—দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন; অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে)।

সে—সর্ব্বনাম বিশেষণ—'দিন' এই পদের বিশেষণ।

(খ) গেলে—অসমাপিকা ক্রিয়া; যা ধাতু, অকর্ম্মক, ইলে বিভক্তি; কর্ত্তা—অন্ধকার।

কমিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া; কম্ ধাতু, অকর্ম্মক, ইয়া বিভক্তি; 'গেলে' এই ক্রিয়ার সহিত সংবদ্ধ। (কমিয়া গেলে = কমিলে।)

অন্ধকার—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন, কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে); 'গেলে'—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(গ) হইলাম—সমাপিকা ক্রিয়া; 'হ' ধাতু, অকর্ম্মক, বর্ত্তমানকাল, উত্তমপুরুষ, একবচন, ইলাম বিভক্তি; কর্ত্তা—আমরা।

আমরা—সর্ব্বনাম, উত্তমপুরুষ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন, 'রা' বিভক্তি, কর্ত্তাকারক। 'হইলাম'—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

বাহির—ভাব-বিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত; 'আমরা'—এই পদের বিশেষণ।

শিকারে—ভাববিশেষ্য, নিমিত্তার্থে 'এ' বিভক্তি।

হরিণ—বিশেষ্য, প্রাণিবাচক-জাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন, 'শিকার' —এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

বনের—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-জাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন; সম্বন্ধপদে 'র' বিভক্তি।

ভিতর—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন, অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে)।

সংক্ষেপ-অন্বয়।

(ক) তাঁহাকে ভয় করিব কেন?

এই বাক্যে ক্রিয়া—করিব। ইহার কর্ত্তা—আমি (উহ্য), কর্ম্ম—'ভয়' এই ভাববিশেষ্য। তাঁহাকে—'ভয়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(খ) তুমি ও বাহাদুর দুটিতে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যাও। এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—'যাও'; কর্ত্তা—তুমি ও বাহাদুর। 'দুটিতে' —'তুমি' ও 'বাহাদুর' এই দুই পদের সমপদ। হাত—'ধরাধরি' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম; ধরাধরি—'করিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'ও'—সংযোজক অব্যয়।

(গ) সতীশের ভাই-পরিচয়ে ক্ষিতীশ আমার নিকট আসিয়াছিল। এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—আসিয়াছিল; কর্ত্তা—ক্ষিতীশ; সতীশের সম্বন্ধ পদ, 'ভাই-পরিচয়ে'—এই সমাসযুক্ত পদের মধ্যে 'ভাই'এর সম্বন্ধ। (১) ভাই-পরিচয়ে—করণকারক[1]।

---

(১) সমাসযুক্ত পদের এক একটির সহিত অন্যপদের অন্বয় সম্বন্ধে ছাত্রদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক। ইহাকে 'একদেশান্বয়' বলে।

(ঘ) আমেদ নামে একটি বালক ছিল। (১) এই বাক্যে আমেদ—বালকের সমকারক ; নামে—করণকারক। এইরূপ স্থলে উপলক্ষণে 'এ' বিভক্তি হইয়াছে বলিলেও চলে।

(ঙ) গুহক জাতিতে চণ্ডাল ছিলেন। এই বাক্যে 'গুহক' কর্ত্তা ; 'চণ্ডাল' গুহকের সমপদ বা বিধেয় বিশেষণ ; 'জাতিতে' করণকারক অথবা উপলক্ষণে 'এ'বিভক্ত্যন্ত পদ।

(চ) ললিতকে যত্নপূর্ব্বক পড়াইতে পারিলে (সে) পণ্ডিত হইত।

(ছ) যত্নপূর্ব্বক পড়াইতে পারিলে ললিত পণ্ডিত হইত।

এই দুই বাক্যের অর্থ প্রায় একরূপ হইলেও বাক্যের গঠন-অনুসারে (চ) বাক্যে 'ললিতকে'—'পড়াইতে' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ, এবং (ছ) বাক্যে 'ললিত'—'হইত' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

[কোন পদ দুই বা অধিক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে প্রায় আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার সহিতই তাহার প্রধানরূপে অন্বয় হয়।]

(জ) টাকাটা হাতে হাতে একশত হাত ফিরিয়া আসিল। অর্থ—টাকাটা (এক জনের) হাত হইতে (অন্যের) হাতে (গিয়া ক্রমে) একশত হাতে ফিরিয়া (আবার আমার হাতে) আসিল। এখানে প্রথম 'হাতে' অপাদান ; দ্বিতীয় 'হাতে' ও 'হাত'—অধিকরণকারক।

(ঝ) তোমার (বা তোমাকে) আর পূজা করিতে হইবে না। এখানে ক্রিয়া—হইবে না। কর্ত্তা—'পূজা করিতে' এই বাক্যাংশ। 'করিতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া ; ইহার কর্ম্ম—পূজা। 'তোমার' (বা তোমাকে) সম্বন্ধ পদ (কর্ত্তা-সম্বন্ধ)।

---

(১) এটি সংস্কৃত বাক্যের অনুকরণ। চলিত বাঙ্গালায় 'আমেদ বলিয়া (বা বলে) একটি বালক ছিল'—এইরূপ বাক্য হয়। অর্থ—আমেদ বলিয়া যাহাকে ডাকে এমন একটি বালক ছিল। উল্লিখিত বাক্যে 'বলিয়া' (বা বলে) অব্যয়।

(ঞ) আমার পাঁচ জন মজুর চাই। এখানে—'আমার' (অর্থাৎ আমি) 'চাই' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(ট) ওসমান ও তুমি উভয়ে মিলিয়া এই কাজ কর। এখানে কর্ত্তা—ওসমান ও তুমি; 'উভয়ে' ওসমান ও তুমির সমপদ।

প্রথম ও মধ্যমপুরুষের কর্ত্তা আছে বলিয়া মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া হইল।

(ঠ) কাসেম, তুমি ও আমি—তিনজনে একত্র যাইব। এখানে কর্ত্তা—কাসেম, তুমি ও আমি। তিনজনে—উহাদের সমপদ। প্রথম-পুরুষ, মধ্যম-পুরুষ ও উত্তমপুরুষের কর্ত্তা আছে বলিয়া উত্তমপুরুষের ক্রিয়া হইল।

(ড) আমি নয় সোমবারে যাইব। এখানে নয়=না হয়। অর্থাৎ (আমি না গেলে যদি) না হয়, (তাহা হইলে) আমি সোমবারে যাইব। নয়—নিষেধার্থক ক্রিয়া; কর্ত্তা—'আমি না গেলে' এই বাক্যাংশ—উহ্য আছে।

বাক্যপ্রকরণ।

১৮৯। বাক্যে অন্ততঃ কর্ত্তা ও ক্রিয়া এই দুটি পদ থাকা আবশ্যক। নতুবা অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।

১৯০। বাক্য দুই প্রকার। গদ্য ও পদ্য। যাহা ছন্দোবদ্ধ নহে তাহা গদ্য; এবং যাহা ছন্দোবন্ধে রচিত তাহা পদ্য।

গদ্য।

১৯১। (ক) তুমি যাও। (খ) যাই। (গ) তুমি কবে দেশে যাইবে? (ঘ) শনিবার।—এই চারিটিই বাক্য। (ক) বাক্যে কর্ত্তা ও ক্রিয়া আছে। (খ) বাক্যে কর্ত্তা (আমি) প্রকাশ না থাকিলেও উহ্য আছে; অন্বয়ের সময় ঐ পদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (ঘ) বাক্যে

কর্ত্তা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। কিন্তু (গ) বাক্যের সহিত উত্তরস্বরূপে লিখিত হইলে উহাতে 'আমি', 'দেশে' ও 'যাইব' এই তিনটি পদ যে উহ্য আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; সুতরাং (গ) বাক্যের সহিত লিখিত হইয়া (ঘ)ও বাক্য হইয়াছে। অন্যত্র কেবলমাত্র 'শনিবারে' বলিলে বাক্য হইবে না। অতএব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেখানে সম্পূর্ণ বাক্যার্থ বোধ হয়, সেখানে যে কোন একটি পদেও বাক্য হইবে।

(ক) নির্ব্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার—।

(খ) নির্ব্বাসিত—আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

(গ) নির্ব্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন—করিয়াছিলেন।

এখানে (ক) বাক্যে 'করিয়াছিলেন', (খ) বাক্যে 'হুমায়ুন', (গ) বাক্যে 'অধিকার'—এই তিনটি পদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ। অতএব বাক্যস্থ পদসকলের অর্থবোধের একটি উপায়—আকাঙ্ক্ষা।

১৯২। বাক্যের অর্থবোধের দ্বিতীয় উপায়—যোগ্যতা। (১) 'অগ্নিপানে পিপাসা দূর করি'—এখানে 'অগ্নি' পানীয় নহে; এবং তাহার পিপাসানাশের শক্তি বা যোগ্যতা নাই। সুতরাং এটি বাক্য হইবে না। 'জলপানে পিপাসা দূর করি'—এটি বাক্য।

১৯৩। অর্থবোধের তৃতীয় উপায় আসত্তি বা নৈকট্য। 'আমার পুড়িয়া কাপড় গিয়াছে।' এখানে 'আমার' পদের সহিত 'কাপড়' এই

---

(১) দেবমহিমাদি প্রকাশ নিমিত্ত এবং পরিহাসার্থ সময়ে সময়ে যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—'পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি'। 'আমার ঘোড়া উড়ে ত'। অতিরঞ্জিত বর্ণনার সময়ে সময়ে আপাত-যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—

'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥'

পদের অন্বয়। কিন্তু এই দুই পদের মধ্যে ‘পুড়িয়া’ বলাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হইতেছে। সুতরাং এটি বাক্য নহে। ‘আমার কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে’—এটি বাক্য।

অতএব বাক্যস্থিত পদগুলির উপযুক্ত সংস্থান আবশ্যক। নিম্নে তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি নিয়ম প্রদত্ত হইল।

(ক) সাধারণতঃ কর্ত্তা প্রথমে, পরে ক্রিয়া বসে। যথা—মেঘ ডাকিতেছে; হামিদ পড়িতেছে।

(খ) ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মটি ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—সুরেশ সতীশকে ডাকিতেছে।

(গ) দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে মুখ্যকর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং গৌণকর্ম্ম মুখ্যকর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা—দরিদ্রকে অন্ন দাও।

(ঘ) করণকারক প্রায় কর্ত্তার পর এবং ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—রহিম ছুরিদ্বারা হাত কাটিয়াছে।

(ঙ) অপাদানকারক ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং কর্ত্তার পূর্ব্বে বা পরে বসে। যথা—‘রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।’ বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়া কর্ত্তার পর এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—‘রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া.........প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।’

(ছ) অধিকরণ প্রায় কর্ত্তার পূর্ব্বে বসে। যথা—সমুদ্রজলে লবণ আছে।

উল্লিখিত নিয়মসমূহের ব্যতিক্রমও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ যেরূপ পদসংস্থান প্রকৃত বাক্যার্থ বুঝাইয়া শ্রুতিমধুর হয়, গ্রন্থকারগণ সেইরূপেই পদসংস্থান করেন।

১৯৪। আমি ও তুমি—এই দুই কর্তৃপদ অনেক সময়ে অনুক্ত থাকে; ক্রিয়াপদ দ্বারাই কর্ত্তার নির্ণয় হয়। যথা—যাহা বলি, তাহাই কর।

১৯৫। 'যাহা' শব্দের সহিত 'তাহা' শব্দের নিত্যসম্বন্ধ। অর্থাৎ বাক্যে 'যাহা' শব্দের পদ থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে 'তাহা' শব্দের পদ থাকে। নতুবা বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যথা—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিতেছেন।

প্রত্যয়ান্ত 'যাহা' ও 'তাহা' শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যত ও তত, যখন ও তখন, যেখানে ও সেখানে, যথা ও তথা এবং যেমন ও তেমন নিত্যসম্বন্ধ।

কোন কোন স্থলে 'যাহা', কোন স্থলে বা 'তাহা' শব্দের পদ অপ্রকাশিত থাকে। যথা—'যখন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তখন অবশ্যই আহার দিবেন।' তিনি রাজা, আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।' আমাদের বৈদেশিক শত্রুর ভয় নাই, যেহেতু আমাদের রাজা মহাবল পরাক্রান্ত।

১৯৬। সম্বোধন পদ প্রায়ই বাক্যের আদিতে বসে। যথা—ওহে প্রমথ, এদিকে এস। কোন কোন স্থলে বাক্যমধ্যেও বসে। যথা—এস হে অভয়, আমরা যাই।

১৯৭। যাহাকে সম্বোধন করা যায়, তাহার প্রতি অল্প বা অধিক সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা বা নামের সহিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যোগ করিয়া সম্বোধন করিতে হয়। অধিকসম্মান-প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, নাম বা উপাধি উল্লেখ না করিয়া 'ধর্ম্মাবতার', 'মহারাজ' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করা হয়। যথা—ধর্ম্মাবতার, আমি দরিদ্র লোক; যেন মারা না যাই। গুরুদেব, রাজাবাবু, খোদাবন্দ ও হুজুর শব্দও এইরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা অল্প সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে সম্মানের তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিতরূপ সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়।

(ক) শাস্ত্রীমহাশয় (১), বিদ্যারত্নমহাশয়, দেওয়ানজিমহাশয় (২), বাবুজি মহাশয়, বাবু মহাশয়, ঠাকুর মহাশয়, বাবু সাহেব, মোল্লাসাহেব, মৌলবিসাহেব, দারোগাসাহেব, মিঞাসাহেব, মোল্লাজি, কমিশনারবাবু।

(খ) সেখজি, ভট্টাচার্য্যমহাশয়, মিত্রজামহাশয় (৩), মিত্রমহাশয়, দেওয়ানজি, ডাক্তারবাবু।

(গ) হাফেজসাহেব, অভয়াচরণ বাবু, ভুবনেশ্বর বাবু।

(ঘ) হাফেজমিঞা, অভয় বাবু, ভুবন বাবু।

(ঙ) ও শশীর বাপ, হাঁগা সিধুর পিষী।

যেখানে সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম প্রদর্শন উদ্দিষ্ট নয়, অথবা ঘনিষ্ঠতাস্থলে কেবল নাম ধরিয়া বা উপাধির উল্লেখ করিয়া সম্বোধন হয়। যথা—'ও নীলরতন,' 'ও নীলু,' 'ও রতন', 'ওহে ঘোষাল।'

অনাদরসূচক সম্বোধনে শব্দের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও অন্ত্যস্বর প্রায়ই বিকৃত হয়। যথা—ওরে রামা, ওরে হরে।

স্নেহপাত্রদিগকে ও বালকদিগকে অনেকে সময়ে সময়ে অনাদরসূচক পদে সম্বোধন করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত অনাদর প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ বক্তার মনের ভাব অনুসারে আদর বা অবজ্ঞা বুঝায়।

১৯৮। সম্বোধন পদের পর তুমি বা আপনি শব্দের পদ প্রয়োগ করিয়া বাক্যগঠন করিতে হয়। তবে অনেক স্থলে এই পদ উহ্য থাকিয়া যায়।

---

(১) 'শাস্ত্রীমহাশয়' বাঙ্গালা-সমাস-নিষ্পন্ন; 'শাস্ত্রিমহাশয়' সংস্কৃত-সমাস-নিষ্পন্ন পদ।

(২) সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের উত্তরই সাধারণতঃ 'সাহেব' ও 'জি' বসে। তবে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দের উত্তরও ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—রাজাসাহেব, গুরুজি, পণ্ডিতজি।

(৩) মিত্রজা অর্থাৎ মিত্রজ অর্থাৎ মিত্রবংশপ্রসূত। এইরূপ দত্তজা, ঘোষজা।

যথা—মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক। 'বল দেখি, শশী, তুমি কেন কলঙ্কী?' মাধব, (তুমি) এস।

১৯৯। কারক ও অন্যান্য পদেও সম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ উক্তরূপ পদ বা পদসমষ্টির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে দেওয়ানজির নিকট পাঠাইব।

সম্ভ্রম ও গৌরব দেখাইতে হইলে 'আপনি' এবং অনাদরে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। স্নেহপাত্রের প্রতি সময়ে সময়ে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। আবার প্রেমের আধিক্যে কখন কখন লোকে দেবতাকে 'তুই' বলে। যথা— 'আজি তোরে দেখ্‌ব মাগো, মা হারে কি ছেলে হারে।'

তুমির পরিবর্ত্তে বসিলেও 'আপনি' প্রথমপুরুষ।

সমধিক-সম্ভ্রম-প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, মহারাজ, শ্রীযুত, হুজুর প্রভৃতি পদের ব্যবহার হয়। যথা—শ্রীযুতের (বা মহারাজের) কখন আগমন হ'ল? এইরূপ স্থলে ঐ সকল পদ সর্ব্বনামের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

২০০। বিশেষণ।—বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে; কিন্তু যেখানে বিশেষণ উদ্দিষ্ট হয় অথবা যেখানে বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার নিকট-অন্বয় থাকে, সেখানে বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যথা— ধার্ম্মিক লোক নিত্য সুখী। পরোপকার করিতে পারিলে সাধুরা সুখী হন।

২০১। সর্ব্ব-নামের বিশেষণ প্রায়ই পরে বসে। যথা—আমি অতি দীন হীন; তিনিই সাধু। তবে ভাষান্তর হইতে অনুবাদে এবং কবিতায় কখন বা পূর্ব্বে বসে। যথা—"দীন হীন অভাজন আমি"। ক্রিয়ার বিশেষণ সময়ে সময়ে ক্রিয়ার পরে বসে। যথা—তিনি চলেন খুব দ্রুত।

এক বিশেষ্যের দুই, তিন বা অধিক বিশেষণ হইতে পারে। যথা— সুশীল, শান্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়। কিন্তু সর্ব্বনাম-

বিশেষণ প্রায়ই একাধিক হয় না। যথা—সেই ব্যক্তি, এই ফুল। তবে আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রদর্শনস্থলে একাধিক সর্ব্বনামবিশেষণ কচিৎ দেখা যায়। যথা—'এ কি সেই যমুনা' ? 'সেই আমি, সেই তুমি, এই সে গোকুল'।

২০২। কতকগুলি শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ হয়। যথা—সাদা ফুল ; নীলের চেয়ে সাদা ভাল। 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' ; 'পুণ্য সঞ্চয় কর'।

এইরূপ লাল, নীল, পীতাদি ; পাপ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শুভ, অশুভ, সমুদয়, উপর, অর্দ্ধ, অর্দ্ধেক, সত্য, মিথ্যা, বিশেষ, অতিশয়, অসাধু, সাধু, হিত, অহিত, মঙ্গল, বাবু, মহাশয় প্রভৃতি কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়।

২০৩। না, নাই, নয়।—'না' সময়ে সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—তাঁহার কথায় 'না' করা আমার সাধ্য নয়। 'নাই'—এই অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া প্রয়োগ হয়। 'নয়' কখনও অব্যয়, কখনও ক্রিয়া হয়। আছে, আছ, আছি—এই তিন ক্রিয়াপদ নিষেধার্থে 'নাই' হয়। সুতরাং 'নাই' কখন অব্যয়, কখন ক্রিয়াপদ।

'আমি যত্ন ও আগ্রহ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম।' এখানে 'যত্ন ও আগ্রহ পূর্ব্বক'—এই বাক্যাংশ ক্রিয়ার বিশেষণ। যত্নপূর্ব্বক ও আগ্রহ-পূর্ব্বক বলিবার প্রয়োজন নাই।

২০৪। ও, এবং।—দুই পদের সংযোগ করিতে 'ও' ; দুই বাক্যের সংযোগ করিতে 'এবং' ব্যবহৃত হয়। দুই অপেক্ষা অধিক পদের সংযোগ-স্থলে প্রথমকথিত পদের পর কমা (,) দিতে হয়। যথা—রাম, শ্যাম ও আমি—তিন জনে চলিলাম। কোন কোন স্থলে অর্থের গোলনিবারণের জন্য উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়। যথা—'সন্ধির নিয়মে উকার স্থানে সময়ে সময়ে 'ও' এবং 'অব্' হয়।'

২০৫। একটি বাক্য আর একটি বাক্যের হেতু হইলে ঐ দুই বাক্যের

মধ্যে 'সুতরাং' ও 'অতএব' বসে। বাক্যার্থ সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে 'ফলে', 'ফলত' (ও ফলতঃ) এবং 'বস্তুত' (ও বস্তুতঃ) অব্যয় ব্যবহৃত হয়। 'কিন্তু', 'পরন্তু' ও 'তবে' অব্যয় বাক্যার্থের সংকোচক। পূর্ব্ব বাক্যের বিপরীতার্থ পরবাক্যে প্রকাশিত হইলে ঐ দুই বাক্যের মধ্যে 'বরং' ও প্রত্যুত বসে। উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতেও 'বরং' ব্যবহৃত হয়। যথা—ধনের অপব্যবহারে সুখ নাই, বরং দুঃখ আছে। নবীন অপেক্ষা নাজের বরং বুদ্ধিমান্। ছমির ধনবান্; তবে কিছু কৃপণ।

২০৬। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে।

যদি, যদিও—তবু, তবে, তথাচ, তথাপি। বরং—তবু, তথাপি, তথাচ। অপেক্ষা, চেয়ে—বরং।

২০৭। অনেকগুলি বাঙ্গালা অব্যয় কেবল ধ্বনি-মূলক হইলেও এক একটা অনির্ব্বচনীয় অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ অব্যয় প্রায়ই যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একটা অব্যয়ের সহিত আর একটা অব্যয় কথার মাত্রা স্বরূপে যোড়া থাকে। যথা—আইঢাই করিতেছে। এইরূপ উস্ক খুস্ক, নিস্‌পিস্, নজগজ, ছটফট, হাঁস্ ফাঁস্, ফষ্টি নাষ্টি।

২০৮। কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রা স্বরূপে বিশেষ্যের পরে বসিয়া ঐ বিশেষ্যের সজাতীয় অন্য পদার্থ বুঝাইয়া দেয়; আবার কোন কোন স্থলে ঐ বিশেষ্যের অর্থ প্রসারিত করে। বিশেষণের পর বসিলে বিশেষণেরও অর্থ প্রসার হয়। যথা—ছেলে পিলে=ছেলে ও তৎসদৃশ অন্য মনুষ্য, রকম সকম=ভাবভঙ্গী; এইরূপ জল টল, নরম সরম, বোকা শোকা। অব্যয়দ্বিতীয় এই সকল বিশেষ্য ও বিশেষণ যে অর্থ প্রকাশ করে, কেবল-মাত্র ঐ পদগুলি সে অর্থ প্রকাশ করে না।

২০৯। এই শ্রেণীর কতকগুলি অনুকার-অব্যয় ক্রিয়ার পর বসিয়া উক্তরূপে ক্রিয়ার অর্থ প্রসারিত করে। তখন এই সকল অব্যয় নাম-

ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং ক্রিয়াতে যে বিভক্তি থাকে সেই বিভক্তি গ্রহণ করে। যথা—(বুঝ সুজ) বুঝিয়া সুজিয়া=বুঝিয়া, আয়ত্ত করিয়া, বিচার করিয়া। (নাড়া ছাড়া) নাড়িলাম চাড়িলাম, বাঁচাইতে পারিলাম না। (নাড়িলাম চাড়িলাম)=সেবা শুশ্রূষা করিলাম, চেষ্টা করিলাম। ঝেড়ে পেড়ে (=ভাল করে ঝেড়ে, বেছে) তুলে রাখ। এইরূপ খাবে দাবে, খেয়ে দেয়ে, নেয়ে টেয়ে।

২১০। ব্যবহার অনুসারে অনুকার-অব্যয়, অবস্থাবাচক অব্যয় এবং কথার মাত্রা অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। 'জলটল খাও' না বলিয়া 'জল সল খাও' বলিলে চলিবে না। যে শব্দের সহিত যে ধ্বনিমূলক অব্যয়ের সংযোগ চলিত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না।

২১১। সমাস। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে সমাসনিষ্পন্ন নূতন নূতন শব্দ বাঙ্গালায় সর্ব্বদাই প্রচলিত হইতেছে; আবার বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত পদ ও বাঙ্গালা-পদ বাঙ্গালা-সমাসের নিয়মে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে। এইরূপ কোন কোন পদ সন্ধি-নিষ্পন্নও হইতেছে। বে-অকুব শব্দ ভাষান্তর হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; তদ্বিপরীতে সাকুব (স+অকুব) শব্দটিও সৃষ্ট হইয়া দেশবিশেষে ও সম্প্রদায়বিশেষে চলিতেছে।

২১২। ঘরবাড়ী, জমিজমা, কান্নাকাটি, পুথিপত্র, জিনিসপত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতি শব্দে পরবর্ত্তী শব্দগুলির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দগুলির অর্থ প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ অর্থপ্রসার উদ্দিষ্ট হইলেই ঐ সকল পুনরুক্তি-ঘটিত পদের প্রয়োগ হয়।

২১৩। প্রয়োগ অনুসারে বাঙ্গালা-তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার হয়; ইচ্ছামত নূতন শব্দ গড়িয়া লওয়া যায় না।

২১৪। তুত (ও তুতা) এবং ত প্রত্যয়। অপত্য-অর্থে কতকগুলি

শব্দের উত্তর এই দুই প্রত্যয় হয়। যথা—জেঠা—জেঠতুত (ও জেঠতুতা)। এইরূপ খুড়তুত, পিষতুত, মাস্‌তুত। মামা—মামাত। দেশবিশেষে জেঠাত, পিষাত প্রভৃতি পদও চলে। (১)

২১৫। স্বার্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'তর' প্রত্যয় হয়। যথা—কেমনতর, যেমনতর। এই প্রত্যয়ে শব্দার্থ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয়।

২১৬। ক্রিয়া।—সাতত্য বা পৌনঃপুন্য বুঝাইতে ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয়। যথা—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লাল করিয়াছে।

২১৭। সর্ব্বদা দেখিবে শুনিবে; যত্ন করিয়া পড়িবে শুনিবে; 'খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া' ঘরে তুলিয়া দিলাম; 'মাজিয়া ঘষিয়া' পরিষ্কার করিলাম;—ইত্যাদি স্থলে উভয় ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে এবং উভয় ক্রিয়ার সংযোগবশতঃ তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতেছে। যথা—দেখিবে শুনিবে = দেখিবে, শুনিবে, রক্ষা করিবে, সাহায্য করিবে ইত্যাদি। পড়িবে শুনিবে = পড়িবে, শুনিবে, লিখিবে ইত্যাদি। খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া = খাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া মুছাইয়া ইত্যাদি। মাজিয়া ঘষিয়া = মাজিয়া ঘষিয়া, মুছিয়া ইত্যাদি। সুতরাং এইরূপ ক্রিয়াদ্বৈতে অর্থের প্রসার হয়।

২১৮। বিশেষ্যের উত্তর ক্ প্রত্যয় (নামধাতু-প্রত্যয়) করিয়া যেমন নাম ধাতু উৎপন্ন হয়, কতকগুলি বিশেষণ ও অব্যয়ের উত্তরও সেইরূপ ঐ প্রত্যয়ের যোগে নামধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তদুত্তর বিভক্তি বসিয়া ক্রিয়াপদ হয়। বিশেষণ যথা—নরম + ক্ = নরম্ ধাতু;

---

(১) ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত কয়েকটি শব্দের উত্তরও এই প্রত্যয় হইয়া তন্নিষ্পন্ন পদগুলি সম্প্রদায়বিশেষে চলে। যথা—চাচা—চাচাত; ফুফু—ফুফুত।

চাচা, নানা প্রভৃতি ভিন্নভাষা হইতে গৃহীত কয়েকটি শব্দের উত্তর বাজালা 'ঈ' প্রত্যয় হইয়া চাচী, নানী প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল শব্দও সম্প্রদায়বিশেষে চলে।

নরমিয়া, নরমিয়াছেন (চলিত কথায় নরমে. নরমেছেন)। কচ্ মচ্+ৎ= কচ্ মচ্ ধাতু; কচ্মচাইয়া, কচ্মচাইতেছে।

২১৯। কতকগুলি অনুকার ও অবস্থাবাচক অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া ক্রিয়ার অবস্থাভেদ বুঝাইয়া দেয়। যথা—হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে; রন্ রন্ করিয়া আসিতেছে; গুড় গুড় করিয়া আসিতেছে; তড়্ বড়্ করিয়া আসিতেছে; ঝম্ ঝম্ করিয়া (বৃষ্টি) আসিল; সুড় সুড় করিয়া আসিতেছে। উক্তরূপ অর্থ বুঝাইতে হন্ হনাইয়া (হন্ হনিয়ে), রন্ রনাইয়া, গুড় গুড়াইয়া (গুড়গুড়িয়ে), তড়বড়াইয়া, সুড়সুড়াইয়া (সুড় সুড়িয়ে), ঝম্ ঝমাইয়া (ঝম্ ঝমিয়ে) ইত্যাদিরূপ পদও হয়।

২২০। কৃত্ প্রত্যয়—বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত প্রত্যয় সমূহ যোগে ভাববিশেষ্য উৎপন্ন হয়। তবে সাধারণতঃ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত 'আ' প্রত্যয় যোগে এবং প্রযোজক-ক্রিয়া-ধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালা ভাববিশেষ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—কর্+আ=করা; করা+ন=করান।

পদ্য।

২২১। পদ্য দুই প্রকার; কবিতা ও গীতি। পদ্যে পদসংস্থানের নিয়ম নাই। ছন্দের অনুরোধে সুবিধামত এবং যাহাতে শুনিতে ভাল হয়, সেইরূপে পদ বসান হয়।

২২২। ছন্দ দুই প্রকার;—মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর। পদ্যের এক একটি ভাগকে চরণ বলে। এক একটি কবিতার দুই বা অধিক চরণ থাকে। এক চরণের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ ও উপধাস্বরের সহিত অন্য চরণের ঐরূপ বর্ণের মিল থাকিলে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। ঐরূপ মিল না থাকিলে তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে।

মিত্রাক্ষর ছন্দের—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, তোটক, তূণক প্রভৃতি নানা ভেদ আছে। উদাহরণ যথা—

পয়ার—'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।'

ত্রিপদী—ফুটিল সুরভি ফুল প্রফুল্ল মধুপকুল
সুদূরে সুগন্ধ তার বহে সমীরণ।
চমকিলে ক্ষণপ্রভা করে তার চারুপ্রভা
ক্ষণেকে আলোকময় সমস্ত গগন।

চৌপদী—চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন
বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে
দংশেনি যারে।

[ত্রিপদী ও চৌপদীর লঘু, দীর্ঘ, ললিত, তরল প্রভৃতি নানা ভেদ আছে।]

মালঝাঁপ— কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরসান হান হান হাঁকে।

একাবলী— ভো নভোমণ্ডল! বল স্বরূপ।
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ।

তোটক— নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে।
নমশ্চিন্ময় পাপি-নিদান-গতে।

তূণক— মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে॥

অমিত্রাক্ষর— নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরচূড়ামণি।

নব্য লেখকেরা উক্তরূপ মিত্রাক্ষর ছন্দ ঠিক অনুসরণ করেন না। তাঁহারা প্রায়ই মিশ্রচ্ছন্দে কবিতা লেখেন।

২২৩। শব্দের কোমলতাসাধন, ছন্দের অনুরোধ ও কবিতার সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য কবিগণ অনেক স্থলে যুক্তাক্ষর ভাঙ্গিয়া কথা বসান; ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেন; নূতন পদের সৃষ্টি করেন এবং একার্থক পদে ভিন্নার্থ আরোপ করেন। উপরি লিখিত উদাহরণসমূহে 'গাঙ্গিনীর' (গঙ্গার), উত্তরিলা, ডাকিলা, ঝাঁকে (বিক্ষেপ করে), নমি প্রভৃতি পদ পদ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। গদ্যে ঐরূপ পদের ব্যবহার হয় না।

গীতি। সুর তাল প্রভৃতি ভেদে গীতি বা গান নানাপ্রকার মিশ্রচ্ছন্দে লিখিত হয়। গীতিময় কাব্যকে গীতিকাব্য বলে।

পরিশিষ্ট।

(১)

কাব্য।

১। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্য গদ্যে ও পদ্যে রচিত হয়। কোন কোন কাব্যে গদ্য ও পদ্য দুই থাকে; তদনুসারে কাব্য—গদ্য-কাব্য, পদ্য-কাব্য ও গদ্য-পদ্যময় কাব্য, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

২। রস নয়প্রকার; যথা—আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। কোন মতে এতদতিরিক্ত বৎসল রস আছে। আদি রসে পাঠকের মনে অনুরাগ, হাস্যরসে কৌতুক, করুণরসে শোক, রৌদ্ররসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভয়ানক রসে ভয়, বীভৎস রসে ঘৃণা, অদ্ভুতরসে বিস্ময়, শান্তরসে শান্তি এবং বৎসল রসে স্নেহ স্থায়ী হয়। সেই জন্য অনুরাগাদিকে যথাক্রমে ঐ সকল রসের স্থায়িভাব বলে।

৩। কাব্য দুই প্রকার;—(ক) দৃশ্য কাব্য ও (খ) শ্রব্য কাব্য।

(ক) যে কাব্যের অভিনয় রঙ্গভূমিতে দেখা যায়, তাহার নাম দৃশ্য কাব্য। নাটকাদি দৃশ্য কাব্য। [কোন কথা না বলিয়া কেবল আকার-ইঙ্গিতেও একপ্রকার দৃশ্য কাব্যের অভিনয় হয়। ইহার নাম ইঙ্গিতাদি-দৃশ্যকাব্য] (১)

(খ) যে কাব্য পাঠ করিয়া শুনা যায়, তাহার নাম শ্রব্য কাব্য। সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ প্রভৃতি সমস্তই শ্রব্য কাব্য।

৪। কোন এক মহাপুরুষ বা একবংশীয় অনেক মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া লিখিত বড় কাব্যকে মহাকাব্য বলে; আর যে গ্রন্থে বিভিন্নবিষয়ক ছোট ছোট অনেক কবিতা থাকে, তাহার নাম কোষ-কাব্য।

অলঙ্কার।

অলঙ্কার শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদন করে। সেইজন্যই অলঙ্কার—এই নাম।

যে সকল অলঙ্কার শব্দের শোভা সাধন করে, তাহাদের নাম শব্দালঙ্কার। শব্দালঙ্কার অনেক প্রকার; তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ অধিক প্রসিদ্ধ।

---

(১) ইঙ্গিতাদিও ভাষা; কারণ উহাতেও অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত হয়। তবে এইরূপ ভাষা ব্যাকরণের অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রের অধিকারভুক্ত নয়।

যে সকল অলঙ্কার অর্থের শোভা সম্পাদন করে, তাহাদের নাম অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কার অনেকপ্রকার; তাহার মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তর-ন্যাস, দৃষ্টান্ত, ব্যাজস্তুতি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি ও স্বভাবোক্তি অধিক প্রচলিত।

উদাহরণ।—(১) 'শশধরের সুধাময় কিরণ-সম্পাতে চন্দ্রকান্ত মণির ভারআর্তের করুণ বিলাপে দয়ালুহৃদয় বিগলিত হয়। মন্দাকিনীর তটস্থিত মন্দার-কুসুমামোদিত নন্দনবনই দয়ালুহৃদয়ের উপমাস্থল।'—সন্দর্ভহার।

এখানে একরূপ বর্ণ বারংবার বিন্যাসে সৌন্দর্য্য জন্মিয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম অনুপ্রাস।

(২) আট পণে আনিয়াছি আধ সের চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।

এখানে ভিন্নার্থক একরূপ 'চিনি' শব্দের পুনরাবৃত্তি হইয়া সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম—'যমক'।

(৩) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

এখানে ঈশ্বর, গুপ্ত ও প্রভাকর পদ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কারকে শ্লেষ বলে।

শব্দালঙ্কারের গৌরব কমিয়া যাইতেছে।

(৪) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে,
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।—মেঘনাদ বধ।

এখানে সাদৃশ্য দেখাইয়া সৌন্দর্য্য উৎপাদন করা হইয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম—উপমা। ইহাতে উপমেয় (যাহাকে উপমা দেওয়া যায়); উপমান (যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়); সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম্ম এই চারিটি অঙ্গ থাকে। যেমন, যথা, যেরূপ, ন্যায়, তুল্য, সদৃশ প্রভৃতি শব্দ—উপমাবাচক।

(৫) 'তোমার বদন-সুধাকর দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে।'—শকুন্তলা।

এখানে উপমেয়কে উপমানরূপে বলা হইয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম রূপক।

(৬) 'মুনিগণ রক্তচন্দন সহিত যে অর্ঘ দান করিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন।'

এখানে উপমেয়কে উপমান বলিয়া সম্ভাবনা করা হইয়াছে। এই অলঙ্কারকে উৎপ্রেক্ষা বলে।

(৭) একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।—ভারতচন্দ্র।

এখানে সামান্যদ্বারা বিশেষের সমর্থন হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ দ্বারাও সামান্যের সমর্থন হয়। এই অলঙ্কারের নাম অর্থান্তরন্যাস।

(৮) কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
ষোলাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়। সদ্ভাবশতক।

এখানে সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট দুই বিষয়ের সাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে উপমাবাচক পদ থাকে না, সাধারণধর্ম্মও দেখান হয় নাই।

(৯) অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।

এখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ স্তুতিচ্ছলেও নিন্দা হয়। ইহার নাম ব্যাজস্তুতি।

(১০) চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তার।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে হীনতাও বর্ণিত হয়। এই অলঙ্কারের নাম ব্যতিরেক।

(১১) 'আকাশে খদ্যোতিকার ন্যায় ছোট ছোট তারা ফুটিতে লাগিল। দূরে গঙ্গার ঘাটের উপরেও এক একটি করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল।' সন্ন্যাস। এখানে উপমেয় দীপের উল্লেখ না করিয়া উপমান তারাকেই উপমেয়রূপে বলা হইয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম অতিশয়োক্তি।

(১২) 'মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাষে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে।'

এখানে প্রকৃতবর্ণনায় সৌন্দর্য্য আছে, এই অলঙ্কারের নাম স্বভাবোক্তি।

(২)

যতি-চিহ্ন।

পড়িবার সময় অর্থবোধের জন্য স্থানে স্থানে থামিতে হয়। ঐ থামার নাম যতি। লেখায় যতির নানারূপ চিহ্ন আছে; নিম্নে কয়েকটি প্রদর্শিত হইল।

।—দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ।
,—কমা বা অল্পচ্ছেদ।
;—সেমিকোলন বা অর্দ্ধচ্ছেদ।
?—প্রশ্ন চিহ্ন।
!—বিস্ময় চিহ্ন।
[ ], ( ), { }—বেষ্টনী বা বন্ধনী।
—রেখাংশ।
———ড্যাশ বা রেখা।

অন্যান্য চিহ্ন।

+—সংযোগ চিহ্ন।
=—সমুচ্চয় চিহ্ন।
' ' " "—উদ্ধার চিহ্ন।
শ্রী—শ্রীমুখ; চিঠি, খাতা ও পত্রে প্রথম লিখিত হয়।
*—তারকাচিহ্ন (টীকার চিহ্ন)।
†—অঙ্কুশ (ঐ)।
* * * |——|.........বর্জ্জন চিহ্ন।
☞—হস্ত বা প্রদর্শক চিহ্ন।
∧—উদ্ধার বা তোলার চিহ্ন।
পুঃ—পুনশ্চ অর্থাৎ আবার।
সাং—সাকিন, নিবাসস্থান।
তাং—তারিখ, দিন।
দং—দরুণ, কারণ।
মং, মঃ—মবলগে বা মোট।
দিং—দিগর।
হিং—হিসাব।
মাং—মারফত, দ্বারা।
ওঁঃ—গুজরত, নিকট।
&c.—ইত্যাদি।
ঃ—সংক্ষেপচিহ্ন।
.—ঐ

সম্বোধনচিহ্ন;—প্রাচীনেরা সম্বোধন পদের পর বিস্ময়চিহ্ন (!) দিতেন; নব্য লেখকেরা এক একটি (,) কমা দেন।

(৩)

বাক্য বিশ্লেষণ।

১। সকল বাক্যেরই দুটি প্রধান অংশ থাকে। প্রথম—উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়—বিধেয়।

১ম। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা উদ্দেশ্য। ২য়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

যাহা বলা যায়, তাহা বিধেয়। (কোন বাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিলে ধরিয়া লইতে হয়।)

২। বাক্যে কর্ত্তা উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া বিধেয়।

৩। কর্ত্তার বিশেষণ, সমপদ ও বিধেয় বিশেষণ, কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধ পদ যে সকল পরিচায়ক বাক্যাংশ কর্ত্তার বিশেষণের কার্য্য করে, যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া ও তৎসংসৃষ্ট পদ দ্বারা উদ্দেশ্যের (কর্ত্তার) অর্থ প্রসারণ হয় এবং যে সকল সমাপিকা ক্রিয়া হেতুপদের অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা উদ্দেশ্যের প্রসারক।

৪। কর্ত্তা ভিন্ন অন্য সমস্ত কারক ও উহাদের সহিত অন্বয়বিশিষ্ট অন্যপদ বা বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা তদর্থসূচক বাক্যাংশ, ক্রিয়ান্বয়ী অন্যান্য পদ বা বাক্যাংশ এবং কর্ত্তার যে সকল বিশেষণ, সমপদ ও বিধেয় বিশেষণ ব্যতিরেকে ক্রিয়ার অর্থ পূর্ণ না হয়, তাহারা বিধেয়ের প্রসারক।

যথা—'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনকনামে মহাজ্ঞানী এক রাজা ছিলেন।' এখানে এক রাজা—উদ্দেশ্য ; সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, জনকনামে ও মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। ছিলেন—বিধেয়। 'মহাজ্ঞানী জনক রাজা সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।' এখানে জনক রাজা—উদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বিধেয়ের প্রসারক ; কারণ ঐ পদ ব্যতিরেকে বিধেয়ের অর্থ পূর্ণ হয় না। 'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনক রাজা মহাজ্ঞানী ছিলেন।' এখানে 'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি' উদ্দেশ্যের এবং 'মহাজ্ঞানী' বিধেয়ের প্রসারক।

৫। বাক্য তিন প্রকার। (ক) সরল, (খ) যৌগিক ও (গ) মিশ্র।

(ক) যে বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা সরল বাক্য। (খ) পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা অধিক উপাদান-বাক্যের সংযোগে, সংযোজক অব্যয় বা অন্যপদের সাহায্যে যে পূর্ণ বাক্য হয়, তাহার নাম যৌগিক বাক্য। [যে কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহারা উপাদান বাক্য। কোন যৌগিক বাক্যে সংযোজক অব্যয়াদি অপ্রকাশিত থাকিলে বাক্যবিশ্লেষণ-কালে তাহা উহ্য করিয়া লইতে হয়।] (গ) মিশ্র বাক্যে একটি প্রধান উপাদান-বাক্য থাকে ; তদ্ভিন্ন প্রধান বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা অধিক অপ্রধান বা সহযোগী উপাদান-বাক্য থাকে।

[যে বাক্যের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্য বাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাহা প্রধান বাক্য। অপ্রধানবাক্য প্রধানবাক্যের অঙ্গস্বরূপ। সহযোগী বাক্য প্রধান-বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও উহার অঙ্গস্বরূপ নহে এবং স্বয়ং পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।]

৬। বিশ্লেষণের প্রণালী।

সরল বাক্য। (১) আজি একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরা পড়িয়াছে। (২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিল।

বাক্য	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারক
(১) আজি একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরা পড়িয়াছে।	একটা মাছ	প্রকাণ্ড	ধরা পড়িয়াছে	আজি
(২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যার যুদ্ধযাত্রা করিল।	সেনা	(ক) আকবরের (খ) বিজয়ী	করিল	(ক) উড়িষ্যার (খ) যুদ্ধযাত্রা

যৌগিক বাক্য। (১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে পৌঁছিলাম, (খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইল। (২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর, (খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিন।

বাক্য	সংযোজক পদ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারক
(১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে পৌঁছিলাম।	—	আমি	ভিজিতে ভিজিতে	পৌঁছিলাম	বাটীতে
(খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইল।	আর	বৃষ্টি	১। সেই ২। প্রবল	বন্ধ হইল	একবারে
(২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।	—	তুমি	—	সই কর	১। এই কাগজে ২। এখনই
(খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিন।	না হয়	পুত্র	১। তোমার ২। জ্যেষ্ঠ ৩। সুধীর	লিখিয়া দিন	১। তোমার নাম ২। এই কাগজে

যৌগিক বাক্যের কোন উপাদান-বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্ত্তা) বা বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) উহ্য থাকিলে বিশ্লেষণ সময়ে ঐ পদ ধরিয়া লইতে হইবে। 'হয় তুমি, না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীর এই কাগজে এখনই সই কর'—উপরিলিখিত দ্বিতীয় উদাহরণ বাক্য যদি এইরূপে লিখিত হইত, তাহা হইলে বিশ্লেষণের পূর্ব্বে উপাদান-বাক্য দুটি নিম্নলিখিত রূপে বিন্যাস করিয়া লইতে হইত।

(১) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।

(২) তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর এই কাগজে এখনই সই করুন।

সংযোজক পদ—হয়, না হয়।

মিশ্রবাক্য। মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যগুলি প্রধানবাক্যের অঙ্গস্বরূপে বিশেষ্য বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণের কার্য্য করে। ইহাদিগকে যথাক্রমে (১) উপাদান-বিশেষ্য বাক্য, (২) উপাদান-বিশেষণ বাক্য ও (৩) উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য বলে। যথা—(১) 'আমি জানি না—বিধু এখন কোথায়।' এই বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্ত্তা) —'আমি'। বিধেয় (ক্রিয়া)—'জানি না'। বিধেয়ের প্রসারণ (কর্ম্ম)—'বিধু এখন কোথায় (আছেন)'— এই বাক্য। এই বাক্যটি বিশেষ্যের (কর্ম্মকারকের) কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-বিশেষ্য-বাক্য। এইরূপ—তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন, তাহা সম্ভব হয়। এখানে—'তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন'—উপাদান-বিশেষ্য বাক্য।

(২) 'যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলেন।'—এখানে 'যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন'—এই অপ্রধান বাক্যটি 'তাঁহারা' এই পদের অবস্থা বুঝাইয়া বিশেষণের কাজ করিতেছে। এই বাক্যটি উপাদান-বিশেষণ-বাক্য।

(৩) 'যাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন, সেই আশায় তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছেন।'—এখানে যাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন (=সম্পূর্ণ-আরোগ্য-লাভার্থ)—এই বাক্যটি ক্রিয়ার বিশেষণের কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য।

সহযোগী বাক্য যথা—'তিনি বিলাতে পড়িতে যান এবং সেখানে তিন বৎসর থাকেন।' এখানে প্রধান বাক্য—'তিনি বিলাতে পড়িতে যান।' সহযোগী বাক্য—'সেখানে তিন বৎসর থাকেন।' সংযোজক পদ—এবং।

মিশ্রবাক্যের বিশ্লেষণ প্রণালী।—

'বাদশাহ সেনাপতি জয়সিংহকে আনাইলেন এবং বলিলেন, যে হিন্দু সিপাহী কন্যা নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং যাহাতে মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের প্রাণরক্ষা করিতে পারে, সেই জন্য নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে আমার নিকট আন।'

উপাদান বাক্য	বাক্যেরশ্রেণীভেদ	সংযোজক পদ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারণ	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারণ
১। বাদসাহ সেনাপতি জয়সিংহকে ডাকাইলেন।	প্রধান উপাদান বাক্য	—	বাদসাহ	—	ডাকাইলেন	১। সেনাপতি ২। জয়সিংহকে
২। এবং বলিলেন	সহযোগীউপাদান বাক্য	এবং	(বাদসাহ)	—	বলিলেন	—
৩। যে হিন্দু সিপাহী কল্য নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল।	উপাদান বিশেষণ বাক্য	(যে)	যে সিপাহী	হিন্দু	ভাসিয়া গিয়াছিল	১। কল্য ২। নদীর স্রোতে
৪। এবং যাহাতে মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের জীবন রক্ষা করিতে পারে।	উপাদান ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্য	এবং	(যে সিপাহী)	—	করিতে পারে	১। যাহাতে ২। মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের ৩। জীবন রক্ষা
৫। সেই জন্য নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াছিল।	উপাদান বিশেষণ বাক্য	—	(যে সিপাহী)	—	করিয়াছিল	১। সেই জন্য ২। নিজের প্রাণ ৩। উপেক্ষা
৬। তাহাকে আমার নিকট আন।	উপাদান বিশেষ্য বাক্য	—	(তুমি)	—	আন	১। তাহাকে ২। আমার নিকট

(৪)

ধাতুমালা। (১)

(প)—পদ্যে ব্যবহৃত হয়। (ন)—নামধাতু
(চ)—চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়
অগ্রসর (প)—অগ্রসর হওয়া
অনুমান (প)—অনুমান করা
অন্বেষ্ (প)—অন্বেষণ করা
অর্চ্চ (প)—পূজা করা
অর্জ্জ (প)—উপার্জ্জন করা
অর্প (প)—সমর্পণ করা
অর্শ —ঘটা
আঁক —অঙ্কিত করা
আক্রম (প)—আক্রমণ করা
আগ, আগা—অগ্রসর হওয়া
আগা —ঐ করা
আগল, আগুল—রক্ষা করা; চৌকি দেওয়া
আগ্‌লা, আগুলা—ঐ
আঁচ—অনুমান করা
আঙ্‌লা, আঙ্‌লা (ন)—অঙ্গুলি দ্বারা ঘাঁটা
আচম (প)—আচমন করা
আচর (প)—আচরণ করা
আঁচা—আচমন করা
আঁচ্‌ড়া—নখপ্রহার করা; নখানুরূপ অস্ত্র দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করা
আছ—থাকা
আছাড়—সহসা বা সবলে পড়া
আছ্‌ড়া—সবলে আঘাত করা, আছড়ান; ছিটান
আঁট্—দৃঢ় করিয়া বাঁধা, আঁটা
আট্‌কা—অবরোধ করা
আড়া—আড় হয়ে পড়া

আঁৎকা—হঠাৎ ভয় পাইয়া অব্যক্ত শব্দ করা
আন্—আনা
আবর (প) ঢাকা; আবরণ মধ্যে রাখা
আরম্ভ (প) আরম্ভ করা
আরোপ (প)—আরোপ করা
আরোহ (প)—চড়া
আলিঙ্গ (প)—আলিঙ্গন করা
আস্—আসা
আহ্বান (ন. প)—ডাকা
ইচ্ছ (প)—ইচ্ছা করা
ইঁতা (চ)—অবসন্ন হওয়া
উগার—উদ্গার করা
উচা, উঁচা—অতিক্রম করা
উঁচ্‌লা—উপর উপর বাড়িয়া লওয়া, ওঁচলান
উছল— ঐ; অতিরিক্ত হওয়া
উজল (প)—উজ্জ্বল করা
উজা—স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া
উঠ—উঠা
উঠা—তোলা
উড়—উড্ডীন হওয়া
উড়া—উড়ান, দোলান: অগ্রাহ্যবৎ ছাড়িয়া দেওয়া; অস্বীকার করা
উত্‌রা (চ)—উপস্থিত হওয়া; নামা
উত্তর (প, ন)—উপস্থিত হওয়া; উত্তর করা
উত্‌লা, উতল, উথল—ফাঁপিয়া উঠা
উপ্‌চা—ছাপাইয়া যাওয়া
উপহাস (প) তামাসা করা
উপজ (প) উপস্থিত হওয়া

(১) যে সকল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলে তাহাদের তালিকা।

উপার্জ্জ—উপার্জ্জন করা
উর্ (প)—উপস্থিত হওয়া
উল্—নামা ; প্রবৃত্ত হওয়া
উল্ট—পরিবর্ত্তিত হওয়া
উল্টা—পরিবর্ত্তিত হওয়া ও করা
উস্কা—উন্মুখ করা ; প্রবর্ত্তিত করা ; প্রদীপের সলিতা আগাইয়া দেওয়া
এগ, এগা—আগাইয়া যাওয়া
এড়া—এড়ান ; বাদ দেওয়া ; পাশ কাটান
এলা—আলগা হওয়া বা করা, অবসন্ন হওয়া
ওলা, উলা—নামান
কচ্লা—ঘর্ষণ করা, রগড়ান
কড়্—রাগ করা
কড়কা—শাসান
কপ্চা—কথা কহিতে শিখা ; অভ্যাস করা
কম—কমা, হ্রাস হওয়া
কম্প (প) কাঁপা
কর্—করা
কষ—স্বর্ণাদি পরীক্ষা করা ; আঁটা
কস্—শাসন করা ; রসশূন্য করা ; বলপূর্ব্বক একত্র করা
কসা—প্রহার করা ; লাগান
কহ্—বলা
কাচ, কাচা—ধৌত করা ; ভাণ করা
কাঁচ—কাঁচা হওয়া বা করা (খেলায়) ; নূতন করিয়া আরম্ভ করা
কাট—কাটা ; ছিন্ন হওয়া বা করা ; কামড়ান (সাপে কাটিয়াছে)
কাটা—অতিবাহিত করা, কাটান
কাড়—বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া
কাড়া—ব্যবহারার্থ লওয়া ; কাজে লাগান
কাঁড়্—পরিষ্কার করা
কাঁড়া—পরিষ্কার করা বা করান, বাচাই করা
কাত, কাতা—অবসন্ন হওয়া ; কাত হওয়া
কাঁদ, কান্দ—রোদন করা
কাঁপ—কম্পিত হওয়া
কামা—ক্ষৌরকর্ম্ম করা ; উপার্জ্জন করা
কামড়া—দংশন করা ; আঁটিয়া ধরা
কালা—অতি শীতল হইয়া যাওয়া
কাশ—কাশা
কিন্—ক্রয় করা
কিলা (চ)—কিল মারা
কুচ—খণ্ড খণ্ড করা
কুঁচ, কুঁচা—বস্ত্রাদি কুঞ্চিত করা ; গুছান
কুজ্, কুজন, কুজয় (প)—কূজন করা
কুট—খণ্ড খণ্ড করা ; প্রস্তুত করা ; কোটা ; গুঁড়া করা
কুড়, কুঁড়—খনন করা, কোটা
কুড়া—গুড়ান ; সংগ্রহ করা
কুঁথা—কোঁথান
কুঁদ—কুর্দ্দন করা ; যন্ত্রোল্লিখিত করা
কুপ্, কোপ (প) কুপিত হওয়া
কুর্—কোরা ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া বাহির করা
কুলা—কুলান, পর্য্যাপ্ত হওয়া
কুলুপ (প, ন)—আটকান ; বন্ধ করা
কেচ্রা (চ)—বিশৃঙ্খল করা বা হওয়া
কোকড়া—কুঞ্চিত হওয়া ও করা
কোঁচ্কা, কুঁচ্কা—ঐ ঐ
কোটা—প্রস্তুত করান
কোঁথা—কোঁথান
কোঁদা—উৎকীর্ণ করান
কোঁদ্লা—কোদাল দিয়া খোঁড়া
কোপা—(মাটি) কাটা
ক্রন্দ (প)—কাঁদা

ক্ষম্ (প)—ক্ষমা করা
ক্ষর—ক্ষরণ হওয়া
ক্ষুভ (প)—ক্ষুব্ধ হওয়া
ক্ষেপ—উন্মত্ত হওয়া
ক্ষেপ (প)—ক্ষেপণ করা
ক্ষেপা—রাগান, খেপান
ক্ষোয়া—ক্ষয় করা
খচ্—বকা, বাক্যযন্ত্রণা দেওয়া
খতা—হিসাব করিয়া দেখা
খন্ (প)—খোঁড়া
খর্—ঝলসে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া
খস্—খসা, স্খলিত হওয়া ; হীন হওয়া খরচ হওয়া
খসা—স্খলিতকরা, বাহির করা
খা—খাওয়া ; ক্ষয় পাওয়া
খাট—খাটা, পরিশ্রম করা ; উপযুক্ত হওয়া
খাঁটা—খাঁটান বিস্তৃত করা
খাপ——মানানসই হওয়া
খাবলা—খাবলাইয়া লওয়া
খামচা, খিমচা—নখাঘাত করা
খিচ, খিচা—খিচান, তিরস্কার করা
খুচ, খুঁচ—খোচা ; উত্তেজিত করা ; বেদনা বোধ হওয়া
খুঁজ—অন্বেষণ করা
খুঁট—খুঁটিয়া লওয়া, সংগ্রহ করা
খুঁড়—খনন করা ; ঈর্ষ্যা করা ; কোটা (মাথা খোঁড়া)
খুঁড়া—খোঁড়ার ন্যায় যাওয়া ; গোড়ালি উঁচা করিয়া পায়ের অঙ্গুলির উপর দাঁড়ান ; শক্তির অতিরিক্ত কাজ করিতে প্রয়াস করা
খুদ—উৎকীর্ণ করা, খোদা
খুপ—চক্ষুদ্বারা আঘাত করা ; আঘাত করা
খুল—খোলা
খুস্—(মাটি) খোঁড়া
খেঁকা—মুখভঙ্গীপূর্ব্বক ধমক দেওয়া
খেঁচ, খিঁচ্—হস্তপদ বিক্ষেপ করা ; বেদনা অনুভব হওয়া
খেঁচ্কা—বারংবার বকা ; কথায় উত্যক্ত করা
খেঁট্—অধিক খাওয়া
খেদা—তাড়াইয়া দেওয়া
খেপ—রাগ্ করা
খেপা—খেপান, রাগান
খেল—খেলা করা
খেলা—বিস্তার করা ; কোন দ্রব্য লইয়া খেলান
খিমচ্, খিমচা—নখ ও অঙ্গুলি দ্বারা পেষণ করা
খোঁচা—উত্তেজিত করা
খোঁড়া—খোঁড়ার ন্যায় যাওয়া, গমন করান
খোদ—উৎকীর্ণ করা
খোদা—উৎকীর্ণ করান
খোপা—ঠোক্রান্
খোয়া—হারান ; ক্ষয় করা
খোব্লা—খোবলান
গছ্—লওয়া ; পুষ্ট হওয়া
গছা—দেওয়া
গজা—গজান, উজ্জীবিত হওয়া
গঠ, গড়—গঠন করা
গড়া—জল পাত্রান্তরিত করা ; গড়াইয়া যাওয়া ; বিশৃঙ্খল হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; শয়ন করা গঠন করান
গণ, গুণ—গণনা করা
গরজ, গর্জ্জ—গর্জ্জন করা
গল—অগ্নি সংযোগে দ্রব হওয়া ; ক্ষরণ হওয়া ; গলে পড়া ; ক্ষীণ হওয়া; গলা

গলা—গলিত করা
গা, গাহ্—গান করা
গাড়্—পোতা
গাঁথ্—গাঁথা, প্রস্তুত করা
গাদ—পোরা, ঠাসা
গাপ (প)—গোপন করা
গাল্—গালি দেওয়া; অগ্নিসংযোগে দ্রব করা; রস নিঃসারণ করা
গিল্—গলাধঃকরণ করা, গ্রাস করা, খাওয়া
গুছা—সংযত করা; সংগ্রহ করা; (অর্থ) সঙ্গতি করা
গুঁজ—পোরা, অন্তর্নিবিষ্ট করা
গুঞ্জ (প)—গুঞ্জন করা
গুটা—সঙ্কুচিত করা; গুটিয়ে লওয়া
গুড়া—ঐ কুড়ান; সঙ্কুচিত হওয়া
গুঁড়—চূর্ণ হওয়া
গুঁড়া—চূর্ণ করা; অত্যধিক প্রহার করা
গুঁতা—শৃঙ্গপ্রহার করা, আঘাত করা, উত্তেজিত করা
গুমর্, গুমুর্—ভিতরে ভিতরে কষ্টভোগ করা
গুল্—তরল পদার্থে মিশান
গুলা গোলা—ঘোলা করা, উল্‌টা পাল্‌টা হওয়া বা করা, ঐ ভাবের বেদনা অনুভূত হওয়া
গেঙা—ক্লেশব্যঞ্জন অব্যক্ত শব্দ করা
গোঙা—ঐ
গ্রাস (প)—গ্রাস করা
ঘট—ঘটা; সংঘটিত হওয়া
ঘনা—ধীরে ধীরে নিকটে আসা
ঘষ্, ঘস—ঘর্ষণ করা, রগড়ান
ঘসড়া (প)—রগড়ান
ঘাট—কম হওয়া
ঘাঁট—মর্দ্দন করা, কর্দ্দমলিত করা, নাড়াচাড়া, মাখা
ঘাঁটা—ঘেঁপান, রাগান
ঘাবড়া (গ)—অপ্রস্তুত হইয়া যাওয়া
ঘাম—ঘর্মাক্ত হওয়া
ঘুচ্—শেষ হওয়া
ঘুঁট্—মিশান, পেষণ করা, অন্বেষণ করা আন্দোলন করা
ঘুমা (ন)—নিদ্রা যাওয়া
ঘুর্—বেড়ান ঘোরা
ঘুলা—ঘোলান, আবিল করা
ঘুষ, ঘোষ (প)—ঘোষণা করা
ঘুষা (ন)—ঘুষি মারা
ঘুস্—প্রবিষ্ট হওয়া
ঘের্, ঘির্—বেষ্টন করা
ঘেরা—বেষ্টন করা
ঘেঙা (গ)—ঘেঙান, পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করা
ঘেঁস্—নিকটস্থ হওয়া
চট্—বিরক্ত হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া উঠিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া
চট্‌কা—ঘাঁটা
চড়্—আরোহণ করা; রাগ করা; অতিরিক্ত হওয়া
চড়া—চড় মারা; অতিরিক্ত করা; চড়ান, চাপান (ভাত চড়াও)
চমক্, চম্‌কা—সিহরিয়া উঠা, হঠাৎ ভয় পাওয়া
চর—চরা
চর্চ্চ (প)—চর্চ্চা করা
চল্—চলা, উপযুক্ত হওয়া সংকুলন হওয়া
চষ—চাষ করা
চা—দেখা, প্রার্থনা করা;
চাক্—আস্বাদন লওয়া

চাম্ (প)—উন্মুখ হওয়া, আগ্রহ হওয়া
চাঁচ্—চাঁচা, পরিষ্কার করা
চাট—লেহন করা, চাটা
চাপ—চাপা
চাপ্ড়া—চাপড় মারা
চাপা—(নৌকা) বাঁধা, বোঝাই দেওয়া, অধিক ভার দেওয়া
চার—ছড়াইয়া পড়া
চারা—ছড়ান, পৃথক্ পৃথক্ পোতা ; সামঞ্জস্য ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া
চাল—চালুনি দ্বারা পরিষ্কার করা ; ঠেলা ; স্থানান্তরিত করা ; চালা
চালা—প্রবর্ত্তিত করা, সংকুলন করিয়া দেওয়া ; চালান
চাহ্—দেখা, প্রার্থনা করা
চিতা—চিত হইয়া পড়া
চিত্র (প)—চিত্রিত করা, আঁকা
চিন্—চিনা, জানা
চিন্ত্ (প)—চিন্তা করা
চিবা—চর্ব্বণ করা
চিমসা—ডুবরান ; শুখাইয়া যাওয়া
চির্—চেরা, চেলা করা
চু, চুঁ—ক্ষুধিত হওয়া ; অত্যন্ত পুড়িয়া যাওয়া
চুক্—শেষ হওয়া, মিটিয়া যাওয়া, ভুল করা
চুকা—শেষ করা, মিটান
চুখা—উন্মুখ করা, বানান
চুচ্, চুঁচ্ (প)—বেগে দৌড়ান ; চুঁচিয়া দেওয়া
চুটা—সতেজে কোন কাজ করা *
চুন্—বাছা
চুপ—নীরব হওয়া, থামা
চুপ্সা—ডুবড়ান, শুখান
চুবা—ডোবান
চুম্, চুম্ব (প)—চুম্বন করা
চুমুক (প)—চুমুক দেওয়া
চুল্কা—কণ্ডূয়ন করা, উস্কান
চুষ—চোষা
চূর, চূর্ণ—চূর্ণ করা
চেঁচ, চেঁচা—চীৎকার করা
চেত্—চৈতন্যযুক্ত হওয়া, ঠকিয়া শেখা
চেপ্টা—চেপ্টা হইয়া যাওয়া
চেলা—বিদীর্ণ করা, চেলান
চোঁওয়া—অত্যন্ত দগ্ধ করা
চোনা—(গরুর) মূত্রত্যাগ করা
চোলা—চোলাই করা
চোপা, চূপা—অস্ত্র দ্বারা কাটা
চোবা—ডোবান
ছক—কার্য্যের প্রণালী নির্ণয় করা ; ছকা
ছটকা—বাহির হইয়া পড়া বা যাওয়া
ছট্‌ফটা (প)—অস্থির হওয়া
ছড়্—টানা, চামড়া ছাড়ান
ছড়া—ছড়ান, বিছান
ছল—ছলনা করা
ছা—ছাওয়া
ছাঁক্—ছাকা
ছাঁচ—ছেচা, চূর্ণ করা, ভাঙ্গা, অধিক আঘাত করা
ছাট ছাঁট—বাদ দেওয়া, কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা
ছাড়—ছাড়া
ছাড়া—পরিষ্কার করা, ত্বক্‌শূন্য করা, পৃথক্ করা
ছাদ, ছান্দ—বাঁধা, সাজান, পাতা
ছান্—দলন করা, মাখা ; গড়া
ছাপ—মুদ্রিত করা, অতিরিক্ত হওয়া, লুকাইয়া রাখা

ছড়্—চর্ম্ম ছাড়ান (পাঁটা ছড়িতেছে); অধিক টানা (ঋাই ছড়িতেছে)
ছাপা—অতিরিক্ত হওয়া, ছাপাইয়া যাওয়া; মুদ্রিত করান; গোপন করা
ছিচ্—(জল) সেক করা; (জল) নিঃসারণ করা
ছিট্—কাটা; ঘরের চাল ও বেড়ার বাঁখারি প্রভৃতি বাঁধা
ছিটা—ছিটান; ছড়ান
ছিট্কা—ছিটকাইয়া যাওয়া না দেওয়া
ছিঁড়—ছিন্ন হওয়া; ছেদন করা
ছিনা—কাড়া
ছিপ—গোপন করা
ছুঁ—স্পর্শ করা
ছুট—দৌড়ান; চলিয়া যাওয়া
ছুটা—ছাড়িয়া দেওয়া; দৌড় করান; কাটা
ছুড়—ছোড়া
ছুপ (গ)—চাপিয়া ধরা
ছুবা—রঞ্জিত করা
ছুল—খোসা বাদ দেওয়া; পরিষ্কার করা
ছেঁক—ছাঁকা
ছেঁচ—ছেঁচা; ভাঙ্গা; অধিক আঘাত করা; (জল) সেক করা; (জল) নিঃসারণ করা
ছেঁভ্লা (গ)—দলিত করা
ছেদ (প)—ছেদন করা
ছোঁচা (গ)—জলশৌচ করা
ছোপা, ছোবা—(বস্ত্রাদি) রঙ করা
ছোব্লা—কামড়ান
ছোঁয়া—স্পর্শ করান
জড়া—সংলগ্ন হওয়া; জড়ান; গুটান
জন্ম—উৎপন্ন হওয়া; জন্মগ্রহণ করা
জপ—জপ করা; সর্ব্বদা আলোচনা করা
জপা—প্রবর্ত্তিত করা; মন্ত্রণা দেওয়া
জম—একত্র হওয়া; অধিক শীতল হওয়া; জমিয়া যাওয়া; জমাট হওয়া (গান জমিয়াছে)
জমা—সঞ্চয় করা; জমাট করা; একচিত্ত করা; তরল পদার্থকে কঠিন করা
জম্কা—জাঁকান
জর্—জীর্ণ হওয়া
জল্প্ (প)—বলা
জাঁক্—বাড়া; উন্নতিলাভ করা; দৃঢ় ভাবে থাকা
জাঁকা—জমকান
জাগ—জাগরিত হওয়া; প্রবুদ্ধ হওয়া
জাগা—জাগরিত করা; উদ্বোধিত করিয়া রাখা
জাচা, জাচ্—যাচাই করা
জাত, জাঁত্—চাপা; নিপীড়িত করা
জান্—জানা
জাপ্টা—দুই হাতে অন্যের শরীর ধরা; আলিঙ্গন করা
জারা, জরা—জীর্ণ করা
জি—বাঁচা; বেঁচে থাকা
জিত—জয় করা; প্রধান হওয়া
জিন্— ঐ ঐ
জিরা (গ)—বিশ্রাম করা
জীব (প)—জীবিত থাকা
জীয়া—জীবিত রাখা; বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় করা
জুঁক—পরিমাণ করা
জুট, জুঠ, জুড়—মিলিত হওয়া; সংগৃহীত হওয়া; যুঠা, মিলা
জুঠা—মিলান; সংগ্রহ করা, যুঠান
জুড়া—শীতল হওয়া বা করা
জুতা—পাদুকাপ্রহার করা

জুব্‌ড়া—ডোবান; ডোবা; অত্যাসক্ত হওয়া
জ্বর—জ্বররোগগ্রস্ত হওয়া
জ্বল—প্রজ্বলিত হওয়া; উজ্জ্বল হওয়া; জ্বালা করা
জ্বাল—প্রদীপ্ত করা; প্রজ্বলিত করা
জ্বালা—কষ্ট দেওয়া; জ্বালাইয়া দেওয়া
ঝক্—প্রদীপ্ত হওয়া; কিরণ দেওয়া
ঝট্‌কা (গ)—ধরা; ছাঁটা
ঝড়্‌কা (গ)—সুস্থ হওয়া; কড়্‌কান
ঝর—ক্ষরিত হওয়া; খসা, পড়া
ঝরা—ঝরান; বাহির করা
ঝল্‌কা (গ)—প্রদীপ্ত হওয়া
ঝলসা—পোড়া; পোড়ান; অর্দ্ধ দগ্ধ হওয়া বা করা
ঝাঁক—চাপ দেওয়া
ঝাঁকড়া—প্রসারিত হইয়া পড়া
ঝাঁট—সম্মার্জ্জিত করা
ঝাঁটা—ঝাঁটা মারা; সম্মার্জ্জিত করা
ঝাড়—ঝাড়া; পরিষ্কার করা
ঝাড়া—পরিষ্কৃত করান; ঝাড়ান; বুঝান; ভূতাপসারণ করা; বিষাপসারণ করা
ঝাঁপ—ঢাকা দেওয়া
ঝাঁপা—লাফ দেওয়া; ছাপাইয়া যাওয়া
ঝাপটা—ঝাপটা মারা
ঝামর, ঝামরা (গ)—পূর্ণ হওয়া; অভিভূত হওয়া
ঝাল—মেরামত করা; ধাতুপাত্রাদি যোড়া
ঝালা—ঝালান; ঝাল দেওয়া; ভাল করিয়া আরম্ভ করা
ঝিম—তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া
ঝুঁক—ঝোঁকা; একদিকে হেলা বা প্রবল হওয়া
ঝুড়্—কাটিয়া পরিষ্কার করা; কাটিয়া দেওয়া
ঝুল্—দোলা, বিলম্বিত হওয়া
টক্—পচিয়া অম্লরস হওয়া
টল্—চঞ্চল হওয়া; বিচলিত হওয়া
টপ্ (গ)—বিন্দু বিন্দু পড়া
টপ্‌কা—লাফাইয়া চলিয়া যাওয়া
টস্‌কা—ক্ষয় হওয়া
টহ্‌লা (গ)—পাদচারণ করা
টাঁক্—সেলাই করা; কামনা করা
টাঙা—ঝোলান; লট্‌কাইয়া দেওয়া
টাটু, টাটা—ব্যথাযুক্ত হওয়া
টান্—আকর্ষণ করা; ঝোঁকা
টাল্ (গ)—(উদর) পূর্ণ করা
টাঁস্ (গ)—কামনা করা; মৃতপ্রায় হওয়া; মরা
টিঁক্—স্থায়ী হওয়া; রক্ষা পাওয়া
টিপ—মর্দ্দন করা, টিপিয়া দেওয়া
টু (গ) প্রবর্ত্তিত করা
টুক্—সংক্ষেপে লেখা; আস্তে আস্তে খাওয়া; সেলাই করা
টুট্ (গ)—ভাঙ্গা
টুপ্—ক্ষরা, বিন্দু বিন্দু পড়া
টেঁক—স্থায়ী হওয়া; রক্ষা পাওয়া
টোপা—বিন্দু বিন্দু পড়া
ঠক্—বঞ্চিত বা প্রতারিত হওয়া; পরাজিত হওয়া
ঠকা—প্রতারিত করা
ঠাওরা—স্থির করা, নির্ণয় করা
ঠার (গ)—ইঙ্গিত করা
ঠাস্—চাঁপা; সবলে মাখা; দলিত করা
ঠিক্‌রা—বিকীর্ণ হওয়া; চটা
ঠুক্—আঘাত করা; ঘা দেওয়া
ঠুক্‌রা—চঞ্চু দ্বারা আঘাত করা; ঠোকর মারা
ঠুস্ (গ) পোরা; খাওয়া; মারা

ঠেক্—আট্‌কাইয়া যাওয়া, বাধা পাওয়া; বিপন্ন হওয়া
ঠেকা—লাগাইয়া দেওয়া; আট্‌কান; বিপন্ন করা
ঠেঙা—প্রহার করা, লাঠিদ্বারা মারা
ঠেল্—ঠেলা, সবলে সরাইয়া দেওয়া
ঠেলা (গ)—অপ্রসন্ন বা বিমুখ হইয়া থাকা
ঠেস—চাপা; ঠেলা; থেঁসা
ঠেসা—বক্রভাবে লক্ষ্য করা বা দোষ দেওয়া; চাপান
ঠোক্‌রা—চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা, ঠোকর মারা
ডর্, ডরা (গ)—ভয় করা; ভয় পাওয়া
ডল—পেষা; বিস্তৃত করা, ডলা
ডাক্—আহ্বান করা; শব্দ করা
ডাল—দেওয়া; ফেলা; [কলম ডালা= লেখা]
ডাঁশা—পক্বপ্রায় হওয়া
ডিঙা, ডিঙ্গা—অতিক্রম করা
ডুক্‌রা—চীৎকার করা
ডুব্—মগ্ন হওয়া; ভিতরে প্রবেশ করা
ঢল্—অচেতন হইয়া পড়া; কোন দিকে প্রবণ হওয়া
ঢলা—নিজের দোষ প্রকাশিত করা
ঢল্‌কা (গ)—প্রবণ হওয়া
ঢাক—আচ্ছাদিত বা আবৃত করা; গোপন করা
ঢাল্—তরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা, গড়ান; গলাইয়া ছাঁচে ফেলা
ঢিপা (গ)—প্রহার করা
ঢিলা (গ)—লোষ্ট্র প্রহার করা
ঢুক্—(গ)—প্রবেশ করা; অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া
ঢুঁড়্ (গ)—অন্বেষণ করা
ঢুল—তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া, ঝিমান
ঢুলা—কাটিয়া সরাইয়া দেওয়া; সরান নাড়া; বাতাস করা
ঢুসা (গ)—গুঁতান; আঘাত করা
ঢেউয়া—ভাসাইয়া দেওয়া
ঢেকা (গ)—ঠেলিয়া বাহির করা
তর্—পার হওয়া; উদ্ধার হওয়া
তরা, তারা—উদ্ধার করা
তর্জ্জ (প)—ভয় দেখান
তর্প (প)—তৃপ্ত করা; তর্পণ করা
তলা—ডুবিয়া যাওয়া; নীচে পড়া; ভাল করিয়া বুঝা
তাও—পালন করা; তাপ দেওয়া
তাক্, তাকা—চক্ষু উন্মীলন করা, দেখা
তাগ—লক্ষ্য করা; আশায় থাকা
তাগুড়া—সংগ্রহ করিয়া রাখা; সঙ্কুলন হওয়া
তাড়—তাড়া দেওয়া; মারা; বাহির করিয়া দেওয়া; সতেজে কোন কাজ করা
তাড়া—তাড়াইয়া দেওয়া; তাড়া দেওয়া
তাত—উষ্ণ হওয়া; রাগা
তাতা—উষ্ণ করা
তাপ (প)—তাপ দেওয়া
তার্—ত্রাণ করা, রক্ষা করা
তাস্, তাসা—তাস বাঁটা বা গুছান
তিউড়া, তেউড়া—(কাষ্ঠাদি) বাঁকিয়া যাওয়া
তিত (প)—সিক্ত হওয়া
তিলা—গর্ব্বিত হওয়া
তিষ্ঠ—স্থির হইয়া থাকা; আশায় থাকা
তুল—তোলা; উঠাইয়া রাখা, চয়ন করা
তুল (প)—তুলনা করা
তুবড়া—তুবড়াইয়া যাওয়া
তুষ—তুষ্ট করা

তুল (প)—ওজন করা
তৌলা— ঐ
ত্যজ (প)—ত্যাগ করা
ত্রস্ত (প)—ভয় পাওয়া
ত্রাস্ (প)—ভয় পাওয়া ; ভয় দেখান
থত্, থতা—অপ্রস্তুত হওয়া ; ভেবড়ে যাওয়া
থমক্—থেমে যাওয়া
থাক্—থাকা
থাব্ড়া (প)—চড় মারা
থাম্—নিবৃত্ত হওয়া
থাস্—দলিত করা
থিতা—(মলিনাংশ নীচে পড়িয়া) নির্ম্মল হওয়া
থু—রাখা
থুব্ড়া (প)—রগড়ান ; (মুখ) থুবড়াইয়া পড়া বা দেওয়া
থুর্—কুচি কুচি করিয়া কাটা ; খোরা
থুন্ (প)—ধীরে ধীরে সিদ্ধ হওয়া
থেতলা (প)—দলিত করা
থোড়া—কুচি কুচি করিয়া কাটা
দংশ—কামড়ান
দণ্ড (প)—দণ্ড দেওয়া
দম—নিরুৎসাহ হওয়া
দম (প)—দমন করা
দমকা—ভাঙ্গা ; পড়া
দর্শ—দৃষ্ট হওয়া
দর্শা—দেখান
দল—দলিত করা ; মাড়ান
দহ (প)—পোড়া ; পোড়ান
দা—দেওয়া ; বদ্ধ করা
দাগ্—দাগ দেওয়া ; (কামান) ছোড়া
দাঁড়া—থামা ; দণ্ডায়মান হওয়া ; অপেক্ষা করা ; ফল হওয়া
দান্ (প)—দেওয়া
দাপ্, দাব্—দমন করা, শাসন করা
দাপা, দাবা—দমন করা, হীন করা ; দম্ভভরে বেড়ান
দীপ (প)—দীপ্ত পাওয়া
দুল্—দোলা
দু, দুহ—দোহন করা
দুষ—দোষ দেওয়া, দোষী করা
দেখ—দেখা ; বুঝা
দেখা—দৃষ্ট হওয়া ; দেখান
দো, দোহ—দোহন করা
দোলা—দোলান
দোষ (প)—দোষী করা
দৌড়, দৌড়া—দ্রুত গমন করা, দৌড়ান
ধড়ফড়া (প)—ছটফট করা
ধমকা—তিরস্কার করা
ধর্—ধারণ করা ; তাড়ান ; আট্‌কান
ধস্—ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; নষ্ট হওয়া
ধস্‌কা— ঐ
ধা—বেগে যাওয়া, দৌড়ান
ধাঁদ—ক্ষরে যাওয়া
ধাব্ (প)—দৌড়ান
ধার্ (সকর্ম্মক)—ঋণগ্রস্ত হওয়া
ধাম্‌সা (প)—অতিরিক্ত প্রহার করা
ধু—ধৌত করা
ধুক্, ধুঁক—কষ্টে নিশ্বাস ফেলা ; মৃতপ্রায় হওয়া
ধুন—(তুলা) ধোনা ; নাড়া ; প্রহার করা
ধুমা, ধুঁমা—সধূম হওয়া
ধুঁয়া—অল্পে অল্পে উন্নতি লাভ করা
ধেয়া—ধ্যান করা
ধ্বন্—শব্দ করা
ধ্বংস (প)—নাশ করা ; খেয়ে ফেলা
ধোয়া—ধৌত করান
নড়্—নড়া ; যাওয়া

নম (প)—প্রণাম করা
নরমা—নরম হওয়া, হীনতা স্বীকার করা
না—স্নান করা
নাচ্—নৃত্য করা
নাট (প)—নৃত্য করা ; অভিনয় করা
নাড়—স্থানান্তরিত করা, বিচলিত করা
নাড়া—স্থানান্তরিত করান ; বিচলিত করা ও করান ; সরান
নাদ (প)—শব্দ করা
নাদ—(গবাদির) মলত্যাগ করা
নাব্—অবতীর্ণ হওয়া ; নামা
নাম— ঐ ; প্রবৃত্ত হওয়া
নামা—অবতীর্ণ করা ; প্রবৃত্ত করা
নার (গ, প)—না পারা
নাশ্ (প)—বিনাশ করা
নাহ্—স্নান করা
নি—লওয়া
নিকা—(গৃহাদিতে) লেপ দেওয়া
নিঙড়্, নিঙড়া—জলাদি নিঃসারণ করা
নিড়া—ভূমি হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলা
নিনাদ (প)—শব্দ করা
নিন্দ (প)—নিন্দা করা
নিব্, নিভ্—নির্ব্বাণ হওয়া
নিবা—নির্ব্বাণ করা ; শেষ করা
নিবার (প)—নিবারণ করা
নিব্ড়া, নেব্ড়া—অপরিষ্কার ভাবে লেপন করা
নিমীল (প)—(চক্ষু) বুজান
নিযোজ (প)—যোড়া, নিযুক্ত করা
নিষ্কাশ (প) বাহির করা
নিস্তার (প)—উদ্ধার করা, রক্ষা করা
নীরব (প)—নীরব হওয়া
নু—নত হওয়া, বাঁকা
নেংচা (গ)—খুঁড়াইয়া চলা
নেংড়া (গ)—খুঁড়াইয়া চলা
নেতা—লতাইয়া যাওয়া
নেলা—(কুক্কুরাদিকে) দংশনার্থ উৎসাহিত করা
নেহার, নিহার (প)—দেখা
নোয়া—নত করা ; বাঁকান
পচ্—পচা ; পরিপাক হওয়া
পট্কা (গ)—রুগ্ন ও দুর্ব্বল হওয়া
পঠ (প)—পাঠ করা
পড়্—পতিত হওয়া ; পাঠ করা ; ঘটা ; আক্রমণ করা
পড়া—শিখান, পাঠ করান
পত্তন (প)—(গৃহাদির) নির্ম্মাণারম্ভ করা
পর—পরিধান করা
পরখ্—পরীক্ষা করা
পরা—পরিধান করান
পরশ্—স্পর্শ করা ; পরিবেশন করা
পরাভব (প)—পরাজিত করা
পরিহর, পরিহার (প)—ত্যাগ করা ; এড়ান
পরিহাস (প)—উপহাস করা
পর্য্যট (প)—ভ্রমণ করা
পল্কা (গ)—(কাষ্ঠাদি) জীর্ণ হওয়া
পলা—পলাইয়া যাওয়া
পশ (প)—প্রবেশ করা
পসার (প)—প্রসারিত করা
পস্ত, পস্তা—অনুতাপ করা, দুঃখ করা
পা—পাওয়া ; চাপা (ভূতে পাইয়াছে)
পাক—পক্ক হওয়া ; আসন্ন হওয়া ; শুখাইয়া যাওয়া
পাকা—পক্ক করা, সিদ্ধ করা ; পাক্ দেওয়া ; পাকাইয়া জড়ান ; শুখাইয়া যাওয়া
পাকড়া—ধরা, রুদ্ধ করা

পাখ্‌লা—ধোওয়া ; নাড়াচাড়া করা
পাঁচা (প)—আয়ত্ত করিয়া ধরা
পাছড়া—বাগাইয়া ধরা ; আছাড় দেওয়া ; ঝাড়া
পাঁজা (প)—সাজান
পাঠা—প্রেরণ করা
পাড়্‌—নামান, পাতিত করা ; পরিষ্কার করা ; মারা ; জব্দ করা ; বিস্তৃত করা
পাড়া—(পাশার দান) ফেলা ; (ঘুম) পাড়ান ; পাতিত বা অবতারিত করান
পাত্‌—পাতা ; বিস্তৃত করা ; (দই) বসান ; প্রস্তুত করা (উনান পাতা)
পাতা—স্থাপন করা, (সম্পর্ক) পাতান
পাদ্‌—উদরস্থ বায়ু নিঃসারিত করা
পাদা (প)—জব্দ করা
পান, পানা—(গবাদির) দুগ্ধ দিতে উন্মুখ হওয়া
পার্‌—সমর্থ হওয়া
পারা—পার হওয়া
পাল—পালন করা
পালা—পলায়ন করা
পাল্‌টা—ফেরা ; ফেরান ; উল্টা পাল্টা করা
পাশ—, পাশা— { পাশ কাটাইয়া যাওয়া ; (তাস খেলায়) ভিন্ন রঙের তাস দেওয়া
পাশর—ভুলা ; সংবরণ করা
পাশ্‌ট্‌, পাশ্‌টা—আয়ত্ত করা, বাগান ; পাশ ফেরা
পি (প)—পান করা
পিছ্‌—পশ্চাৎ যাওয়া ; নিবৃত্ত হওয়া
পিছা—ঐ ; পশ্চাতে ঠেলিয়া দেওয়া
পিছ্‌লা—স্খলিতপদ হওয়া
পিঁজ—(তুলা) ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করা
পিট—মারা ; ঘা মারা
পিধান (প)—বস্ত্রাদি দ্বারা ঢাকা
পিষ্‌—গুঁড়া করা ; ডলা, বাটা ; পেষা ; অত্যন্ত প্রহার করা
পীড়্‌ (প)—পীড়া দেওয়া
পুছ (প)—জিজ্ঞাসা করা
পুঁছ, পুঁচ—মুছিয়া ফেলা
পুড়—পোড়া ; জ্বলা
পুত—ভূনিহিত করা, গোর দেওয়া, (বৃক্ষাদি) রোপণ করা
পুষ্‌—পালন করা ; রাখা
পুষা, পোষা—পর্য্যাপ্ত বা সঙ্গত হওয়া ; পর্য্যাপ্ত করিয়া দেওয়া
পূজ (প)—পূজা করা
পূর্‌—পূর্ণ হওয়া ; পূর্ণ করা
পূরা—পূর্ণ করা, সফল করা ; পোষাইয়া দেওয়া
পেঁচ্‌—পেঁচ দিয়া ধরা
পেঁচা—পেঁচ দিয়া ধরা ; বাঁকান ; গোল বাঁধান
পোহা, পুহা—প্রভাত হওয়া ; তাপ গ্রহণ করা
পৌঁছ, পঁহুছ—গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া ; যাওয়া
প্রকাশ (প)—প্রকাশিত হওয়া বা করা
প্রচার (প)—প্রচারিত করা
প্রজ্বল (প)—প্রজ্বলিত হওয়া, জ্বলা
প্রজ্বাল (প)—জ্বালা
প্রণম (প)—প্রণাম করা
প্রতিহিংস্‌ (প)—দায় তোলা, প্রতিশোধ লওয়া
প্রদর্শ (প)—দেখান
প্রবেশ (প)—ভিতরে যাওয়া
প্রবোধ (প)—প্রবুদ্ধ হওয়া বা করা
প্রভাত (প)—পোহান
প্রমাথ (প)—বিপর্য্যস্ত করা

প্রলোভ (প)—লোভ দেখান
প্রশংস (প)—প্রশংসা করা
প্রশম (প)—নির্ব্বাণ হওয়া বা করা; শান্তনা করা; নিবারণ করা
প্রসাদ (প)—তুষ্ট করা
প্রহার (প)—মারা
ফক্ (গ)—বিফল হওয়া
ফড়ফড়া (গ)—অধিক কথা বলা
ফক্কা—নিরর্থক রাগ করা
ফল—ফলযুক্ত হওয়া, সফল হওয়া
ফলা—সফল করা; উপযুক্ত বা উজ্জ্বল করা (রঙ্ ফলান)
ফস্কা—বিফল হইয়া যাওয়া
ফাট—বিদীর্ণ হওয়া; ফাটা
ফাটা—ভাঙ্গা; ছেঁড়া; বিদীর্ণ করা
ফাঁড়—কাটা, চেলান
ফাঁদ্—বাধান
ফাঁপ্—স্ফীত হওয়া; বৃদ্ধি পাওয়া
ফাঁপা—বাড়ান
ফাঁসা—ব্যর্থ করা
ফির্—ভ্রমণ করা; প্রত্যাগমন করা; অভিমুখ হওয়া; উল্টাইয়া যাওয়া
ফিরা—বদলান; ঘুরান; প্রত্যাগত করা
ফুঁক—, ফুঁকা— } ফুঁ দেওয়া; মন্ত্র পড়া বা মন্ত্র দেওয়া
ফুকর—, ফুকার— } চীৎকার করা, স্পষ্ট করিয়া বলা
ফুক্‌রা—ডুকরাইয়া উঠা
ফুট—প্রস্ফুটিত হওয়া; সচ্ছিদ্র হওয়া; সুভৃষ্ট হওয়া; ফুট ধরা; সিদ্ধপ্রায় হওয়া; (মুখ ফুটা=কথা বলা)
ফুটা—সিদ্ধ করা; প্রস্ফুটিত করা, ফোটান
ফুঁড়্—বিদ্ধ করা; ছিদ্র করা; ভেদ করিয়া উঠা
ফুঁপ্, ফুপা—, ফুঁকা (গ)— } নীরবে কাঁদা, নাক ঝাড়া; ফুঁপান
ফুর্—সফল হওয়া; প্রকাশ হওয়া
ফুরা—শেষ হইয়া যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া; দর চুক্তি করিয়া দেওয়া
ফুল—স্ফীত হওয়া; বাড়া; পুষ্পিত হওয়া
ফুলান—বাড়ান; স্ফীত করা
ফুস্ ফুসা (গ)—চুপি চুপি কথা বলা
ফুস্‌লা (গ)—মন্ত্রণা দেওয়া; প্রবর্ত্তিত করা
ফেনা—ফেনযুক্ত করা, ফেনাইয়া ফুলান
ফেরা—বদলান; ফিরাইয়া দেওয়া; ফিরান
ফেল্—নিক্ষেপ করা
ফোঁড়া—ছিদ্র করান
ফোঁপা—চাপিয়া কাঁদা
ব—বহন করা; সহ্য করা; অসৎপথে যাওয়া
বক্—বলা; তিরস্কার করা; অধিক বা অনর্থক কথা বলা
বকা—অধিক কথা বলিতে বাধ্য করা
বঞ্চ (প)—বঞ্চনা করা, যাপন করা
বদল্—পরিবর্ত্তিত হওয়া
বদ্‌লা—পরিবর্ত্তিত করা; ফিরান
বধ্ (প)—বধ করা
বন্—মেলা, উপযুক্ত হওয়া
বনা—মিলাইয়া চলা; প্রস্তুত করা; কাটা
বন্দ (প)—বন্দনা করা
বর্—বরণ করা
বর্জ্জ (প)—বর্জ্জন করা, ত্যাগ করা
বর্ণ (প)—বর্ণনা করা
বং—থাকা; বাঁচা; ঘটা
বর্ষ—বৃষ্টি হওয়া; বর্ষণ করা
বল—বলা
বল্‌কা—বলক উঠা; বুজকুড়ি উঠিয়া ফোলা

বস—উপবেশন করা ; বাস করা ; ঝাঁপ মুচিয়া বসিয়া যাওয়া ; নীচু হওয়া; (গাছ) জন্মান ; জলা

বসা—উপবিষ্ট করান ; বসাইয়া দেওয়া ; অবসন্ন করা ; পাতা ; রোপণ করা

বহ—বহন করা ; সহ্য করা ; চলে যাওয়া ; প্রবাহিত হওয়া (নদী বহিয়া যাইতেছে ; বায়ু বহিতেছে)

বহা—স্থানান্তরিত করান ; বাহিত করা

বা—(নৌকাদি) চালান, দাঁড় টানা

বাওদা (প)—কুলায় বাতাস দিয়া পরিষ্কার করা, ঝাড়া

বাঁক—বক্র হওয়া ; বিরূপ হওয়া

বাঁকা—বক্র করা

বাখা (প)—ব্যাখ্যা করা ; বিস্তৃতরূপে বলা

বাগ—আয়ত্তাধীন হওয়া

বাগা—বশে আনা ; আয়ত্তাধীন করা

বাচা—পরীক্ষা করা, অনুসন্ধানে তথ্য নির্ণয় করা

বাঁচ—জীবিত থাকা ; রক্ষা পাওয়া ; উদ্ধার হওয়া ; উদ্বৃত্ত হওয়া

বাঁচা—রক্ষা করা ; জীবিত রাখা ; সঞ্চয় করা

বাছ—পৃথক করা ; পরিষ্কার করা ; মনোনীত করা

বাজ—ধ্বনিত হওয়া, বাজা ; প্রচারিত হওয়া ; বাধা লাগা

বাজা—বাদ্য করা ; পরীক্ষা করা

বাঞ্ছ (প)—ইচ্ছা করা

বাট—পেষণ করা

বাঁট—ভাগ করিয়া দেওয়া ; বিতরণ করা

বাড়—বৃদ্ধি পাওয়া ; বাঁটা ; পরিবেশন করা ; উদ্বৃত্ত হওয়া ; বেশি হওয়া

বাড়া—বর্দ্ধিত করা

বাতা—(মশারি) ঠিক করিয়া গুছাইয়া দেওয়া

বাধ—ঘটা ; আটকাইয়া যাওয়া

বাঁধ, বান্ধ—বন্ধন করা ; আটকান

বান—গড়া ; কোটা ; তৈয়ার করা

বার (প)—ঢাকা, আবৃত করা

বাস—মনে করা ; বাস করা ; (ভাল বাসা =স্নেহ করা)

বাহ (প)—বহন করা ; চালান ; দাঁড় টান

বাহির (প)—বাহির হওয়া বা করা

বি, বিউ (প)—প্রসব করা

বিকশ (প)—ফোটা ; প্রকাশ পাওয়া

বিকা—বিক্রয় হওয়া ; সগৌরবে গৃহীত হওয়া

বিকাশ (প)—প্রকাশ পাওয়া ; ফোটা

বিগড় / বিগড়া —নষ্ট হওয়া, দূষিত হওয়া ; অসৎপথে যাওয়া

বিচল (প)—বিচলিত হওয়া

বিচার (প)—বিচার করিয়া দেখা

বিছড়া (প)—ছড়ান ; দলিত করা

বিছা—বিস্তার করা ; ছড়ান

বিড়া—বমনোন্মুখ হওয়া ; বেষ্টন করা

বিড়বিড়া—অস্পষ্ট কথা বলা

বিতর (প)—বিতরণ করা

বিদর (প)—বিদীর্ণ হওয়া

বিদার (প)—বিদীর্ণ করা

বিঁধ, বিন্ধ—বিদ্ধ হওয়া বা করা ; বিঁধ করা

বিনা—রচনা করা ; বিন্যাস করা

বিনাশ (প)—বিনাশ করা

বিবাদ (প)—বিবাদ করা

বিরচ (প)—রচনা করা

বিরম (প)—থামা

বিরোধ (প)—বিরোধ করা

বিলা—বিতরণ করা
বিষা—বিষযুক্ত হওয়া, যন্ত্রণাদায়ক হওয়া
বিসর্জ্জ—বিসর্জন করা
বিস্তার (প)—বিস্তার করা
বিহর, বিহার (প)—বিহার করা
বুজ্—পূর্ণ হওয়া; বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া
বুজা—পূর্ণ করা, নিমীলিত করা
বুঝ—বুঝা
বুড়—জলপ্লাবিত হওয়া; ডোবা
বুড়া—ডুবাইয়া দেওয়া
বুন্—বপন করা; বয়ন করা
বুল্—বেড়ান
বুলা—অবমর্ষণ করা; আস্তে আস্তে স্পর্শ করা
বেঁক—বাঁকা
বেগড়া—বিগড়াইয়া যাওয়া
বেচ—বিক্রয় করা
বেড়—বেষ্টন করা; বেড় দেওয়া
বেড়া—ভ্রমণ করা; প্রহার করা
বের্, বেরো—বাহির হওয়া
বেল—(রুটি লুচি) বিস্তৃত করিয়া তুলা
বেশা—অতিরিক্ত হওয়া
বেষ্ট্ (প)—বেষ্টন করা
ব্যাদান (প)—মুখ হাঁ করা
ব্যাপ—বিস্তৃত হওয়া; ঢাকা
ভক্ষ (প)—খাওয়া
ভজ—ভজনা করা; আশ্রয় করা
ভড়্কা—ভয়ে পলায়ন করা; ভীত হওয়া
ভণ (প)—বলা; বর্ণনা করা
ভন্‌ভনা—অনর্থক বকা
ভর্—পূর্ণ করা
ভর্ৎস্ (প)—তিরস্কার করা
ভাগ—পলাইয়া যাওয়া
ভাগা—তাড়াইয়া দেওয়া; ভাগ করা
ভাঙ্গ, ভাঙ—উল্লঙ্ঘন করা; ভেঙ্গে ফেলা
ভাঙ্গা, ভাঙা—ভঙ্গ করান; অধিক মূল্যের মুদ্রা অল্প মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করা বা করান; মন্ত্রণা দিয়া স্বপক্ষে আনা
ভাজ্—ভৃষ্ট করা
ভাঁজ—মোড়া; পাট করা; অভ্যাস করা (মুগুর ভাঁজা)
ভাঁজা—নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশাল দেওয়া
ভাঁটা—ভাঁটায় দিকে নৌকা বহিয়া যাওয়া, নিম্নদিকে যাওয়া, অধোগতি পাওয়া
ভাঁড়া—সত্য গোপন করা; অস্বীকার করা
ভান্—শস্যের তুষ ছাড়ান
ভাপসা—ঘর্ম্মাক্ত হওয়া
ভাব—চিন্তা করা
ভাবা—উষ্ণবাষ্পের তাপ দেওয়া; চিন্তিত করা
ভার্—ভারি হওয়া; ভারপীড়িত হওয়া
ভাষ (প)—বলা
ভাস্—ভাসিয়া থাকা বা যাওয়া; সাঁতারান
ভাসা—জলে ভাসাইয়া দেওয়া; বিসর্জ্জন করা; অগ্রাহ্যবৎ ত্যাগ করা
ভিজ্—সিক্ত হওয়া; আর্দ্র হওয়া; প্রসন্ন হওয়া
ভিজা—সিক্ত করা; প্রবর্ত্তিত করা
ভিড়্—নিকটে আসা; তীরে আসিয়া লাগা
ভিড়া—তীরে লাগান; ফিরান
ভুগ—অনুভব করা; ভোগ করা; কষ্ট পাওয়া
ভুঞ্জ (প)—ভোগ করা
ভুন্ (প)—ভাজা

ভুল—ভুল করা ; বিস্মরণ হওয়া
ভুলা—ঠকান ; অন্যমনস্ক করা
ভেঙ্গা, ভেঙ্‌চা (গ)—মুখভঙ্গী করা, অনুকরণ করা
ভেদ (প)—ভেদ করা, বিদ্ধ করা
ভেবড়া, ভেবরা (গ)—ভয় পাওয়া, থতিয়ে যাওয়া
ভোগা—কষ্ট দেওয়া ; ঠকান
ভ্রম (প)—বেড়ান
ম— মন্থন করা
মচ্‌কা—অল্প ভাঙ্গা ; বাঁকিয়া যাওয়া
মজ্‌—অবসন্ন হওয়া ; আসক্ত হওয়া ; ডোবা ; সুপক্ব হওয়া ; মিশিয়া সুখাদ্য হওয়া
মজা—মজান
মঞ্জর (প)—মুকুলিত হওয়া
মট্‌কা—মোড়া ; অঙ্গুলিগ্রন্থিগুলি মুড়িয়া শব্দ করা ; ভাঙ্গা
মড়্‌কা (গ)—মচ্‌কান, ভাঙ্গা
মড়্‌মড়া—সশব্দে ভাঙ্গা
মথ—মন্থন করা ; ছল পূর্ব্বক লাভ করা
মন্ত্র (প)—মন্ত্রণা করা
মন্থ (প)—মন্থন করা
মর্—মৃত হওয়া ; ম্রিয়মাণ হওয়া ; অতি কুকর্ম্ম করা
মর্দ্দ (প)—মর্দ্দন করা, দলন করা
মর্ষ (প)—সহ্য করা ; ক্ষমা করা
মল—মলা ; দলা
মহ—মন্থন করা
মাখ—লেপন করা ; মর্দ্দন করা ; মিশান ; তরল পদার্থের সহিত মিশান
মাগ্, মাঙ—প্রার্থনা করা ; ভিক্ষা করা
মাজ—সম্মার্জ্জিত করা ; পরিষ্কার করা ; ঘসা
মাড়—গুঁড়া করা ; রসশূন্য করা
মাড়া—পদদলিত করা
মাত—মত্ত হওয়া ; অত্যাসক্ত হওয়া নষ্ট হওয়া
মাতা—উৎসাহিত করা
মাথা (গ)—হস্তার্পণ করা
মান্—মান্য করা ; স্বীকার করা ; মনে করা ; দিবার জন্য মনন করা (পূজা মানিয়াছে)
মানা—যোগ্য হওয়া ; স্বীকার করান ; সামঞ্জস্য করা (মানাইয়া চলা)
মাপ—পরিমাণ করা ; ওজন করা, দৈর্ঘ্যাদি নির্ণয় করা
মাপা—ঘুঠান ; পরিমাণ করান
মার্—প্রহার করা ; বধ করা ; ঠুসা
মিট্—মীমাংসা হওয়া ; পূর্ণ হওয়া ; শেষ হওয়া
মিটা—মীমাংসা করা ; পূর্ণ করা
মিয়া (গ)—নিস্তেজ হওয়া, সেঁতাইয়া যাওয়া
মিল্—মিলিত হওয়া ; একমত হওয়া ; যোঠা ; সমান হওয়া ; মিশা
মিলা—তুলনা করা ; সংযোজিত করা ; যুটান ; মিশান ; লীন হওয়া ; অদৃশ্য হওয়া
মিশ—মিশ্রিত হওয়া ; মিলা
মিশা—মিশ্রিত হওয়া ও করা
মুগ্‌রা (ন)—মুদ্গর প্রহার করা
মুচক্—মৃদুহাস্য করা ; মুখ টিপিয়া হাসা
মুচ্‌ড়া—বাঁকান; মুচড়ান
মুছ—পুঁছে ফেলা ; মার্জ্জিত করা
মুছা—পুঁছান
মুড়্—ভাঁজা ; মোড়ক করা ; ঢাকা ; বাঁকান (পা মোড়)
মুড়া—মুণ্ডিত করা ; শাখাপত্রাদিশূন্য করা

মুদ্—(চক্ষু) বুজান ; বন্ধ করা
মুর্ড়া—সঙ্কুচিত হওয়া ; নিরুদ্যম হওয়া
মুত—প্রস্রাব ত্যাগ করা
মুর্চ্ছ (প)—মূর্চ্ছিত হওয়া
মেলা—বিছান ; ছড়ান
মোহ (প)—মূর্চ্ছিত হওয়া বা করা
যজা—অন্যের যজ্ঞাদি সম্পাদন করা ; পৌরোহিত্য করা
যড়া—সংগ্রহ করা
যা—যাওয়া ; হওয়া
যাচ—প্রার্থনা করা
যাচা—দ্রব্যের গুণমূল্যাদি নির্ণয় করা ; পরীক্ষা করা ; অনুসন্ধান পূর্ব্বক নির্ণয় করা
যাঁত—চাপা
যাঁতা—চাপান
যাপ (প)—কাটান
যুঁক্—মাপা, পরিমাণ করা
যুঝ—যুদ্ধ করা ; আয়াস পূর্ব্বক থাকা
যুট, যুঠ—মিলিত হওয়া ; মিলা, সংগৃহীত হওয়া ; উপস্থিত হওয়া
যুড়—সংযুক্ত হওয়া ও করা ; যোজনা করা ; ব্যাপা ; মিলা
যুড়া—শীতল হওয়া, সুস্থ হওয়া ; সংযোজিত করা
যোগা—যোগান দেওয়া ; উপস্থিত হওয়া বা করা ; সরবরাহ করা
র—থাকা ; নিবৃত্ত হওয়া
রক্ষ (প)—রক্ষা করা
রগড়া—ঘষা ; কচলান ; পীড়াপীড়ি করা
রঙ, রঙ্গ—রঞ্জিত হওয়া ; আনন্দে বা নেশায় মত্ত হওয়া ; অনুরক্ত হওয়া
রঙা, রঙ্গা—রঞ্জিত করা
রচ—রচনা করা ; সৃষ্টি করা
রঞ্জ (প)—রাঙান ; আনন্দিত করা
রট—(কথা) প্রচারিত হওয়া
রটা—(কথা) প্রচারিত করা
রম (প)—বিহার করা
রস—রসযুক্ত হওয়া ; পচা
রসা—ভিজান ; সুস্বাদ করা
রহ—থাকা ; নিবৃত্ত হওয়া
রা-কাড় (প)—উত্তর দেওয়া
রাখ—রক্ষা করা ; থোওয়া ; ছাড়া
রাগ—ক্রুদ্ধ হওয়া
রাগা—ক্রুদ্ধ করা, ক্ষেপান
রাঙ—আনন্দে বা নেশায় মত্ত হওয়া ; অনুরক্ত হওয়া
রাঙা—রঞ্জিত করা ; উজ্জ্বল করা
রাজ (প)—শোভা পাওয়া
রাঁধ—পাক করা
রু—রোপণ করা
রুখ—ক্রুদ্ধ হওয়া
রুগ—রোগ ভোগ করা ; দুর্ব্বল হওয়া
রুচ—ভাল লাগা
রুষ (প)—ক্রুদ্ধ হওয়া
রোধ (প)—আটকান ; রুদ্ধ করা
রোপি (প)—রোপণ করা
ল—গ্রহণ করা ; স্বীকার করা
লওয়া—প্রবর্ত্তিত করা
লক্ষ (প)—লক্ষ্য করা
লঙ্ঘ—লঙ্ঘন করা ; অতিক্রম করা
লটকা—টাঙ্গান ; ধরা
লড—যুদ্ধ করা ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা
লতা—লতার ন্যায় যাওয়া
লপ্টা—লোটান ; বাগাইয়া ধরা
লভ (প)—লাভ করা, পাওয়া
লহ—গ্রহণ করা, স্বীকার করা
লাগ—সংলগ্ন হওয়া ; প্রবৃত্ত হওয়া ; সম-

কষ্ট হওয়া; বাধা বোধ হওয়া; বিরোধ করা
লাগা—ঠকান করা; বিবাদ বাধান; সংলগ্ন করা; বাঁধা; মারা
লাঠা (ন)—লাঠি মারা
লাথা (ন)—লাথি মারা
লাফা (ন)—লম্ফ দেওয়া
লাল—লালন করা
লিখ—লেখা
লুক, লুকা—গুপ্তভাবে থাকা
লুকা—গোপন করা
লুট, লুটা, লোটা—গড়াগড়ি দেওয়া; অবসন্নভাবে পড়িয়া যাওয়া
লুঠ—ঐ; লুণ্ঠন করা; বল পূর্ব্বক লওয়া
লুণ্ঠ (প)—গড়াগড়ি দেওয়া; লুঠ করা
লুফ—লুফিয়া লওয়া
লুষ (গ)—খাওয়া
লেড়া (গ)—বিশীর্ণ হওয়া
লেপ—লেপন করা
লেলা—(দংশনার্থ কুকুরাদিকে)-প্রবর্ত্তিত করা
লেহ (প)—চাটা
লোভ (প)—লোভ করা; লুব্ধ করা
শপ (প)—শাপ দেওয়া
শম (প)—নিবারণ করা
শাণা—শাণ দেওয়া; তীক্ষ্ণ করা
শান্ত (প)—শান্ত করা
শাপা—শাপ দেওয়া
শাস—শাসন করা
শাসা—ভয় দেখান; তিরস্কার করা
শিখ—শিক্ষা করা
শিখা—শিক্ষা দেওয়া; বশীভূত করা
শু—শয়ন করা; পরাজিত হওয়া
শুঁক, শুঁখ—ঘ্রাণ লওয়া
শুখা—শুষ্ক হওয়া ও করা; (জল) শুখাইয়া যাওয়া; জলশূন্য করা
শুঁট, শুঁট্‌কা—রসশূন্য হওয়া; শুখাইয়া যাওয়া
শুধ—পরিশোধ করা
শুধ্‌রা—সংশোধিত হওয়া বা করা
শুন্—শ্রবণ করা
শুনা—শ্রবণ করান; যাহাতে শুনিতে পায়, এরূপে বলা
শুষ—শুষ্ক হওয়া বা করা; মুখ দিয়া বায়ুর সহিত টানিয়া লওয়া
শোধ—পরিশোধ করা
শোয়া—শয়িত করা; নোয়ান; পরাজিত করা
শোভ (প)—শোভা পাওয়া
শোষ—শুষিয়া লওয়া
শ্বস্—মৃতপ্রায় হওয়া; (প) নিশ্বাস ফেলা
স—সংগ্রহ করা (জল সওয়া); সহ্য করা
সঞ্চ (প)—সঞ্চয় করা
সন্তর (প)—সাঁতার দেওয়া; সাঁতার দিয়া পার হওয়া
সঁপ—সমর্পণ করা
সমর্প (প)—ঐ
সংবর—গোপন করা; সাম্‌লান
সম্ভব—সম্ভব হওয়া; খাটা
সর্—সরিয়া যাওয়া; চলিয়া যাওয়া; নড়া; (ঘাট, বাসন) ব্যবহার করা
সরা—স্থানান্তরিত করা
সলা—মন্ত্রণা দেওয়া
সহ—সহ্য করা
সহা—যাহাতে সইতে পারে, তদনুরূপ কাজ করা
সাজ—সজ্জিত হওয়া; বেশ ধারণ করা, (পান, তামাক) প্রস্তুত করা

সাজা—সজ্জিত করা
সাঁট—টানা
সাতা—আত্মসাৎ করা
সাঁতরা—সাঁতার দেওয়া
সাঁৎলা—সংবরা দেওয়া
সাধ—অনুনয় করা; সম্পাদন করা; অভ্যাস করা; আদায় করা; পরিষ্কার ও পুষ্ট করা (গদ্য)
সাঁধা—অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
সাপ্টা—আয়ত্ত করা
সাম্লা—সাবধান হওয়া; সাবধানে রাখা; গুছাইয়া রাখা। না উঠা
সার্—সম্পন্ন করা; সংশোধন করা
সারা—মেরামত করান; রোগমুক্ত করা
সি, সিঁ, সিঙা—সেলাই করা
সিঁক্টা—নাক ও মুখ উর্দ্ধে কুঞ্চিত করা
সিঞ্চ (প)—সেচন করা
সিজা—সিদ্ধ করা
সিঁধা, সেঁধা—অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
সিহর্, সিউর্—চমকে উঠা; পুলকিত হওয়া
সুধা—জিজ্ঞাসা করা
সৃজ (প)—সৃষ্টি করা
সেঁক—উত্তাপ দেওয়া; উত্তাপে পক্ক করা
সেচ (প)—সেচন করা
সেঁতা—ভিজা হওয়া
সেব (প)—সেবা করা
সেলা (গ)—সেলাই করা
শুষ্ক (প)—শুষ্ক হওয়া
স্থাপ (প)—স্থাপন করা
স্পর্শ (প)—স্পর্শ করা
স্বন্ (প)—শব্দ করা
স্মর্—স্মরণ করা

হ—হওয়া; থাকা
হট, হঠ—সরিয়া যাওয়া; পরাজিত হওয়া
হর্—বল পূর্ব্বক লওয়া; চুরি করা; লওয়া; ভাগ করা
হাঁক—ডাকা; চীৎকার করা
হাঁকা—তাড়াইয়া দেওয়া; (গাড়ি) চালান
হাঁকার—উচ্চস্বরে ডাকা; চীৎকার করা
হাঁক্রা—চীৎকার করা
হাগ—মলত্যাগ করা
হাঁচ—হাঁচা
হাঁজ—জলে পচিয়া যাওয়া; হীন হওয়া
হাঁট—চলা
হাঁটা—বৃথা যাতায়াত করান
হাৎড়া—না জানিয়া অন্বেষণ করা; হাত দিয়া ঘাঁটা
হাতা (ন)—হস্তগত করা
হান (প)—ক্ষেপণ করা; প্রয়োগ করা; আঘাত করা
হাঁপা, হাঁফা—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা হাঁপান
হাব্ড়া—অবসন্ন হওয়া; পঙ্কমগ্ন হওয়া
হাম্লা—(গবাদির) ডাকা
হার্—পরাজিত হওয়া; লোকসান করা
হারা—পরাজিত করা; হারাইয়া ফেলা
হাস—হাস্য করা; উপহাস করা
হাঁসা—কাটা
হিংস (প)—হিংসা করা
হিঁচ্কা, হেঁচ্কা—সহসা সবলে টানা
হিঁচ্ড়া—সবলে টানিয়া লওয়া
হুড়, হুড়া—ঠকান
হেদ্, হেদা—বিচ্ছেদকাতর হওয়া
হের্—দেখা
হেল—নত হওয়া; বাঁকা
হেলা—বাঁকান; অগ্রাহ্য করা

কচ্‌কচ্‌, কচ্‌মচ্‌, কড়্‌মড়্‌, কন্‌কন্‌, খট্‌খট্‌, খুট্‌খুট্‌, গট্‌গট্‌, ঘট্‌ঘট্‌, ঘুট্‌ঘুট্‌, চড়্‌চড়্‌, চন্‌চন্‌, ঝন্‌ঝন্‌, টল্‌টল্‌, টল্‌মল্‌, ঢল্‌ঢল্‌, থপ্‌থপ্‌, বজ্‌বজ্‌, মড়্‌মড়্‌, সড়্‌সড়্‌, সপ্‌সপ্‌, সুড়্‌সুড়্‌, হড়্‌হড়্‌, হড়্‌বড়্‌, হুড়্‌মুড়্‌ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের উত্তর 'আ' প্রত্যয় হইয়া কচ্‌কচা, কচ্‌মচা, কন্‌কনা, হড়বড়া প্রভৃতি নামধাতু উৎপন্ন হয়। এই সকল নামধাতু-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগানুসারে ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান ক্রিয়ার অর্থ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে।

সম্পূর্ণ।